সূচিপত্র ।

অথ বন্দনাদি ....

অথ গ্রন্থ পরিচয় ....

অথ গ্রন্থের সূচনা ....

অথ গ্রন্থারম্ভঃ ....

অথ মার্কণ্ডের প্রশ্নান্তর রাজপুত্রের নারী নিন্দ

অথ মার্কণ্ডের মুনি হইতে নারীর প্রসংশা ..

অথ রাজা চন্দ্রসেনের উপাখ্যান ১

অথ রাজার নিকটে সন্ন্যাসীর আগমন .. ১

অথ ফল ভক্ষণে রাণীর গর্ব্ভ ধারণ বিবরণ .. ১

অথ রাজপুত্রের মৃগ অন্বেষণে কন্যা দর্শন .. ১

অথ চারি বন্ধুর কন্যা অন্বেষণে গমন .. ১

অথ চারি বন্ধু অরণ্যে গমন ১

দৈত্য শ্রীমন্ত কথোপকথনে রাজপুত্রের উপদেশ ২

অথ চারি বন্ধুর অরণ্যে হইতে গমন ২

অথ কন্যা আশে সাধুপুরে প্রবেশ ....

অথ কন্যার বিরহ খেদোক্তি বর্ণনা ......

অথ সদাগর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ......

অথ প্রশ্নোত্তর ....

অথ রাজার প্রতি রাজপুত্রের উপদেশ ......

অথ সদাগরের পুত্রবধূর বিলাপ ....

অথ ভার্য্যাসহ সদাগরের পুত্রে বনে গমন ..

অথ অরণ্যে সাধুবধূর মাণিক প্রাপ্ত ......

অথ কাক ও সর্প বিবরণ ....

অথ ভার্য্যার প্রতি পক্ষির ক্রোধ ......

অথ [illegible] বিবরণ ....

দাগরের পুত্র ভার্য্যাসহ বাটী আগমন ...... [illegible]
ভার্য্যা শোকে পতির বিলাপ ৪৩
সাধুসুতের স্ত্রবাস্থর প্রাণ পরিত্যাগ ৪৫
সদাগর সবংশে প্রাণ পরিত্যাগ .... ঐ
রাজার মধ্যম পুত্রের উপদেশ ৪৬
অমৃত ফল ভক্ষণে উপপতির মৃত্যু ৫০
উপপতি শোকে সাধু স্ত্রীর বিলাপ ৫১
ফল ভক্ষণে উপপত্নীর মৃত্যু ৫৩
সদাগরের বিলাপ বর্ণন .... ঐ
বিনা দোষে শুক বধ ৫৫
দাস দাসীর বিবাদ সূচনা .... ঐ
ফল ভক্ষণে দাসীর লাবণ্য প্রকাশ ৫৭
ীর পরিচয়ে সদাগরের মৃত্যু ৫৮
চারে রাজার সবংশে মরণ .... ঐ
পুত্রের বিবাহ ৫৯
ঃ ঘরে কন্যা হরণ ৬০
র বন্ধুর অরণ্য দেশে গমন ৬১
মধ্যে কন্যা দর্শন এবং রূপ বর্ণন .... ঐ
গর কন্যা বন্ধুগণ নিকটে দূতী প্রেরণ ৬২
র বন্ধুগণ সদাগরের বাটী গমন ৬৪
াগরের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও নদী তীরে গমন ...... ঐ
শ্নের উত্তর নদী তীরস্থ অস্থি বিবরণ ৬৫
্যাসীর যুবতী সহিত কথোপকথন ও রতিদান ভিক্ষা
বিবরণ ৬৬
বতীর সন্ন্যাসীর প্রতি উত্তর ৬৮
ন্যাসীর প্রত্যুত্তরান্তর চাতুর্য্য দ্বারা যুবতীর ধর্ম্ম রক্ষা ঐ
ধুপুত্রের অকস্মাৎ মূর্চ্ছা বিবরণ .... ৭[illegible]
াষহীনা পুত্রবধূকে জলে বিসর্জ্জন .... [illegible]

...নগীর ভ্রাতার সহিত দরশন .... ঐ
সর্পাঘাতে সন্ন্যাসীর প্রাণ পরিত্যাগ ৭০
সদাগরের কন্যা সর্পাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ ৭২
বন্ধুগণের রত্নপুর গমন ও নগর বর্ণন ৭৫
অথ রত্নপুরে দেবালয়ে রাজ কন্যা দর্শনে বিপ্রসুতের মোহিত ..... , ... ৭৬
চারিবন্ধুর রূপ দর্শনে নগর বাসীর খেদোক্তি ৭৮
চারিবন্ধুর রাজ সভায় গমন ৮০
রাজা বিপ্রসুতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ৮১
প্রশ্নোত্তর ও চারিমুণ্ড বিবরণ ৮২
মন্ত্রী আলয়ে সন্ন্যাসীর আগমন ৮৩
শিবির দেশের রাজা রত্নপুরে মন্ত্রী প্রেরণ ৮৪
মন্ত্রী ভার্য্যা নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনরায় গৃহ প্রবেশ ও উপপতি দর্শনে খেদ ৮৫
মন্ত্রী রাজসভায় গমন এবং কারাগারে বদ্ধ ৮৭
বিধাতার লিখনে গর্ত্ত মধ্যে গিত্ত বিবরণ ৯১
বিধাতার পুত্রের বিবাহে বর যাত্রগণের দুর্গতি ..... ঐ
...ঘটনা বিবরণ ৯২
মন্ত্রী প্রতি রাজা তুষ্ট হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা ৯৪
মন্ত্রীর স্ত্রীর বিলাপ ৯৬
মন্ত্রীর স্ত্রী উপপতির সহিত মৃত্যু ৯৭
...কন্যার বিবাহ সজ্জা .... ঐ
বিপ্রপুত্রের বিবাহ সময়ে কন্যা হরণ ৯৯
বিপ্রপুত্রের প্রবোধ সূচনা ১০০
রাজপুত্র স্ত্রী রাজ্যে গমন এবং তাথকার বর্ণন ১০১
স্ত্রী রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ শ্রবণে পাত্রসুত পলায়ন ১০৪
...পাষাণ মূর্ত্তি স্পর্শনে পাষাণ হওনের বিবরণ ১০৬
...পাষাণ দেহ হৈতে মুক্ত ও স্ত্রীর প্রাপ্ত ১০৭

রাজপুত্রের পলাবার চেষ্টা ও কন্যার প্রবোধ …… ১৪৪
রাজার প্রতি মন্ত্রীর উপদেশ …… …… ১৪৬
চিত্রকলার স্থানে চোরের সন্ধান প্রাপ্ত …… ১৫০
চোরধরা বিবরণ …… …… …… ১৫১
রাজপুত্রের বন্ধনেতে কন্যার খেদ …… …… ১৫৫
রাজপুত্রকে কারাগারে বন্ধ …… …… ১৫৬
রাজপুত্রের স্তবে ভগবতীর আগমন …… …… ১৫৬
রাজপুত্রের পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ …… …… ১৫৮
রাজপুত্রের বিবাহ …… …… …… ১৫৯
রাজপুত্র ছলে বিপরীত রতি বাঞ্ছা …… …… ১৬০
রাজকন্যার মান …… …… …… ১৬২
রাজপুত্রের দেশে যাত্রা …… …… …… ১৬৩
সাধুকন্যার বিরহ ও রাজপুত্রের স্বর্গে গমন …… ১৬৭
তাম্রধ্বজের বিবাহ …… …… …… ১৭৫

ইতি সূচিপত্র সমাপ্তঃ।

কুমারীর গন্ধর্ব্ব গ্রন্থ বিবরণ ১০৯
াগরের পুত্র বিবস্ত্র রাজ্যে গমন ১১১
রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ ১১১
ত্র ত্রিনেত্র রাজ্যে গমন ১১২
পুত্রের স্ত্রীর প্রাণ দান, ... ১১৩
পুত্রের গুটিকা প্রাপ্ত ১১৪
পুত্রের বিবাহ ১১৫
পুত্রের মৎস্যদেশ গমন এবং তথাকার বর্ণন ১১৬
রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ ও ঊষা হরণ এবং বাণ রাজার
লক্ষ্মী ত্যাগ ১১৮
রাজার দশদশা ১২১
রাজ্যের প্রশংসা ১২৩
পুত্রের ভার্য্যা সহ মিলন ১২৬
জপুত্র কান্যকুব্জ দেশে গমন ১২৭
জপুত্রের সহিত দূতীর মিলন ১২৯
াগর কন্যার রূপ বর্ণন ১৩০
কন্যার সহ রাজপুত্রের স্নান স্থলে দর্শন ১৩২
লিনী সহ সাধুকন্যার কথোপকথন ১৩৩
জপুত্রের সাধুকন্যা সহ বিবাহ ১৩৪
জপুত্রের শারী সহ কথোপকথন ১৩৫
জপুত্রের বন্ধু সহ মিলন ১৩৬
জপুত্রের কান্যকুব্জ দেশ হইতে চিত্রকর্ণে গমন ১৩৮
রাঙ্গিণীর বিরহ বর্ণন ১৩৯
জপুত্রের সহিত ঐ কন্যার মিলন ২৪১
জপুত্রের বিবাহ ১৪৩
জপুত্রের সম্ভোগ ১৪২
ী কন্যার পুরে পুরুষের কথা শ্রবণ করেন ১৪৫
রাজার কন্যাগারে প্রবেশ ..... ঐ

রসিকরঞ্জন।

মার্কণ্ডেয় মুনির ভণিত।

রাজা চন্দ্রসেনের উপাখ্যান।

ত্রিপদী। নমঃ ব্রহ্ম নিরাকার, নিত্যানন্দ নির্ব্বিকার, পারা-
পর পরাৎপর, পরমা প্রকৃতি। তেজোময় সত্যান্তর, বাক্য
অগোচর, ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর, নিরন্তর স্থিতি॥ সর্ব্বভূত
ভূত রক্ত, বেদ বিধি অবর্ণিত, আত্মারূপে দেহে স্থিত, অনন্ত
আকৃতি। একে পঞ্চ পঞ্চে এক, বিশ্ব বিশ্ব বিনাশক, চরাচর
তারক, চনক আকৃতি॥ স্থূলাধিক স্থূলাতর, ক্ষীণাধিক
ক্ষীণাকর, অধো ঊর্দ্ধ নিরন্তর, চমৎকার গতি। নচক্ষে দৃষ্টির
ধার্য্য, নকরে কারণ ধার্য্য, অদেহে ব্যাপীত রাজ্য, বিশ্বপুরা
তি॥ ভাঙ্গিতে ভক্তের খেদ, ভবে মাত্র ভাব ভেদ, অভেদ
দৈহিক ভেদ, সাকার মূরতি। শাক্তের শক্তির আশ, শৈবে
সদাশিব দাস, শৌরে সূর্য্য সুপ্রকাশ, ভাবেতে ভকতি॥ অ-
বনি জনিত জন্ম, ব্রহ্মে জানে ব্রহ্মকর্ম্ম, গানপত্যে জাতি
ধর্ম্ম, কহে গণপতি। ঘুচাতে ভবের ভার, বহুমত অবতার,
সংসারে শক্তিকার, এ সব ভারতী। পঞ্চভূত সুবিকাশ, স্বর্গ
মর্ত্ত্য জলাকাশ, বহ্নি বায়ু সুপ্রকাশ, রূপে প্রজাপতি। সত্ত্ব
রজঃ তমত্রয়, ইঙ্গিতে বিশ্বের লয়, অনায়াসে সৃষ্টি হয়, যে
দয়ায় স্থিতি॥ সরস্বতী শাকম্ভরী, যা রাধা সা ক্ষেমঙ্করী,
বিধাতা বেদধারী, দক্ষকন্যা সতী। লোকপাল সহস্রাক্ষ

দেব নর যক্ষ রক্ষ, ঐক্যভাবে হয় মোক্ষ, অনৈক্যে অগতি ॥ কি কহিব চমৎকার, কালেহ অবতার, নাশি ভার বার বার, উদ্ধারিলে ক্ষিতি। করে যেবা ভেদ জ্ঞান, তবে তার নাহি ত্রাণ, কালে করে অপমান, না পায় নিষ্কৃতি। কি করিবে পুণ্য তায়, এ কূল ও কূল যায়, অকূলে আকূল কায়, উপায় বিস্মৃতি ॥ একপক্ষে পক্ষ যেন, যথা ছিন্ন নবঘন, সমীরণে স্থির নন, নাহি যেন গতি ॥ শুন তবে সারতত্ত্ব, অন্তরে ভাবিয়া সত্য, গুরুতত্ত্ব পরমাত্ম, চিন্ত দিবা রাতি। না হইবে ভূলে ভুল, ভবার্ণবে পাবে কূল, গুরু হৈলে সানুকূল, নির্ব্বাণ মুকতি ॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

পয়ার। ভাগীরথী তীরে ধাম পাঞ্জোহাট্ট গ্রাম। শিষ্ট জাতি অনেক বসতি অনুপাম ॥ মহারাজা তেজচন্দ্র চন্দ্র জিনি তেজে। বিরাজিত রাজধানী বর্দ্ধমান মাঝে ॥ তার ধর্ম্ম কর্ম্ম যত খ্যাত এ সংসারে। বর্ণিতে বাহুল্য হয়ে কি কব বিস্তারে ॥ বিপ্র কুলোদ্ভব রাজ অধিকার বাসী। ধন্য মান্য পুণ্যে বিনাশিলে পাপরাশি ॥ শ্রীযুত বৈদ্যনাথ ঘোষাল নাম খ্যাত। দীন দ্বিজে অন্নদানে তোষে অবিরত ॥ তাহার তনয় শ্রীগোপালচন্দ্র জ্যেষ্ঠ। সাক্ষাৎ গোপাল তুল্য দান্ত শান্ত শিষ্ট ॥ মধ্যম শ্রীশিবচন্দ্র শিব সম শক্তি। অসন্তোষ নাহি রোষ সদাচার ভক্তি ॥ সর্ব্বগুণে গুণান্বিত শাস্ত্রেতে বিদ্বান। সদা মন সদালাপে সহ জ্ঞানবান ॥ ইষ্ট নিষ্ঠ মিষ্টবাক্য সদা তুষ্ট মন। দয়া দানে দীন জনে তোষে অনুক্ষণ ॥ তার অনুগত দ্বিজ দীন হীন ক্ষীণ। জল হীন জলাশয়ে যেন বাক্ষ মীন ॥ বারেন্দ্র কুলেতে জন্ম ধর্ম্ম হীন অতি। আছে মাত্র শিবপদ অগতির গতি ॥ অগ্রদ্বীপ নবদ্বীপ জম্বুদ্বীপ মাঝে। তার মধ্যে মধ্যদ্বীপ অধিক বিরাজে ॥ উত্তর পূর্ব্বে ভাগীরথী শোভা চমৎকার। অতুল্য তুলনা তুল্য নাহি দেখি আর ॥

দ্বীপ মাজিদা নামেতে আছে খ্যাতি। তথা, বাস স্থিত ত্র পাট অনুগত ॥ শ্রীযুক্ত শ্রীহরচন্দ্র দ্বিজ শুদ্ধনন্দন। তার ত অকিঞ্চন রাজনারায়ণ ॥ ভট্টাচার্য্য উপাধিতে আখ্যেয় কাশ। এই গ্রন্থ প্রকাশিতে হৈল অভিলাষ ॥ শিবচন্দ্র ঘোষাল দিলেন অনুমতি। তদাদেশে রচিলাম ভাষায় ভার- তী ॥ অতএব এই মাত্র মম নিবেদন। বিবেচনা পূর্ব্বক রিয়া গুণীগণ ॥ স্বীয়জ্ঞানে শুধিবেন যথা আছে ভুল। এজ্ঞানে অকিঞ্চনে হবে অনুকূল ॥ জ্ঞানিগণ গুণ মাত্র করে রীক্ষণ। যথা হংসে নীরে ক্ষীর করয়ে ভক্ষণ ॥ এইমাত্র বেদন বুঝিবা পণ্ডিত। ভাষায় কবিতা নাহি জগতে দিত ॥

গ্রন্থ সূচনা।

ত্রিপদী। রসিক রঞ্জন নাম, গ্রন্থ রস গুণধাম, কিঞ্চিত্তম ধুর অধিক। রসিকের রসে মত্ত, করে রস উদ্দীপন, অর- কে হইবে রসিক ॥ নবরস অনুপম, আছে পরমাত্ম প্রেম, অন্ধকার এম যায় দূরে। গ্রন্থরূপ শশধরে, প্রেমচন্দ্র দীপ্ত রে, গ্রন্থদৃষ্টে মনোদুঃখ হরে ॥ রত্নপুর রাজ্যে ধাম, রাজা শিখীধ্বজ নাম, অনুপম অন্যের সম্ভবে। পুত্র তাম্রধ্বজ র, শান্তমতি সদাচার, দাম্ভ শাস্ত্র কৃতান্তে না ডরে ॥ ধর্ম্ম কর্ম্মে সদা মত্ত রাজকার্য্যে অযতন, দেখি শিখীধ্বজ নরপতি। জ্য বিভাদিতে চায়, পুত্র অসম্মত তায়, আইলা মার্কণ্ড মহা- তি ॥ শিখীধ্বজ তদন্তরে, মুনিরে প্রণাম করে, কহে নিজ দুঃখ বিবরণ। শুনি মুনি রাজসুতে, ডাকি কহে আনন্দেতে, রাজসুত কহে ততক্ষণ ॥ নারী বহু দোষযুতা, কহে নারী দোষ থা, শুনি মুনি কহে পুনর্ব্বার। রমণীর গুণ যত, বেদেতে আছে অবর্ণিত, হেন বুদ্ধি কে দিলে তোমার ॥ এত বলি মুনিরাজ, কহিছে নারীর কাজ, সাবিত্র্যাদি রতী দময়ন্তী। সার সংসার মাঝে, নারী সার বিজ্ঞ জানে, এ বিষয়ে নাহি

স্ব ভ্রান্তি॥ যে জানে নারীর মর্ম্ম, সেই সাধে সর্ব্বকর্ম্ম,
তবে এক শুন বিবরণ। পুর্ব্বে ছিল এই দেশে, কহি শুন সবি-
শেষে, নারী কার্য্য সাধে যেই জন॥ অচিন্ত্য নগরে ধাম,
রাজা চন্দ্রসেন নাম, রাজ্য তার অতুল্য অসীমা। তার পুত্র
দৈবগতি, বনে গিয়া মৃগয়ার্থে, হেরে এক নারী মনোরমা॥
ধরিবারে ধায় রায়, কন্যা অন্তর্ধান হয়, তার রূপে হয়ে উচা-
টন। দিশি অবসান হৈলে, বন্ধুগণে ডাকি বলে, চল সেই
কন্যা অন্বেষণ॥ দৈব দৈত্য উপদেশে, কন্যা কথা সবিশেষে
রাজপুত্র শুনিয়া গোপনে। সখা তিন জন সঙ্গে, কন্যার প্র-
সঙ্গে রঙ্গে, নানাদেশে ভ্রমে চারি জনে॥ দৈব কর্ম্ম অবগুণ,
পথে সখা তিন জন, তিন কন্যা বিবাহ করিল। এক ঘরে
সর্পাঘাতে, নিশাচর গন্ধর্ব্বেতে, আর দুই কন্যারে হরিল॥
নিজ নিজ নারী শোকে, দিগদশ শূন্য দেখে, দেশে দেশে করিল
গমন। রাজপুত্র মূর্চ্ছাযুক্ত, ভাবি আত্ম সুবিহিত, কামরূপে
গেল ততক্ষণ॥ এক মালিনীর ঘরে, তথা গিয়া বাস করে,
তথা এক কন্যা বিভা করে। মালিনীর রূপ আর, সাধ কুমা-
রীর বিস্তার, যে প্রকার বর্ণনা বিস্তারে॥ আর তার তিন
সখা, ভ্রমে দেশ একা একা, করি নিজ নারী অন্বেষণ। ত্রিনেত্র
ত্রিবস্ত্র দেশ, নারী রাজ্যে সবিশেষ, মৎস্যদেশ করিছে বর্ণন॥
পুণ্য বলে ভার্য্যা পেয়ে, শ্বশুর আলয়ে গিয়ে ভার্য্যা রাখি
রাজপুত্র আসে। একে একে তিনজন, করি বহু অন্বেষণ,
মিলিলেন রাজপুত্র পাশে। রাজপুত্র তদন্তরে, আকর্ষণী মন্ত্র
জোরে, উপনীত হিমালয় পাশে। শেষে শুনি সবিশেষ,
চিত্রকর্ণ নামে দেশ, তথা রাজা চিত্রসেন বৈসে॥ গন্ধর্ব্বের
নৃপমণি, তার কন্যা চিত্রাঙ্গিনী, সেই কন্যা অতি গোপনেতে।
রাজপুত্র করি পতি, উপপতি রূপে স্থিতি, অন্য কেহ না পায়
দেখিতে॥ এ কথা প্রকাশ হৈলে, সুকৌশলে কলে ছলে,
রাজপুত্রে দিল কারাগারে। কুমার মনেতে ভেবে, ককা-

বাদি রূপে তবে, সকাতরে কালী স্তব করে ॥ ভক্ত দুঃখে ভগবতী, সাজে সবে শীঘ্রগতি, পথে দেখা দেবঋষি সনে । শাস্ত্র-করে কালীকারে, মুনি গিয়া রাজপুরে, পূর্ব্বকথা কহিল রাজনে ॥ শুনিয়া নৃপতি তবে, আপন মনেতে ভেবে, কন্যার সহিত বিভা দিল । কিছু দিন তথা রয়ে, আপন যুবতী লয়ে, কান্যকুব্জে নারী সখা নিল ॥ এই রূপে পারিজন, লয়ে নিজ নারীগণ, নিজ দেশে করিল গমন । মুনি দিলা উপদেশ, তাম্রধ্বজ অবশেষ, করিলেন রমণী গ্রহণ ॥ নানা দেশ ইতিহাস করিলেন সুপ্রকাশ, বহুমত রসের পদ্ধতি । দেখি গ্রন্থ হবে ক্ষোভ, না লইবে কোন দোষ, এই মাত্র আমার মিনতি ॥

অথ গ্রন্থারম্ভঃ ।

ত্রিপদী । রত্নপুর রাজ্যে ধাম, রাজা শিখীধ্বজ নাম, রাখি সম প্রজার পালনে । সর্ব্ব গুণে গুণধাম, রূপ শোভা যেন কাম, যম সম দুষ্টের দমনে । ধর্ম্মে ধরা সম ধীর, স্নিগ্ধগণে যেন নীর, সুগভীর বুদ্ধে সিন্ধু সম । যুদ্ধে অনলাগ্নি প্রায়, না ডরে কালের দায়, বহু রাজ্য গণিতে অসীম ॥ কত কুলোদ্ভব রাজা, রাজ্যে রাজ্যে শুভ প্রজা, মহাতেজা যেন দশানন । পুণ্যকর্ম্মে ধন্য ধন্য, নল সম অগ্রগণ্য, সত্যে সত্যবানের সমান ॥ সদাশিব সেবা শক্ত, পরম বৈষ্ণব ভক্ত, সর্ব্ব গুণযুক্ত সেই ভূপ । তার রাণী লজ্জাবতী, সাবিত্রী সমান সতী, গুণবতী রতী জিনি রূপ ॥ সদা ধর্ম্ম মতী সতী, পতি প্রতি ভক্তি গতি, রতী জিনি পতি পরায়ণা । দুঃখী দীন দ্বিজগণে, তুষে সদা স্বর্ণ দানে, পুণ্যে যেন নলের ললনা ॥ তার গর্ভে ভূপতির, তিন পুত্র হৈল বীর, জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম তাম্রধ্বজ । বুদ্ধে বৃহস্পতি সম, যুদ্ধেতে দ্বিতীয় যম, সদা আশ দ্বিজ পদরজ ॥ আদ্যোপান্ত শিষ্টশান্ত, রূপবন্ত গুণবন্ত, সদা রত্ত মতজ্ঞ হৈতে । গুরুদত্ত তত্ত্ব জ্ঞান, দীন দ্বিজে দয়া দান, নাহি মন রাজ্যাভিলাষেতে ॥ উপযুক্ত দেখি তারে, শিখীধ্বজ রাজা-

ভেঁদ, কন্যা অন্বেষণ করি আনে। উৎসাহ কি কব তার,
রাজ্যে দিল সমাচার, নিমন্ত্রণ দ্বিজ আদিগণে॥ নৃপবর
হৃষ্টচিত্তে, আজ্ঞা দিল অন্তঃপুরে, পুত্রে হরিদ্রাদি মাখাইতে।
শুনি বিবাহের কথা, পেয়ে পুত্র মর্ম্মব্যথা, কহে কথা পিতার
অগ্রেতে॥ শুন শুন মহারাজ, কহিতে শুনিতে লাজ, এ কি
অবিচার তাহা কহ। অন্য চিন্তা নাহি আর, চিন্তা চিন্তামণি
সার, না করিব দার পরিগ্রহ॥ অনিত্য সংসার ছার, মিছ
মায়া মাত্র সার, আমার আমার বলে সবে। অধিক কি ক
আর, পাপার্ণবে নাহি পার, নিজসুতে বদ্ধ পুরু ভেবে। শিখী
ধ্বজ যত বলে, তাম্রধ্বজ নাহি ভুলে, ভূপ মনে হৈল এ কি
দায়। হিতে হৈল বিপরীত, জ্ঞাতিগণ বিস্মিত, সুনিশ্চিত ন
দেখি উপায়॥ তবে যত মুনিগণ, পায়ে নৃপ নিমন্ত্রণ, আগ
মন কৈল রাজপুরে। ভাবিয়া না পায় স্থির, নৃপবর নরশির
পাদ্যার্ঘ্য দিল সবাকারে॥ হৃষ্ট হয়ে দ্বিজগণ, নৃপতির প্রতি
কন, কেন হে রাজন দুঃখ মতি। তবে নৃপ যোড়করে, দুঃখ
ভরে সবাকারে, কহে সব দৈবাধীন গতি॥ শুনি মুনিগণ ক
চিন্তা কর কি কারণ, আনহ নন্দন তাম্রধ্বজে। হিতে বি
বিপরীত, কোথা পেলে হেন নীতি, নীত শিক্ষা দিব যু
রাজে॥ শুনি মুনিগণ বাণী, তদন্তরে নৃপমণি, আজ্ঞা দি
আনিতে নন্দনে। আজ্ঞা পায়ে দাসগণ, রাজপুত্রে ততক্ষ
আনিলেন সভা বিদ্যমানে॥ তাম্রধ্বজ নত শিরে, প্রণমি
সবাকারে, যোড়করে দাণ্ডায়ে রহিল। মুনিগণ সম্ভাসিল, ন
বর আজ্ঞা দিল, রাজসুত সভায় বসিল॥ মার্কণ্ড নামে
মুনি, সর্ব্ববেত্তা অতি জ্ঞানী, যুবরাজে জিজ্ঞাসা করিল। শি
চন্দ্র আজ্ঞা মতে, সুললিত ত্রিপদীতে, রাজনারায়ণ বিরচি

মার্কণ্ডের প্রশ্নোত্তর রাজপুত্রের নারী

নিন্দা বিবরণ।

পয়ার। যুবরাজ এক কায কহে তপোধন। পিতৃ আ

অবিজ্ঞা করেছ কি কারণ ॥ এত শুনি মুনি বাণী তাপস্বক কয় । কি আজ্ঞা হেন কহিয়াছ মহাশয় ॥ মুনি কন বিবরণ কই শুন আমি । কি কারণ স্ত্রী গ্রহণ নাহি কর তুমি ॥ পুনঃ কয় মহাশয় কই শুন তবে । অনিত্য ঐহিক সুখ কেবা চাহি তবে ॥ কর্ম্ম ভূমি মাত্র আসি যাইয়া সংসার । কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম চেষ্টা অবিচার ॥ থাকিতে নগর দিলে অন্য কর্ম্মে ভ্রম । যথা ধ্রুব ইক্ষু বনে তৃণ অন্বেষণ ॥ যেন কাচ লইয়া হয় কাঞ্চন বাদে । সেই রূপ অন্যে মন এ মহীমণ্ডলে ॥ আশার দুনার নহে আশার আমার । দারা সুতগণে লয়ে আনন্দ অপার ॥ দেখিয়া বিষয় স্পৃহা পৃথ্বী পুলকিত । শিরে শমন সদা মানন্দে মোহিত ॥ আমি কার কে আমার মিছে কার আশে । কৌতুক দেখিয়া কাল কেশে ধরি হাসে ॥ জনক জারজ সুতে যেন লয়ে কোলে । কৌতুক করয়ে এত কথা কুতূহলে ॥ জনক নন্দন দেখি মনে ভাবে তারা । কার সুত করি কোলে কত কর মায়া ॥ মিছা মাত্র মায়ামোহে মজাইলে মন । মুগ্ধ হৈয়া মায়াপাশে মৈত্র আশে মন ॥ তাহাকে ইন্দ্রিয় মত্ত করি রূপ ধরি । বিষম বিষয় বনে বাঞ্ছা সদা ফিরি ॥ অঙ্কুশ প্রবোধ বোধ আছে মাত্র তারে । ধৈর্য্যরূপ রজ্জু আছে বান্ধিতে তাহারে ॥ বিষম বিষয়ে বশ হৈল এক বার । আর তার বান্ধিবারে সাধ্য আছে কার ॥ তাহে আর নারী ছার কর্ম্মে কদাচারী ॥ মুগ্ধ করে মনহরে কটাক্ষেতে হেরি ॥ সে সুখে হইয়া সুখী হয় যেবা মত্ত । কাম ফাঁদে বান্ধে শেষে মন ভুকৈবর্ত্ত ॥ সেই কালে কাল পেয়ে কালে ধরে কেশে । মহাক্লেশে অশেষ যন্ত্রণা দেয় শেষে ॥ পাপাচারী নারী হৈতে পাপের সৃজন । অঘটন ঘটাইতে ঘটনা চিন্তন ॥ সর্ব্বদা কপটযুক্তা সর্ব্ব মায়াময় । অবিশ্বাসী পরিহাসী পর সঙ্গে রয় ॥ সমস্ত সম্ভোগ ইচ্ছা নাহি পরাপর । বন্ধুতেও বিচ্ছেদ জন্মায় নিরন্তর । নারী হৈতে কার কোথা কিছুক

হয়েছে। কেহ ধনে প্রাণে কেহ সবংশে মরেছে ॥ শুম্ভ নিশুম্ভাদি করি কত দৈত্যগণ। রাবণাদি রাক্ষস সবংশে নিপাতন ॥ ত্রিলোক তারণ কর্ত্তা শ্রীরাম আপনি। জনকনন্দিনী সীতা জগৎজননী ॥ কম্বুবক্ষে হনুবাণে দশানন হরে। ভ্রমিলেন রাম বানরের দ্বারে দ্বারে ॥ এই মত অবর্ণিত নারীর কাহিনী। অগোচর আছি তব জ্ঞান মহামুনি ॥ অতএব। সংসার এই মাত্র সার। দয়া দান দীনে আর পর উপকার শুদ্ধ ধ্যান গুরু জ্ঞান শ্রীগুরু মনন। কাশীতে হইবে কাশী শ্রীনাথ চরণ ॥

মার্কণ্ডেয় মুনি হইতে নারীর প্রশংসা।

পয়ার। মুনি বলে যে বলিলে সকলি প্রমাণ। কিন্তু নারী বিং ত্রিভুবনে নাহি স্থান ॥ জীবনে মরণে নারী নারী চিরকাল না জানিয়া নারী কেন ভাবিছ জঞ্জাল ॥ শক্তি রূপে সৃজ করিলা ত্রিভুবন। ব্রহ্মা বিষ্ণু গিরিশাদি শক্তি হতে হন ॥ লক্ষ্মী প্রাপ্তে লক্ষ্মীনাথ হন লক্ষ্মীবন্ত। গণেশ জননী জন্য শি গৌরীকান্ত ॥ নারী রূপে নর সুর রাখে নারায়ণী। নারী রূপেতে গঙ্গা কলুষ নাশিনী ॥ যে কহিলে রাবণাদি মরে না আক্ষেপে। পরনারী লোভ পাপে মরে কর্ম্ম দোষে ॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের সংসারে। সীতা সতী হইতে নিজ প্রাণ র করে ॥ কহিতে নারীর গুণ কি সাধ্য আমার। বাক্যের বাক্য অগোচর গুণ যার ॥ শেষ শেষ হয় শেষ কহিতে কথা। পঞ্চমুখে পঞ্চানন চতুর্ম্মুখে ধাতা ॥ তথাচ কিঞ্চিৎ ব না হয় বর্ণন। শক্তি প্রতি ভক্তি জানি মুক্তির কারণ ॥ সত্য যুগে সত্যবান সাবিত্রীর গুণে। রাজ্য প্রাণ প্রাপ্ত হৈল শমের স্থানে ॥ হরারি হরের কোপে ত্যজিল জীবন। পুনর্ব্বার প্রাণ পায় সতীর কারণ ॥ নলরাজা গেল বনে নত সঙ্কেতে। দৈবক্রমে ত্যজে তারে অরণ্য মধ্যেতে ॥ বৈধবে প্রায় সতী বৈদর্ভেতে গেল। পুনর্ব্বার বিভা হবে সকে

পাইল॥ ছিল রাজা সত্যবন্ত দুষ্মন্ত নৃপতি। শকুন্তলা নামে তার ভার্য্যা গুণবতী॥ তার গর্ব্ভে পুত্র এক হৈল মহামতি। ভরত ভারতবর্ষে রাখিল সুখ্যাতি॥ অদ্যাপি ভারতবর্ষ পৃথিবীর নাম। পুত্র পুণ্যে নরপতি প্রাপ্ত মোক্ষধাম॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ নারী হৈতে। ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়ে সদা [illegible]॥ অর্থ হৈতে পুত্র প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ লাভ জানি। পুত্র প্রয়োজন পিণ্ডদান মাত্র মানি॥ অহিক পার পারত্রিক নিস্তার কারিণী। অহিকেতে সুখ অন্তে দুঃখ বিনাশিনী॥ স্বামী বহুমানে যদি অগ্রে ভার্য্যা মরে। [illegible] পরে স্বামী [illegible]॥ নারী পুত্র গৃহ [illegible] হয় সেই জন। [illegible] মুখ অবলোকন॥ পতি [illegible] ভার্য্যা [illegible] এই জন্য [illegible] হয় পতি যা নিরত॥ সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী বন্ধু বলি তারে। [illegible] লৌকিক লোকে স্বকর্ম্ম উদ্ধারে। ভার্য্যা সম বন্ধু নাই এ ভব মণ্ডলে। সর্ব্ব সুখ প্রাপ্ত নর সতী ভার্য্যা গুণে॥ হইলে দম্পতি পতি প্রেমের গঞ্জনা। [illegible] মনোদুঃখ বারেক [illegible]॥ বল বন্ধু [illegible] কোথা বন্ধুর কারণ। নিজ অঙ্গ অর্দ্ধ মধ্যে করয়ে [illegible]॥ বন্ধু মেনে দুর্গা বলে দেহ কেনে [illegible]। [illegible] পুনর্ব্বার হরি হরি স্মরে॥ পতি মৈলে লয়ে কোলে অনন্ত চিতায়। ত্যজি অঙ্গ পতি সঙ্গে সুখে স্বর্গে যায়॥ পঞ্চ মহা পাতকে পাপী হয় যদি পতি। নিজগুণে [illegible] নিস্তারে গুণবতী॥ ব্যালগ্রাহি ব্যাল তুলে গহ্বর হইতে। সতী পতি সেই মত নিস্তারে পাপেতে॥ সার্দ্ধ ত্রিকোটি লোম মানব দেহেতে॥ তত বর্ষ পতি সঙ্গে থাকয়ে স্বর্গেতে॥ সেই জন নারী গুণ আছয়ে বিদিত। সর্ব্ব কর্ম্ম সাধিবারে পারয়ে নিশ্চিত॥ চন্দ্রসেন রাজসুত বিজয় সুন্দর। বড় দুঃখে প্রাপ্ত নারী সবার গোচর॥ ভাবিয়া ভার্য্যার ভাবে ভ্রমি দেশে

শে। উপনীত হৈল শেষ গন্ধর্ব্বের দেশে ॥ তথায় লভিল নারী গন্ধর্ব্ব নন্দিনী। রাজপুত্র মুনিবরে কহে এত শুনি। হইয়া মনুষ্য নৃপ কহ কি প্রকারে। বিবাহ করিল গন্ধর্ব্বের কুমারীরে ॥ মুনি বলে শুন সেই অপুর্ব্ব কথন। পয়ার প্রবন্ধে রচে জয়নারায়ণ ॥

রাজা চন্দ্রসেনের উপাখ্যান।

পয়ার। অচিন্ত্য নামেতে পূর্ব্বে আছিল নগর। মনোরম অনুপম ক্ষিতি চরাচর ॥ তথায় নিবাস রাজা চন্দ্রসে নাম। শান্ত মতি নরপতি গুণে গুণধাম ॥ সর্ব্ব পুজা ব রাজা বীর্য্যবন্ত ধীর। সত্য বাক্যে দৃঢ় যথা যেমন যুধিষ্ঠির অনিবার্য্য পরকার্য্যে সদা উপকার। সদা ধৈর্য্য ক্রোধে সূ সম তেজ তার ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিষারদ সর্ব্ব গুণান্বিত বেদবিদ্যা ধনুর্ব্বেদ সম সুশিক্ষিত ॥ শিষ্ট জনে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট রাখে মন। দুষ্টজনে কষ্ট দিতে যেমন শমন ॥ পু জ্ঞানে প্রজাগণে পালে নিরন্তর। দুর্য্যোধন সম মান ধ যক্ষেশ্বর ॥ অপরূপ রূপ ভূপ জিনি রতিপতি। বর্ণি সৌবর্ণ বর্ণ বর্ণের দুর্গতি ॥ জীবন্মুক্ত দেব ভক্ত শা শিরোমণি। শক্তি পদে ভক্তি সদা ভরসা ভবানী ॥ নাহি অনিষ্ঠ কার শ্রেষ্ঠ গুণে রাজা। ধন ধান্য পরিপুর্ণ রাজ্যে প্রজা ॥ দান্ত শান্ত নিতান্ত কৃতান্ত সম রণে। দুঃখীজন দু হীন অকাতর দানে ॥ সুচিদাতা উপকারী ক্ষত্রিকুলে ক ধর্ম্ম কর্ম্মে সদা রত জ্ঞাত হয় মর্ম্ম ॥ দান ধ্যান যজ্ঞ হোম স্থানে স্থানে। শ্রেষ্ঠ মতি সর্ব্ব জাতি রাজ্যের শাসনে ॥ দু শিষ্টে হৃষ্ট মনে করয়ে বসতি। নারীগণে পতির সেবয়ে মতি ॥ অন্য অন্য মান্যমান্য আছে পরস্পর। দেবে সমাজ তুল্য স্থান মনোহর ॥ প্রজাগণ অনুক্ষণ নাহি পাপ চার। অতুল্য তুলনা তুল্য নাহি দেখি আর ॥ চন্দ্রাব

নামে সেই রাজার রমণী। রূপে গুণে ত্রিভুবনে ধন্যা সেই ধনী॥ মৃগাক্ষী মৃদঙ্গী মৃগমদ গন্ধ গায়। মধ্যদেশ মৃগেন্দ্র মৃগাঙ্কী মুখ প্রায়॥ মৃদু মধু মধু হাসে নাশে অন্ধকার। মধু ভ্রমে মধুকর মত্ত অনিবার॥ চাঁচর চিকুর চমৎকার সুশোভিত। কাদম্বিনী জানি মনে শিখি পুলকিত॥ নিন্দি ইন্দিবর তার সুন্দর নয়ন। হেরিয়া কুরঙ্গ কৈল অরণ্যে গমন॥ মনোহর পয়োধর পীনোন্নত বুকে। প্রাণগত পাষাণ পাষাণ হৈল দুঃখে॥ সুলাবণ্য যৌবন শোভিত সর্ব্ব মতে। অনুপমা মনোরমা উত্তমা জগতে॥ নিরন্তর নৃপবর লইয়া নারীরে। নানা সুখে কৌতুকে বঞ্চয়ে অন্তঃপুরে॥ বহুদিন দুই জন করিল বঞ্চন। দৈব দোষে নৃপতির না হল নন্দন॥ কি করিব কি হইবে কিসে পুত্র হবে। বিধি যদি নাহি দিবে অন্য কেবা দিবে॥ পুত্র হেতু নরপতি পরম চিন্তিত। বিধিমত বহুবিধ করিল বিহিত॥ স্বস্তি শান্তি স্বস্ত্যয়ন সদত আরম্ভিল। যজ্ঞ হোম যাগ জপ যতনে করিল॥ তথাপিহ তাহে তুষ্ট না হৈল অন্তর। নিরানন্দে নিরন্তর থাকে নৃপবর॥

রাজার নিকটে সন্ন্যাসীর আগমন।

পয়ার। পাত্রমিত্র পুরোহিত পুরবাসীগণ। সর্ব্বজন সর্ব্বক্ষণ সুচিন্তিত মন॥ পুত্র বিনে গৃহি জনে নাহি মনে সুখ। এক দুখে নৃপতির সদা মনে দুঃখ॥ এক দিন নৃপবর মহা সভা করে। তার মধ্যে বসিলেন সিংহাসনোপরে॥ দেবগণ মধ্যে যেন শোভে পুরন্দর। তারাগণ মধ্যেতে যেমন নিশাকর॥ পাত্রমিত্র সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। বসিয়াছে চারি পাশে অতি সুশোভিত॥ হেনকালে তথা এক আইল সন্ন্যাসী। রাজার সম্মুখে উপনীত হৈল আসি॥ সূর্য্য সম বীর্য্যবন্ত অতি বড় তেজা। দেখি অতি ভক্তি মনে উঠিলেন রাজা॥ তৎক্ষণে সমাদরে পাদ্য অর্ঘ্য দিল। হৃষ্ট হয়ে তুষ্ট

স্থনে সন্ন্যাসী বসিল ॥ আশীর্ব্বাদ করি পরে রাজা প্রতি কয়।
কি নাম কি জাতি রাজা দেহ পরিচয় ॥ কয় ভার্য্যা ক
রাজ্য আছে অধিকার। সন্তান সন্ততি কিবা আছয়ে তোমার
রাজা বলে গোসাঞি শুনহ বিবরণ। ক্ষত্রিকুলোদ্ভব আ
নাম চন্দ্রসেন ॥ এক ভার্য্যা বহু রাজ্য সংখ্যা অগণন। দৈ
ফলে কিন্তু মোর না হল নন্দন ॥ এ কথা শুনি সন্ন্যা
ছাড়য়ে নিশ্বাস। এ ঐশ্বর্য্য পুত্র বিনা সকলি নৈরাশ
রাজা বলে ইহাতে নরের সাধ্য নাই। অতএব নিরুপা
শুনহ গোসাঞি ॥ এত শুনি সন্ন্যাসীর দয়া উপজিল। মৃ
হাসে প্রিয়ভাষে রাজারে কহিল ॥ শুন শুন নৃপবর আমা
বচন। কহিব কিঞ্চিত আমি হইয়া গোপন ॥ আজ্ঞা অ
পরে লোকে হইয়া গোপন। জিজ্ঞাসিল কহ প্রভু নি
বিবরণ ॥ সন্ন্যাসী বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান। রূপে গু
ত্রিভুবনে না দেখি সমান ॥ পুত্র হীন আছ রাজা জানি
কারণ। সঙ্কোচিত বিষাদিত হৈল মোর মন ॥ ইচ্ছা য
থাকে রাজা পুত্রের কারণ। মোর সঙ্গে সংগোপনে কর
গমন ॥ নগরের পূর্ব্বদিকে আছে এক বন। পশু পক্ষে
বৃক্ষে করে সুশোভন ॥ সেই বনে দুইজনে যাইয়া গোপনে
ফল এক সমর্পণ করিব যতনে ॥ রাণীর হইবে গর্ভ সে
ভক্ষণে। কিন্তু খাওইবে ফল ঋতুস্নান দিনে ॥ এত শু
ভূপতি হইয়া হৃষ্টমতি। সন্ন্যাসীর প্রতি কহে করি স্তু
নতি ॥ অধমের প্রতি যদি এত দয়া হৈল। আজ্ঞা হৈলে য
বনে বিলম্বে কি ফল ॥ সন্ন্যাসী বলেন রাজা যে ইচ্ছা তো
এখনি যাইব বনে কৈল অঙ্গীকার ॥ এত বলি দুই জন কর
গমন। প্রবেশি অরণ্য মাঝে রাজা হৃষ্টমন ॥ পুষ্প
সুশোভন দেখিতে সুন্দর। অনুপম মনোহর বহু সরোব
সুনির্ম্মল সুশীতল সুধা সম জল। মন্দ বায়ু লাগে তায়
উচ্চল ॥ স্থানে স্থানে নানা বর্ণে প্রফুল্ল কুসুম। কু

কহ্লার আদি অতি মনোরম ॥ শত শত কোকনদ বিকশিত হয়ে। তুষ্ট করে মধুকরে মধু দান দিয়ে ॥ মধু পানে মত্ত হয়ে মধুকরগণ। গুণ গুণ স্বরে গান করে অনুক্ষণ ॥ কি কব জলের শোভা কি শুনাব হায়। হংস হংসী সুখে ভাসি তাহাতে খেলায় ॥ পুষ্পবন সুশোভন সরোবর তীরে। মনাগুন নিবারণ পুষ্পগণ হেরে ॥ বিকশিত শত শত মল্লিকা টগর। যূথী জাতী গোলাপ সেঁউতি নাগেশ্বর ॥ অশোক কিংশুক বক বকুল বিস্তর। চাঁপা জবা চুয়া শেফালিকা মনোহর ॥ মুচকুন্দ গন্ধরাজ কুন্দ শত শত। মালতী করবী গজদন্ত আদি যত ॥ ফল ফুলে পূরিত আছয়ে তরুগণ। মন্দ মন্দ বহে গন্ধ মলয় পবন ॥ কপোতকে গীত করে কুহু স্বরে আসি। ময়ূরেতে নৃত্য করে সহ ময়ূরিণী ॥ নানা রঙ্গে বিহঙ্গ আপন রঙ্গে গায়। খঞ্জনের নৃত্য দেখি নয়ন জুড়ায় ॥ দেখিয়া বনের শোভা মোহিত ভূপতি। হেনকালে সন্ন্যাসী বলিল রাজা প্রতি ॥ কিছু কাল রহ রাজা এই পুষ্পবনে। আমি যাব অন্য স্থানে ফল অন্বেষণে ॥ এ কথা বলিয়া তুরা চলিল সন্ন্যাসী। পুষ্পবনে নৃপতি রহিল একা বসি ॥ কতক্ষণে দিগম্বর ফল লয়ে হাতে। উপনীত হৈল আসি রাজার সাক্ষাতে ॥ তদন্তরে নৃপতিরে সমর্পিল ফল। দেখি ফল বাড়ে বল ভূপ চঞ্চল ॥ ফল লয়ে হৃষ্ট হয়ে নৃপতি তখন। সমাদরে সন্ন্যাসীরে করয়ে স্তবন ॥ স্তবে তুষ্ট ভূপতিরে প্রশংশি বিস্তর। তদন্তর অন্তর্ধান হৈল দিগম্বর ॥ সন্ন্যাসীরে না দেখিয়ে চন্দ্রসেন রায়। বিস্তর বিলাপি রাজা করে হায় হায় ॥ সর্ব্বজ্ঞানে মোক্ষ ধনে না পারি চিনিতে। হারালেম ফণীমণি কাঁচের লোভেতে ॥ এই মত অন্তরেতে ভাবিয়া বিস্তর। নিজালয়ে লয়ে ফল চলে নৃপবর ॥

ফল ভক্ষণে রাণীর গর্ব্ভ ধারণ বিবরণ।

ত্রিপদী। ফল লয়ে নৃপবর, উপনীত তদন্তর, আইলেন

আপন ভবনে। প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে, ডাকি নিজ মহিষী
বিবরণ কহে হৃষ্টমনে ।। শুনিয়া ফলের ফল, হস্তেতে লই
ফল, চমকিত হৈল মনে সুখী। উদ্দেশে প্রণাম করে, ধ
করে সন্ন্যাসীয়ে, যত্নে ফল রাখে চন্দ্রামুখী ।। হেনকালে দৈ
ফলে, সেই দিন সন্ধ্যাকালে, মহিষী হইল ঋতুবতী। শু
ভূপ এ সম্বাদ, ভাবে মনে কি আহ্লাদ, সুপসাধে দুঃখ অব
হতি ।। তার পরে শশীমুখী অন্তরে হইয়া সুখী, সময়ে কৈ
ঋতুস্নান। খেয়ে ফল হৃষ্টমতি, রজনীতে গুণবতী, ভূপতি
দিল রতি দান ।। নানা রাগ রঙ্গে ভঙ্গে, সুখে ভূপতির স
অনঙ্গে বিহারে মন সুখে। এইরূপে কিছু দিন, হৃষ্টমন
জন, রহিলেন মনের কৌতুকে ।। অপরূপ দৈবগতি, রা
হৈল গর্ভবতী, ভূপ অতি তুষ্টমতি শুনে। হয়ে পুলকিত
করে রাজা বিতরণ, দেয় দান দুঃখী দ্বিজ দীনে ।। নিত্য
মনোল্লাস, পূর্ণ হৈল দশমাস, সময়েতে প্রসবে নন্দ
হেরিয়া পুত্রের মুখ, ঘুচিল মনের দুঃখ, মগনা মহিষী হৃষ্টম
নৃপতি সংবাদ পেয়ে, অন্তঃপুরে আসি ধেয়ে, পুত্র হেরে হ
মনানল। কি কব পুত্রের রূপ, সুলাবণ্য অপরূপ, হেরি দৈ
ভূপ চমকেন ।। চন্দ্র জিনি মুখ শোভা, অতি বড় মনোলো
বিনাদীপে নাশে তম আলো। সুরূপের রূপ দূর, কন্দ
দর্পচুর, চাঁদমুখ হেরি চন্দ্রকালো ।। মন পুষ্প বিকশিত,
অতি আনন্দিত, নানা দান করে দ্বিজগণে। নানা
মহোৎসব, বিস্তারিয়া কত কব, অনুভব কর জ্ঞানীজনে
ষষ্ঠীপূজা আদি যত, বর্ণনা করিব কত, নানামত বা
বর্ণিতে। রাজা রাণী মনোল্লাসে, শুভ দিনে ষষ্ঠমাসে, কু
অন্ন দিল আনন্দেতে ।। বহুবিধ অলঙ্কারে, সাজাইল
ধরে, তাহে করে অঙ্গে দীপ্তছটা। একে অঙ্গ সুগঠন, তা
অঙ্গে আভরণ, সুশোভন রূপে রূপ ঘটা ।। এ জগতে অ
পম, সকলের মনোরম, সুগঠন জিনি কাম ঠাম। জ্যো

বর্ত্তাগণে ডেকে, রাশি গ্রহগণ দেখে, বিজয়সুন্দর দিল নাম ॥ হয় বৃদ্ধি দিন দিন, নিশাকর কলা যেন, সর্ব্ব জন মন আনন্দিত। হেরিয়া পুত্রের মুখ, দূরে যায় মনোদুঃখ, সদাই নৃপতি পুলকিত ॥ দিনে দিনে দিন গত, এই মতে নৃপসুত, প্রবেশিল পঞ্চম বৎসরে। নৃপবর হৃষ্টমনে, শিক্ষা জন্য শুভক্ষণে, সুশিক্ষকে নিয়োজন করে ॥ প্রথমেতে বর্ণমালা, পরেতে দ্বাদশ কলা, ক্রমান্বয় বৃদ্ধি দিনে দিনে। নানা কাব্য সুবিধান, ব্যাকরণ অভিধান, পড়িতে লাগিল হৃষ্টমনে ॥ বহুবিধ পরিশ্রমে, বিদ্যা বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে, হয় লভ্য যতনে রতন। আপনার কর্ম্ম ফলে, নৃপতির অপকালে, মিষ্ট বাক্যে সদা তুষ্ট মন ॥ সর্ব্ব ঠাঁই ধন্য ধন্য, হয়ে গুণিগণ মান্য, অগ্রগণ্য পুণ্য কর্ম্মে রত। শিক্ষা কৈল রাজনীতি, হিতাহিত সুরীতি, ভূপতির রীতি নীতি যত ॥ নিতান্ত সে দান্ত শান্ত, গুণবন্ত বলবন্ত, সে থয়া কৃতান্ত পায় ভয়। ত্রাসিত বিপক্ষদলে, বাহুবলে ভুজবলে, করিল অনেক দেশ জয় ॥ এক দিন ভাবি মনে, ডাকি নিজ বন্ধুগণে, সসৈন্যেতে সাজিল সত্বর। সঙ্গে লয়ে নিজজন, মৃগগণ অন্বেষণ, বিপিনে গমন তার পর ॥ সাধিতে আপন কার্য, প্রবেশ অরণ্য মাঝ, রাজপুত্র হরষিত মন। শিবচন্দ্র অনুসারে, ত্রিপদী বিস্তার করে, দীন দ্বিজ রাজনারায়ণ ॥

রাজপুত্রের মৃগ অন্বেষণে কন্যা দর্শন।

পয়ার। বহু সৈন্য রাজপুত্র অরণ্যে প্রবেশি। মৃগ ব্যাঘ্র মারিয়া করিল রাশি রাশি ॥ হেনকালে শুন এক দৈবের ঘটন। হেরিয়া হরিণ এক রাজার নন্দন ॥ ধনুকে টঙ্কার দিয়া ছাড়িলেক শর। না হইল বাণাঘাত ধাইল সত্বর ॥ অশ্বারোহে রাজপুত্র ধাইল পশ্চাতে। প্রবেশ করিল মৃগ দুর্গম বনেতে ॥ সেই বনে হরিণ হইল অদর্শন। হেনকালে

দৈবক্রমে নিশা আগমন ॥ ভ্রমিয়া রাজারপুত্র মৃগ অন্বেষণে। ক্ষুধানলে অঙ্গজলে কাতর জীবনে ॥ ভয়ে ভীত সচিন্তিত ভাবিয়া অন্তরে। বৃক্ষতলে অশ্ব বাঁধি উঠে বৃক্ষোপরে ॥ বৃক্ষেতে বসিয়া ভাবে রাজার নন্দন। হেনকালে সেই স্থলে শুন বিবরণ ॥ আচম্বিতে তথা এক আইল যুবতী। জিনি রতি রতিপতি তার পদে গতি ॥ কাম অঙ্গ সুরঙ্গ সে কুরঙ্গ নয়নী। মৃদুহাসে তমোনাশে সরোজ বদনী ॥ কি কব তাহার রূপ কি বর্ণিব আর। পূর্ণ ইন্দু বোধ বিন্দু রূপ হেরি তার ॥ হেরিয়া কন্যার রূপ রাজার নন্দন। মদনে মোহিত অঙ্গ পুলকিত মন ॥ ধরিবারে কন্যারে ভাবিয়া মনে মন। শীঘ্রগতি হৃষ্টমতি নামে ততক্ষণ ॥ রূপবতী সে যুবতী বুঝি তার মন। মৃদুহাসে মিষ্টভাষে কহিল বচন ॥ ইচ্ছা হয় মোরে পাবে দেখ অন্বেষণে। কুমিলনে নানা সুখে থাকিব দুজনে ॥ এত বলি ছলে চলি যুবতী তখন। সেই স্থানে ততক্ষণে হৈল অদর্শন ॥ রাজসুত দুঃখযুত কন্যারে না হেরি। কাঁদে ভেবে কোথা গেলে নিষ্ঠুরা সুন্দরী ॥ হায় হায় প্রাণ যায় কি দায় ঘটিল। দিয়া নিধি বিধি বাদী হরিয়া লইল ॥ কামানলে দুঃখানলে গিয়া নিজালয়ে। বন্ধুগণে ততক্ষণে কহিল ডাকিয়ে ॥ হৃদি ব্যথা ওহে সখা মন উচাটন। সখা বলে বল দেখি কি হেতু এমন ॥ রাজপুত্র বলে এক হেরিয়া কন্যারে। সুখ সাধে রূপ চাঁদে পড়িয়াছি ফেরে ॥ দেখি হাসি সুখে ভাসি প্রেম-ফাঁসি গলে। অন্বেষণে পাবে দেখা গেল ইহা বলে ॥ অতএত যাব আমি তার অন্বেষণ। মোর সঙ্গে চল হও বন্ধু সেই জন ॥ এত শুনি সম্মত হইল তিন জন। মন্ত্রীপুত্র পাত্রপুত্র বিপ্রেরনন্দন ॥ চারি জনে তুল্য রূপে গুণে গুণবান। ত্রিভুবনে অন্য জনে না দেখি সমান ॥ গোপনেতে চারি অশ্ব করিল সাজন। অতঃপরে নৃপতিরে কয়ে নিবেদন ॥ স্বরাজ্য ভ্রমণে যাব দেহ অনুমতি। এত শুনি অনুমতি দিলেন ভূপতি ॥

দিন স্থির করি যাত্রা করে চারিজন। শিবচন্দ্রাদেশে রচে রাজনারায়ণ ॥

চারিবন্ধু কন্যা অন্বেষণে গমন।

ত্রিপদী। চলিলেন চারিজন, অঙ্গে করি আরোহণ, প্রেম মিশ্র রাজার তনয়। মনে হয়ে প্রেমাধীন্য, অন্য কাজে শূন্য কায়, কাম্য মুখে কন্যার সন্ধানে ॥ নিজ দেশ এড়াইয়া, অন্য রাজ্যে প্রবেশিল, মনে হয়ে হর্ষিত বিষাদ। ভাবিল সে চন্দ্রমুখী, পাব আশে মনে সুখী, মিলনেতে ভাবিয়া প্রমাদ। কিসে হবে কোথা পাব, কার কাছে জানে যাব, কে যুড়াবে মনের অনল। ভাবিয়া কন্যার রূপ, অতি বড় রসকূপ, কাঁদে চূর্ণ হয়ে টলমল ॥ অন্য চিন্তা নাহি আর, দিবা নিশি অনিবার, তাহে আর চক্ষে বহে জল। সম্মুখে যাতিল্লা নষ্ট, হাক্কা হালে ঐক্য তত্ত্ব, কাটে বক্ষ না হইলে সফল ॥ সে ধনীর সঙ্গ অঙ্গে, কবে ভরিব অনঙ্গে, তাহে অঙ্গে কাম দুঃখ দেয় ॥ কন্যার কথা প্রসঙ্গে, ভাসে অতি মনরঙ্গে, মদনে মোহিত ক্ষীণ বল ॥ সদত্ত কন্যার কাব্য, ভাবে ভাবি ভাবি ভাব্য, কেমনে সে ধন লভ্য হবে। অনুমানে আনুরক্ত, রূপাশক্ত সদা শক্ত, হেন জ্বালা কে মুক্ত করিবে ॥ অকালে বসন্তকাল, বিশেষত বোধে জ্বালা, জ্ঞান হয় যেন অন্তকাল। অশান্ত রতির পতি, নাহি দয়া সে যুবতী, মোরে অতি ঘটায় জঞ্জাল ॥ বসন্ত তুরন্ত ন, প্রাণে হানে সন্দিপন, তাহে মন হরিণ সমান। প্রাণ যায় মরি মরি, বিনে তরী কিসে তরি, না হেরে হারায় বুঝি প্রাণ ॥ দিবা নিশি দুঃখে ভাসি, তাহে আসি নিশি শশী, হাসি যেন হাসিছে আমারে। কোকিল পঞ্চম স্বরে, বসন্ত জ্বালায় মোরে, বিশেষত নিশাকর করে ॥ যে দিকে নিরখি আঁখি, সেই দিকে চন্দ্রমুখী, কায়া হীন ছায়া অতিপ্রায়। ফাঁকে দিয়া প্রেমফাঁস, পলাইল সে রূপসী, করি মোরে উদাসীন

ন্যায় ।। কেমনে পাইব দেখা, কহ দেখি ওহে সখা, কি করিত, বলহ উপায় । কারেকে নয়নে হেরি, নিল মন চুরি করি, এখন না হেরি প্রাণ যায় ।। সখা বলে মহারাজ, কহিতে শুনিতে লাজ, ধৈর্য্য হও অন্বেষণ করি । হয় হেন অনুভব, ঘটিবে অবশ্য তব, অন্বেষণে মিলিবে সুন্দরী ।। দেখ এই ভুমগুলে, যতনে রতন মিলে, কিন্তু তার মূল মাত্র চেষ্টা ।। পাতিলে বুদ্ধির ফাঁদ, ধরি আকাশের চাঁদ, পতি ছাড়ি সতী হয় ভ্রষ্টা ।। অন্বেষণ যেবা করে, অসাধ্য সাধিতে পারে, কি ছার রমণী তুচ্ছ তার । রাজপুত্র বুদ্ধিমান, আছে সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞান, জ্ঞানী হইয়া না হও উর্ব্বার ।। দিবা হৈল অবসান, দিবাকর অস্তযান, যাই চল নগর ভিতরে । এত বা.. বিনাইয়া, রাজপুত্রে বুঝাইয়া, চারি জন চলে ধীরে ধীরে ।। প্রবেশিয়া নগরেতে, দেখে যত চারিভিতে, ইষ্টক রচিত কত পুরী । জলকুম্ভ কক্ষে করি, করী কুম্ভ বক্ষে ধরি, কুতূহলে চলে যত নারী ।। তদন্তরে চারি জনা, মনে করে বিবেচনা, উপনীত এক বিপ্র দ্বারে । মন্ত্রীপুত্র বিচক্ষণ, সুপণ্ডিত সুলক্ষণ, ডাকে গৃহস্বামী আছ ঘরে ।। এত শুনি দ্বিজবর, আইলেন সসত্বর, দেখিলেন পথিক অতিথ । পথশ্রান্তে ক্লান্তমতি, দেখি দ্বিজ শীঘ্রগতি, সমাদরে বসায় ত্বরিত ।। ডাকি নিজ ভৃত্যগণে, আজ্ঞা দিল ততক্ষণে, করাইতে পদপ্রক্ষালন । শুনি বিপ্র দাসগণ, হয়ে হরষিত মন, পদধৌত করিল তখন ।। পথশ্রান্তি দূরে গেল, চারিবন্ধু যুড়াইল, তদন্তর করিল ভোজন । ভোজনান্তে আচমন, পরে তাম্বূল ভক্ষণ, অবশেষে করিল শয়ন ।। নিদ্রা আকর্ষণ হৈল, চারিবন্ধু ঘুমাইল, সুখে নিশি বঞ্চিল তথায় । নিশি হৈল অবসান, নিদ্রা হৈল সমাধান, পক্ষগণ আহ্লাদে গায় ।। কোকিল কোকিলাগণ, কুহুস্বরে করে গান, দিবাকর হইল উদয় । স্মরি হরি শতনাম, করিয়া বিপ্রে প্রণাম, চলিলেন আনন্দ হৃদয় ।। দ্বিজ শিবশিবদাস, শিব পদ সদা আশ,

অভিলাষ শিবের চরণ। তার আজ্ঞা দৃঢ় করি, অন্য কর্ম পরিহরি, রচে দ্বিজ অনন্তনারায়ণ॥

চারিবন্ধুর অরণ্যে গমন।

পয়ার। প্রাতঃকালে কুতূহলে চলে অশ্বে চড়ি। কামানন্দে নিরানন্দ জ্ঞান হারা নড়ি॥ পরিহরি সে নগরি স্মরি হরিনাম। দীন ভনে নিজগুণে না হইবে বাম॥ অভিপ্রায় প্রেমময় প্রাণ নিবেদন। কামিনীর মনচোর কামিনীরঞ্জন॥ প্রেমময় দেহ শীঘ্র কামিনী সন্ধান। এত বলি চারিজন করিল প্রয়াণ॥ এই রূপে চারি জন যাইতে যাইতে। উপনীত হৈল এক দুর্গম বনেতে॥ তার মধ্যে এক পথ করি দরশন। পথ অনুসারে পরে করিল গমন॥ হেনকালে সেই পথে গিয়া কতক্ষণ। পথ হত হয়ে সবে ভীত হৈল মন॥ অন্ধকার ঘোরতর বৃক্ষের সমস্ত। সূর্য্যের কিরণ রুদ্ধে আচ্ছাদিত লতা॥ দেবতার গম্য নহে মনুষ্য কি ছার। শত শত সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার॥ উল্লুক ভল্লুক ফণী প্রবীণ হরিণ। মত্ত করীগণ আদি রহে নিশি দিন॥ বহুমত্ত শিবা কত সংখ্যা নাহি হয়। পিশাচ নিবাস তথা বৃক্ষে বক্কালয়॥ ক্ষণে ক্ষণে বজ্রধ্বনি শব্দ কড়মড়। ক্ষণে ক্ষণে বহে বায়ু প্রলয়ের ঝড়॥ হস্তী হস্তী ভুণ্ডে শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি। দন্তে ঝম্পে ভূমি কম্পে হুড় কড়মড়ি॥ দেখি ভয়ে ভীত হয়ে বন্ধু চারিজন। কি করিব কিসে হব এ দায়ে মোচন॥ ভীত হয়ে চারিজন উঠে বৃক্ষডালে। দেখিলেন দিবাকর চলে অস্তাচলে॥ নির্বিঘ্নে যামির আসি বনে প্রবেশিল। তমো আগমন তৎক্ষণ আসিল॥ মহাভয়ে চারিবন্ধু চিন্তে নারায়ণে। ভগবান কর ত্রাণ ভয় ভীত জনে॥ রাজপুত্র বলে শুন পাত্রেরকুমার। আমার বাক্যে অতঃপর কর অঙ্গীকার॥ প্রথম প্রহরে হও জাগ্রতযুক্ত প্রহরী। তিন জন কিছু কাল নিদ্রা পরিহরি॥ যখন আমার পালা সম্পূর্ণ হইবে। তদন্তর মম নিদ্রা ভঙ্গ করাবে।

দেশে ॥ শুনিয়া পাত্রের পুত্র নিযুক্ত হইল। আর তিনজন লোকে ঘুমাতে লাগিল ॥ হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন। ভয়ঙ্কর সর্প এক দিল দরশন ॥ ফণীর মণির আলো হৈল বনময়। দেখিয়া পাত্রের পুত্র হইল বিস্ময় ॥ মুখেতে না সরে বাক্য স্থগিত হইল। কিবল সর্পের মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল ॥ আর নাহি দৃষ্টি হয় মাথায় বেষ্টিত। দেখি ফণিমণি ফণা অতি সুশোভিত ॥ নাসার নিশ্বাস বহে প্রলয়ের বড়। কাটি পশু পক্ষ ভক্ষে শব্দ কড়মড় ॥ পুচ্ছের প্রহারে মূর্চ্ছা হয় হস্তীগণ। অস্থি সহ হস্তীগণ করয়ে ভক্ষণ ॥ হেনকালে উপনীত সেই বৃক্ষপাশে। চারি অশ্ব উদরস্থ হইল নিশ্বাসে ॥ হেনমতে ক্ষণকাল করিয়া ভ্রমণ। উদর পুরিয়া সর্প করিল গমন ॥ অন্তরেতে পাত্রপুত্র চিন্তে ভগবান। সর্পহাতে এ দায়েতে রক্ষা কর প্রাণ ॥ এই মতে নিজ পালা পূর্ণিত হইল। অঙ্গীকার মত রাজপুত্রেরে ডাকিল ॥ নিদ্রা হৈতে রাজপুত্র উঠিয়া বসিল। নিজ প্রহরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইল ॥ সর্প কথা না কহিল পাত্রের তনয়। কি জানি যদ্যপি সখা মনে পান ভয় ॥ অন্তরে পাত্রসুত করিল শয়ন। প্রহরীর কর্ম্মেতে রহে রাজার নন্দন ॥ দাঞীহাট বাস দ্বিজ দ্বিজগণ দাস। অভিলাষ এই গ্রন্থ করিতে প্রকাশ ॥ শিবচন্দ্র রক্ষাকর শিবের ঘরণী। এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুনগো জননী। রচিবারে শিব আজ্ঞা হইল যেমন। সেই মত রচে দ্বিজ রাজনারায়ণ ॥

দৈত্য স্ত্রী সহ কথোপকথনে রাজপুত্রের উপদেশ প্রাপ্ত।

লঘু-ত্রিপদী। অন্ধকার নিশি, অপ্রকাশ শশী, ভাবে বসি রাজসুত। করিয়া কেমন, হইব মোচন, অঘটন শত শত ॥ নিজ রাজ্য ত্যজি, ভার্য্যা লোভে মজি, বুঝি শেষে যায় প্রাণ। যাহার কারণ, এত অঘটন, না হৈল তার সন্ধান ॥ ভাবিতে ভাবিতে, শুনে আচম্বিতে, মনুষ্যের প্রায় ধ্বনি। হেন জান

য়, দোঁহে কথা কয়, মনে ভয় হয় শুনি ॥ কেহ জিজ্ঞাসিছে,
এ বনে কে আছে, কহ দেখি বিশেষিয়া। শুনি আর জন,
কহিছে তখন, অন্য জনেরে হাসিয়া ॥ এই বৃক্ষোপরে,
আছে চারি নরে, রাত্রি করে জাগরণ। শুন অতঃপর, কহি
সবিস্তার, আর যত বিবরণ। শুন আদ্য সূত্র, এই রাজপুত্র,
দেখে এক সুবদনী। তার অন্বেষণে, যায় চারিজনে, মনে
হয় অনুমানি ॥ মিথ্যা আশা তৃষ্ণা, বৃথা তার চেষ্টা, অদৃষ্টা
অগম্য স্থান। দৈত্যে যাওয়া ভার, মানব কি ছার, না পারে
তার সন্ধান ॥ শুনি দৈত্য প্রিয়া, বিনয় করিয়া, পুনি
দৈত্যেরে কয়। কোথায় বসতি, কাহার যুবতী, কত রূপবতী
হয়। দেব কি দানব, রাক্ষস মানব, কি বৈভব কারসুতা।
শুনি দৈত্য কয়, কথা যোগ্য নয়, তথাচ শুন সে কথা ॥ পেয়ে
নিমন্ত্রণ, গেলেম যখন, প্রমত্ত দৈত্য ভবন। হৈল বড় সভা,
নিশি যেন দিবা, শোভা মণির কিরণ ॥ আইল লক্ষ লক্ষ,
নানা মত যক্ষ, জ[illegible] অভক্ষ্য প্রাণী। কেহ বা সুঠাম, রূপ
অনুপম, নাম ধাম নাহি জানি ॥ রাক্ষস পিশাচ, দেখি কত
নাচ, হীন বাস কত শত। আইল ভূত সব, সঙ্গে নিয়া শব,
শবমুণ্ড হস্তে গত ॥ কেহ বা উলঙ্গ, কার নানা ভঙ্গ, দেখি
অঙ্গ ভয়ঙ্কর। ভূমি কম্পমান, করে আস্ফালন, উড়ে প্রাণ
লাগে ডর ॥ কোন জন্তু ঝম্পে, করি দম্ভে লম্ফে, ভূমি কম্পে
পদভরে। শব্দ ঝপ ঝাপ, ঘন ধুপ দাপ, দেয় লাফ বৃক্ষো-
পরে ॥ করে ছটাছুটি, শব্দ চটাচটি, হয় মাটি কম্পমান।
ডাকিনী যোগিনী, আর পিশাচিনী, ভৈরবিনীগণ গায়[illegible]
চৌদিগে ভৈরব, করে মহারব, লজ্জা হীন সব অঙ্গ। ভূত কুষ্মা-
ডাল, প্রলয়ের কাল, হচ্ছে নাহি তাল ভঙ্গ ॥ কেহ [illegible]
খেলে, চক্ষে অগ্নি জ্বলে, ফেলে তুলে শব মাথা ॥ কেহ [illegible]
বিদ্রূপ, কেহ বা কুব্জ, নর শির গলে গাঁথা ॥ [illegible]

হেন শত শত, সংখ্যা মত অগণন্। কেবা কোন জাতি, কোথায় বসতি, কেবা জানে বিবরণ॥ তবে ভূত ভুপ, ধরি নিজ রূপ, সভা অগ্রে উপনীত। হেনই সময়, চরাচরময়, দেখি আইল এক দূত॥ নিবেদিল যত, অশ্রুত অদ্ভুত, কত কব সব কথা। পরে নিবেদন, করিল সে জন, অপূর্ব্ব এক বারতা॥ হিমালয় পাশে, অগম্য সে দেশে, বৈসে এক মহারাজা। ধন ধান্য যুত, রাজ্য অপ্রমিত, বহু শত শুভ প্রজা॥ আছে এক কন্যা, রূপে মহী ধন্যা, অন্যে অতুলনা তার। বিদ্যুৎ বরণী, স্থির সৌদামিনী, রূপ জিনি নিরূপার॥ কাদম্বিনী জিনি, ঘুচি তিমির বেণী, ফণী মণি শোভা করে। চাঁচর চিকুর, অতি চমৎকার, বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর॥ দেখি রাজবালা, চপলা চঞ্চলা, অচলা হইল গিরি। তার হৃদিমাঝে, আসিয়া বিরাজে, সাজে কুচ রূপ ধরি॥ দেখি চন্দ্রানন, চন্দ্র দুঃখী মন, গমন গগণোপরে। হেরিয়া বদন, করিছে রোদন, ভাসিছে নয়ন নীরে॥ নেত্রযুগ মীন, হেরিয়া হরিণ, লাজে পৌঁছে গেল বন। তাহার ভ্রূযুক্ত, দেখিয়া মন্মথ, নিন্দে নিজ শরাসন॥ অতি মনোলোভা, দন্ত শুভ্র শোভা, কুন্দ পুষ্প গেল বন। নব পল্লবের, রেখা সুবিস্তার, তার মধ্যে সুশোভন॥ জিনিয়া ভাস্কর, সিন্দূর বিন্দুর, মনোলোভা শোভা ভালে। কানেতে কুণ্ডল, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠহার দোলে॥ বাহুর গঠনে, ভয় পেয়ে মনে, মৃণাল পশিল নীরে। সিংহ ব্যাঘ্র জিনি, ক্ষীণ মাজা খানি, তাহে শোভা চন্দ্রহারে॥ রম্ভাতরু জিনি, উরুযুগ বলনী, মরাল গামিনী ধনী। কোটি চন্দ্র আভা, তার নখ শোভা, মনোলোভা দেবে জিনি॥ জগতে উত্তমা, রম্ভা তিলোত্তমা, তার দাসী সম নয়। আর কি কহিব, কর অনুভব, বুঝ সব মহাশয়॥ আর এক জানি, শুন নৃপমণি, তার [illegible] কন্যা। মর্ত্তেতে ভূপতি, দেব শচীপতি, শুনি রূপের [illegible] শুভক্ষণে, কন্যার ভবনে, বসিতে কহিব

তারে ॥ যৌবনের ভার, তুচ্ছ জ্ঞান তার, না বরিল দেব বলে ॥ দেখি দেবরাজ, পেয়ে বড় লাজ, বিনা ব্যাজে শাপ দিল। যে তোমা ইচ্ছিবে, তখনি মরিবে, যৌবন হবে বিফল ॥ শুনি রাজবালা, হইয়া ব্যাকুলা, চঞ্চলা হইলা মনে। করেতে কুকায়, ক্ষম দেবরাজ, দয়া কর নিজ গুণে ॥ বিনয় শুনিয়া, ইন্দ্র বশ হৈয়া, কহিলেন পুনর্ব্বার। শুন কহি আমি, নরলোকে স্বামী, নিশ্চয় হবে তোমার ॥ পুনঃ ধনী কয়, কহ মহাশয়, কেবা হবে মোর পতি। কেমনে এমন, হইবে ঘটন, কিসে যাবে এ দুর্গতি ॥ অচিন্তা নামেতে, বিখ্যাত জগতে, তথা রাজা চন্দ্রসেন। তাহার নন্দন, গুণে গুণবান, রূপেতে মদন যেন ॥ মৃগয়া কারণ, আসিবে কানন, তুমি দিবে দরশন। ধরিতে আসিবে, অন্তর্দ্ধান হবে, তবে করিবে সন্ধান ॥ কিছু দিন পরে, পাইবে তাহারে, হইবে সুখে বিবাহ। যাবে সব দুঃখ, পাবে মনোসুখ, এ জ্বালা হবে নির্ব্বাহ ॥ এ কথা কহিয়া, অন্তর্ধান হৈয়া, ইন্দ্র গেল স্বর্গপুর। এই সমাচার, শুন সুবিস্তার, ওহে দৈত্য নৃপবর ॥ শুনিয়া ভূপতি, সবিস্ময় মতি, সভা সহ বিচলিত। পরস্পর মনে, ভাবে সর্ব্ব জনে, সে কন্যা হয়ে বাঞ্ছিত ॥ রজনী প্রভাতে, আপন দেশেতে, চলিলেন সর্ব্বজন। কন্যার সম্বাদ, শুনিবারে সাধ, শুনিলেক বিবরণ ॥ এ কথা শুনিয়া, বিনয় করিয়া, দৈত্যপত্নী কহে পুনঃ। কহ প্রাণনাথ, দিয়া কোন পথ, যাবে এরা চারিজন ॥ কিসে দেখা হবে, কে বল মিলাবে, ঘটাবে হেন ঘটনা। শুনি দৈত্য কহে, শুন প্রিয়ে ওহে, নাহি নর হেন জনা ॥ তবে এক জানি, শুন সুবদনী, কন্যার সন্ধান কথা। কান্যকুব্জ নাম, দেশ অনুপাম, সংবাদ পাইবে তথা ॥ সকলে প্রকাশ, যে দেশে নিবাস, করে এক সদাগর। আছে এক সুতা, সর্ব্ব গুণ যুতা, অতুলা তুলনা তার ॥ সাধুর কুমারী, পোষে এক সারী, কি কব তাহার গুণ। যাহা জিজ্ঞাসিবে, সকল কহিবে, সর্ব্ব

শেষ বিবরণ ॥ যদি সেই নারী, অনুগ্রহ করি, দেয় শারী এই বরে। সকল মঙ্গল, হইবে সফল, পাইলে বাসনা পুরে ॥ কহিতে কহিতে, দেখে আচম্বিতে, নিশি হৈল অবসান। বলি সবিশেষ, দিবার প্রবেশ, হৈল দোঁহে অন্তর্দ্ধান ॥ রাজার নন্দন, আনন্দিত মন, শুনি সব বিবরণ। আনন্দিত মনে, ত্রিপদী রচনে, রচে রাজনারায়ণ ॥

চারি বন্ধুর অরণ্য হইতে গমন।

পয়ার। হইল ভানুর দীপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর। বৃক্ষ হৈতে আনন্দেতে নামিল সত্বর ॥ সেই পথে কাননেতে করিল প্রবেশ। সে পন্থায় পুনরায় কালাকুঞ্জ দেশ ॥ কন্যার প্রসঙ্গে রঙ্গে চলে চারিজন। ভাবে ঢলঢল হয়ে প্রেম আলাপন ॥ কুতুহলে সবে চলে আনন্দ অন্তর। কতদূরে গিয়া এক দেখিল নগর ॥ প্রাচীরেতে চারিভিতে আছয়ে বেষ্টিত। মনোহর চারি দ্বার তাহাতে শোভিত ॥ দ্বারি কত শত শত আছে দ্বারে দ্বারে। পুষ্পবন তরুগণ নগর ভিতরে ॥ দেখিয়া দ্বারের শোভা হরষিত মন। তদন্তরে নগরে প্রবেশে চারিজন ॥ সুশোভন পুষ্পবন মন উচাটন। সংখ্যা মত পুষ্প যত না হয় বর্ণন ॥ মল্লিকা মালতি যূথী অতি মনোহর। অশোক কিংশুক বক প্রফুল্ল টগর ॥ কুন্দ সে আনন্দদায়ী গন্ধ মনোরম। শ্বেত রক্ত জবা মনোলোভা অনুপম ॥ চম্পক তিলক বক বাকস বকুল। যার গন্ধে মকরন্দে ধায় অলিকুল ॥ প্রফুল্ল মাধবী আর কেতকী সুন্দর। মুচকুন্দে গন্ধ আমোদিত মধুকর ॥ চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি দেখি মণি দোলে। কাঞ্চন অর্জ্জুন ঘন ঘন বৃক্ষ দোলে ॥ করবী কেশর প্রফুল্ল তুল্য দিব কিবা। কোকনদ গন্ধামোদ করে অতি শোভা ॥ সেফালিকা সেঁউতী মল্লিকা শ্বেত বক। করে বন সুশোভন শ্বেত স্বচম্পক ॥ কদম্ব কুসুম মনোরম এ জগতে। অনুপমা নাহি সীমা বাঞ্ছা

র্খিতে ॥ তমাল হিন্তাল তাল জাল সুশোভন। আম্র জম্বু শাল তাল অসংখ্য বর্ণন ॥ পক্ষগণ অনুক্ষণ করয়ে ভ্রমণ। চক্রবাক চক্রবাকী বক বকীগণ ॥ হইল সুখী দেখি শুভ্র সরোবর জল ॥ নানা বর্ণে স্থানে স্থানে প্রফুল্ল কমল ॥ মুহুর্মুহু কুহু কুহু ডাকে পীকগণ। মন্দ মন্দ পুষ্প গন্ধ বহে সমীরণ ॥ বারমাস নিবাস তথায় রতিপতি। কান্ত সঙ্গে মন রঙ্গে সুখে করে রতি ॥ সতত বসন্ত রতিকান্ত সঙ্গে করি। মদন রক্ষিত বন কোকিল প্রহরী ॥ দেখি চারি জন মন নন্দনে মোহিত। কিবা সরোবর মনোহর সুশোভিত। কুতূহলে রাজপুত্র ফুল তুলি নিল। মনোসুখে কৌতুকে আঘ্রাণ নাকে দিল ॥ সেই ছলে ফুল তুলি লইল আঘ্রাণ। ক্রোধ মনে মদন হানিল ফুল বাণ ॥ অনঙ্গে জারিল অঙ্গ হইল কম্পিত। কি হইল কি ঘটিল হিতে বিপরীত ॥ ওহে সখা একি লেখা মন উচাটন। সখা বলে গেলে জলে জুড়াবে এখন ॥ এতবলি গেল চলি সরোবর তীরে। ভাবি মনে তত্ক্ষণে প্রবেশিল নীরে ॥ পঞ্চ বাণে যার প্রাণে হানে ফুলধনু। গেলে জলে দ্বিগুণ জ্বলে উঠে পুনঃ পুনঃ ॥ হরি হরি মরি মরি কি করি উপায়। মদনানল দিলে জল কভু না নিভায় ॥ দুঃখী জন সুখী নয় বিধাতা বৈমুখ। ঘরে পরে অন্তরে সদাই বাড়ে দুঃখ ॥ দেব নরে সুরাসুরে সমুদ্র মন্থিল। করিবর সুধা রত্ন অনেক উঠিল ॥ পারিজাত ঐরাবত নিল পুরন্দর। সর্ব্ব ব্যাপ্ত লক্ষ্মী প্রাপ্ত হৈলা দামোদর ॥ সুধাপানে ক্ষুধা হীন হৈল দেবগণ। শুনি হর পুনর্ব্বার করিল মন্থন ॥ বিধি বশে ভাগ্য দোষে উঠে হলাহল। সুরাসুর দেব নর যায় রসাতল ॥ বিষ ভয়ে ক্ষীণ হয়ে দেব নিশাকর। নিবারণ হেতু উঠে গগণ উপর ॥ [illegible] যদি গেল বিধি জানিল অন্তরে। ভাবি মনে তত্ক্ষণে [illegible] রাহুরে ॥ শশধর দুঃখান্তর গেল শিব ভালে। গরল [illegible] তথা দুজ্বালায় জ্বলে ॥ কর্ম্মফলে নানা ছলে ঘটিল দুর্গতি।

দিলি বিধি বাদী দুর্গতি সংপ্রতি ॥ এইরূপ ভূপসুত
কেশ! । মনাগুণ দ্বিগুণ বলে বিগুণ বিধাতা ॥ হেনই
এলো একবনী । সখীসঙ্গে রঙ্গেভঙ্গে অনঙ্গমোহি
ভব্য; নব্যা দিব্য কাব্যবিলাসিনী । সুপ্রকাশ্য আস্য
বদনী ॥ মন্দা মন্দ মন্দ মন্দ গজেন্দ্র গামিনী ।
জিনি দীপ্ত নয়নে বাখানি ॥ অবিশ্রাম দেখি চাম
দাঁড়ে । কলঙ্ক মৃগাঙ্ক হীন সে দুঃখ সরোজে ॥
মকরন্দ জ্ঞান করে । সদানন্দ করে দ্বন্দ চ
ভ্রমরে ॥ কাদম্বিনী বেণী কণী অঙ্গে মণিময় । সুধা
ভাণ্ডা নাসা তিলফুল প্রায় ॥ মনোহর ওষ্ঠাধর রক্ত
শোভা । মুক্তাহারে শোভা করে স্তন মনোলোভা ॥
হেম অম্বুপদ্ম সম নাহি তার । পীনগিরি দাড়িম্ব কদম্ব
হার ॥ কেশরী জিনি কাঙ্গালি অলি মধ্যদেশ । বর্ণ
হৈল নষ্ট দেখি সে সুবেশ ॥ অম্বু সরোবর নাভি
অম্বুজ । মৃণাল সদৃশ তার জিনিল দ্বিভুজ ॥ দেখি
কোটি কোটি কাম ঝুরে মরে । যত চলে তত হেলে
তার ভরে ॥ রম্ভাতরু উরুর উপমা সম নয় । করী শুণ্ড
দৃষ্টান্ত কেহ কেহ কয় ॥ পদে পদে পদের বর্ণনা কত ব
ভাবিলে ভাবক জনে মনে উঠে ভাব ॥ সুগঠন আত
অঙ্গের ভূষণ । রহে দুঃখ নিজে মূর্খ না হয় বর্ণন ॥ চুল খো
স্বর্ণঝাঁপা অরিরত্ন দোলে । মুক্তাযুক্ত নক্ত কুণ্ডল ব
দোলে ॥ মুক্তাহার অনিবার শোভিত গলায় । নলক ঝুর
আলো মুখ শোভা পায় ॥ হস্তেতে কঙ্কণ ঘন শব্দ যে বিন্দু
সে রবে নিরবে পীক ভেবেং কালো ॥ অঙ্গুলীতে স্বর্ণাঙ্গু
প্রস্তরে শোভিত । চন্দ্র আনি অন্ধকার যামিনী ত্রাসিত
আঁটি আঁটি কিঙ্কিনীর ধ্বনি মনোহর । নানা শব্দে পদে তা
বাজারে নূপুর ॥ হাব ভাব কটাক্ষ প্রত্যক্ষ পঞ্চবা
দেখি সে বর্ণ লাবণ্য নাহি বাঁচে প্রাণ ॥ দেখি রূপ রূপবু

বন্ধু চারিজন। জ্ঞান হত কামাতুর হইল মদন॥ অন্বেষণ চারি জনে পাইল সন্ধিত। না জানিল কে আইল মনে হইল ভীত॥ তদন্তরে সখীরে জিজ্ঞাসা কার কন্যা আর সুতা কন্যাবুঝা কোথা নিবাসেন॥ কহ বার্ত্তা কন্যা কি অপরূপ সুন্দরী। শুনি হাসি নিবেদিলি কহে সহচরী॥ কহি শুন চারিজন বিবরণ যত। সাধুর নন্দিনী শশী জগৎ বিখ্যাত। কত নয় এলো বর মনোহর রূপে। ধন ধান্য পরিপূর্ণ সাধু দেশ বাপে॥ কিন্তু শেষে নিরাশে আপন দেশে গেল। সে কারণ বলি শুন এখন সকল॥ কন্যার এক প্রশ্ন আছে পণ। প্রশ্ন করে যে পূরিবে সে পাবে এ ধন॥ নীচ কিবা উচ্চ মানি না জানি বিশেষ। যে পূরিবে কন্যা পাবে যাবে নিজ দেশ॥ হবে জ্ঞানী মহৎ মানি ধনী যোগ্য বর। বিলম্বে কি ফল বল কে সাধু ঘর॥ যদি বাদী কহে যদি এ নিদিষ্ট নি-লাজে। তবেত নিশ্চিত প্রশ্ন পারবে পূরিতে॥ এত বলি গেল চলি ফেলি প্রেমফাঁদে। চারিজন মগন তখন সুখ সাধে॥ সরোবরে স্নান করে সাধুর কুমারী। চারি জনে এক মনে নিরীক্ষণ করি॥ তার মধ্যে মন্ত্রীসুতে করি দরশন। অনিমিষে এক দৃষ্টি হইল মগন॥ চন্দ্রমুখী নিজ আঁখি সম্বরিতে নারে। বলে সখী বল একি ঘটিল আমারে॥ স্নান সমর্পণ সখীগণ সঙ্গে করি। নিজ ঘরে দুঃখান্তরে চলিল সুন্দরী॥ ক্ষণে যায় ফিরে চায় নিভায় মনেতে। অতি দুঃখী চন্দ্রমুখী দেখি মন্ত্রীসুতে॥ কুলবালা প্রাণে জ্বালা আকুল অন্তরে। ফাটে বুক মনোদুঃখ প্রকাশিতে নারে॥ এই মত সচিন্তিত উপনীত ঘরে। মন্ত্রীসুত আকাঙ্ক্ষিত হেরিয়া তাহারে॥

কন্যা আশে সাধুপুরে প্রবেশ।

দীর্ঘ পয়ার। না দেখি সে শশীমুখী মনোদুঃখী চারিজন। কি করিব কোথা যাব কিসে পাব এ রতন॥ পঞ্চবাণে হানে

প্রাণে মনে দীপ্ত হুতাশন। গেলে জলে দ্বিগুণ জ্বলে না হ জ্বালা নিবারণ॥ এত বলি দুঃখে জ্বলি চলে সাধু নিকেতন মনোহর দেখি পুর সুন্দর সুগঠন॥ কাব্যরসে কন্যা আ পুরে প্রবেশে তখন। তদন্তরে সদাগরে করে আত্ম নিবেদন তব কন্যা রূপ ধন্যা অন্যে তার অতুলন। তার আশে মনে লোভে এই দেশে আগমন॥ অপরূপ দেখি রূপ রসকূপ সুগ ঠন। সদাগর সুধাকর করি হয় দরশন॥ দিবা বারি ঝারি পুরি আনি দিল ভৃত্যগণ। ততক্ষণে চারি জনে করি পা প্রক্ষালন॥ নানা ফল নারিকেল জলপান আয়োজন। বন্ধু গণ হৃষ্ট মন তাহা করিল ভক্ষণ॥ জলপান করি পান খাই পান হৃষ্টমন। পথশ্রান্ত ছিল ক্লান্ত তাহা হইল নিবারণ। কাব্যরস রসাভাস নানা কাব্য আলাপন। তদন্তর সদাগর কৈল বাসা নিরূপণ॥ নানা ভক্ষ বর্ণ সংখ্য দিল করিতে রন্ধন তদন্তর সুধাকর রান্ধে বিপ্রের নন্দন॥ বহুদ্রব্য হব্য গব্যাদে করিল ভোজন। তাম্বূল ভোজন কৈল করি সবে আচমন। তদন্তরে হইল পরে রজনীর আগমন। দিল শয্যা করি সজ্জ সুখে করিল শয়ন॥ বিধুমুখী মনে দুঃখী নিরখি পাত্র নন্দন নিজ ঘরে গিয়া কহে সে সকল বিবরণ॥ দ্বিজ শিবচন্দ্র ম গুণধাম অতুলন। দাওগ্রাইহাট্টি বাস আশ ভাষা করিতে রচন ভাষা রচিলে সকলে হয় লজ্জা অনুক্ষণ। এ কারণে তদাদে রচে রাজনারায়ণ॥

অথ কন্যার বিরহ খেদোক্তি বর্ণনা।

লঘু-ত্রিপদী। ওথা চন্দ্রমুখী, পাত্র পুত্রে দেখি, পীড়ি মন্মথ বাণে। করে হায় হায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়, ক্ষণে শো শরাসনে॥ বিরহ অনল, হইল প্রবল, ক্ষীণ বলে অঙ্গ কাঁপে বাণাঘাতে পঞ্চ, শরীর রোমাঞ্চ, দশনে দশন চাপে॥ ক্ষণে সখী-সখী করে ধরি, খেদ করি কেন্দে কয়। অন্তরে অন

হইল প্রবল, এ অনল কিসে যায়। মরি মনোদুঃখে, সে দুঃখ কে দেখে, কত আর প্রাণে সয়। পিতা নিদারুণ, করিল কি পণ, তাহে কি যৌবন রয়॥ হৃদয় মাঝারে, নব পয়োধরে, তার দুঃখে ফাটে বুক। ধরিয়া নালিস, রাখি সে আলিস অবশ মনের দুঃখ॥ কাল গেল বয়ে, বৃদ্ধকালে বিয়ে, দেখে বুঝি বাপ মায়। হবে বলি সুখ, কত পাব দুঃখ, কেমনে যৌবন রয়॥ ক্ষুধা বয়ে গেলে, সুধা খেতে দিলে, বিষ সম হয় জ্ঞান। জল হীন কূপে, পতি হীন রূপে, নাহি কোন প্রয়োজন॥ যে জ্বালা অন্তরে, প্রকাশিব কারে, মনোদুঃখ মনে রাখি। বোবার স্বপন, চিন্তে মনে মন, কেমন হইয়া থাকি॥ এ নব যৌবন, কৃপণের ধন, তার করে কবে দিব। স্মর অঙ্গ সঙ্গে, ভরিব অনঙ্গে, তাপ প্রাণ যুড়াইব॥ বায়ু সম্বোধনে, কহে ক্ষণে ক্ষণে, শুন বায়ু নিবেদন। হয়ে লোক প্রাণ, কেন মোর প্রাণ, মিছে কর জ্বালাতন॥ চন্দ্রের কিরণ, করে জ্বালাতন, তাহে মোর আছে সুখ। সর্ব্ব স্থানে জলে, অন্য স্থানে জ্বালে, জানিয়া জ্বালায় দুঃখ॥ চন্দনের রস, জ্বালায় অবশ, করে তবু দুঃখী নই। বাস সর্প সনে, নিজ জ্বালা জানে, এই হেতু তাহা সই॥ জ্বালায় মদন, অঙ্গ ঘসে ঘন, নিজ আগুনে সদা জ্বলে। তার অঙ্গ তাপ, নিরবধি তাপ, ভস্ম হর কোপানলে॥ শরীর ত্যজিব, প্রাণ তেয়াগিব, করিব গরল পান। মোর জ্বালা পরে, কহিলে অপরে, পরে করে অপমান॥ বিধি দেয় যদি, পাব সেই নিধি, সুবর্ণনিধি হব পার। বিনে সে কাণ্ডারী, কিসে তরী তরি, অনঙ্গ তরঙ্গ তার॥ বলিতে বলিতে, অনঙ্গ বাণেতে, অনঙ্গ অনলে উদাস। মুখে নাহি বাণী, স্তব্ধ হৈল ধনী, বহে নয়নে নিশ্বাস॥ হইয়া অধীরে, পড়ে ধরাপরে, সখী ধরাধরি করি। বিধাতা বিগুণ, কাটা ঘায়ে নুন, বাঁচাই কেমন করি॥ কত নিশি শেষ, তত কাড়ে ক্লেশ, দেখে পাষাণ বিদরে। বিরহ যাতনা, বুক ধুনি-

জন্য, ভাবিয়া নিজ অন্তরে ।। শিবচন্দ্র দ্বিজ, শিব প
ভাবি অনুমতি দিল। তাঁর আজ্ঞা শুনে রামনারায়ণে
ছন্দে বিরচিল ।।

অথ সদাগর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

পয়ার। রজনী প্রভাত হৈল ভানুর উদয়। বন্ধু চারি
আসি সদাগরে কয়। কহ তোমা সবাকার কার কোন
শুনি কহে সর্ব্ব শাস্ত্রে সবাই নিপুণ ।। রূপবান গুণবান
বিদ্যাবান। এর মধ্যে যারে ইচ্ছা কন্যা দেহ দান ।। তবে
চারি জনে নিল সঙ্গে করে। উপনীত হৈল এক সরে
তীরে ।। জলে ফুলে অলিকুলে বড় শোভা পায়। হংস
সুখে ভাসি তাহাতে খেলায় ।। তার পূর্ব্বদিকে এক
উপবন। বিকসিত ফুল যত অতি সুশোভন ।। সেই
পঙ্কজনে গেল ত্বরা করি। দেখে এক শিলাদেহ ভূ
উপরি ।। দেখিতে সুন্দর অতি সজীব শরীর। উদ্যান মধ্যে
আছে অচল সুস্থির ।। ক্ষণে ক্ষণে থাকিয়া করয়ে এই
যেন কর্ম্ম তেন ফল কার্য্য করে সব ।। বুঝিতে না পারে
ইহার কারণ। নর সঙ্গে কভু তার নাহি আলাপন ।।
চমৎকার হৈল বন্ধু চারিজন। সদাগর ততক্ষণ জিজ্ঞা
কারণ ।। কহ দেখি দেহ কেন ভূমের উপর। কি কারণ ঐ
মুখে নিরন্তর ।। অধিক কি কব আর তোমা সবাকারে। ব
পাবে সে জন যে কহিবে আমারে ।। শুনি পাত্র পুত্র
শুন সদাগর। অপূর্ব্ব কথন এই কহিতে বিস্তর ।।

অথ প্রশ্ন উত্তর।

পয়ার। রাত্রী নামে এই দেশে ছিলেন রাজন। দো
প্রতাপে যেমন সনাতন ।। মোহিনী নামেতে তার ছিল
রাণী। রূপে গুণে সতী ধন্যা ছিল সেই ধনী ।। পতি প্রিয়
সংযোগিনী এ জগতে। বাহুল্য বিস্তর তার লাবণ্য বর্ণিতে

তার গর্ব্বে তিন পুত্র হইল রাজার। বংশ মহা বলবন্ত বীর অবতার॥ পুত্রগণে উপযুক্ত দেখিয়া রাজন। পাণিগ্রহ কর্ম্মেতে করিল নিয়োজন॥ অর্থাৎ যখন রাজা শয়ন করিবে। পুত্রগণ অস্ত্র হাতে রক্ষক রহিবে॥ এক প্রহরের পর শয়ন করিব। একে একে রবে দ্বারে সুখে নিদ্রা যাব॥ প্রথমে প্রথমে চৌকী কৈলা সমর্পণ। দ্বিতীয় প্রহরে চৌকী মধ্যম নন্দন॥ অবশিষ্ট প্রহরেতে কনিষ্ঠের পালা। আজ্ঞামাত্র পুত্রগণ সম্মত হইলা॥ এই মতে কিছু দিন করিলা যাপন। এক-রাত্রে শুন এক দৈবের ঘটন॥ সুখে নিদ্রা যায় রায় ছোট পুত্র দ্বারে। হেন কালে এক সর্প প্রবেশিল ঘরে॥ সর্প দেখি রাজ পুত্র খড়্গ লয়ে করে। ধাইয়া চলিল বধ করিতে অহীরে॥ দেখিয়া ভয়েতে ফণী ভীত হয়ে মন। গবাক্ষের দ্বার দিয়া কৈল পলায়ন॥ হেনকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইল ভূপতি। পুত্র হাতে দেখি অসি হৈল ভীত মতি॥ ভীত হয়ে ভয় পেয়ে ভাবিয়া অন্তরে। অসি ধরি বুঝি বধিতে আইসে মোরে॥ নিদ্রা ভঙ্গ দেখি সেই রাজার তনয়। খড়্গ ফেলি গেল চলি পায়ে লজ্জা ভয়॥ তাহাতে অধিক মনে সন্দেহ হইল। শয্যা হৈতে গর্জ্জিয়া নৃপতি সাড়া দিল॥ শীঘ্র আসি উপনীত বাহির দেয়ানে। কোথায় জল্লাদ বলি ডাকয়ে সঘনে॥ কোতয়াল বাদ্ধ চাল হৈল উপনীত। আইলা জল্লাদগণ মনে হয়ে ভীত॥ পাত্র মিত্র অমাত্য যতেক পুরজন। হজুরে হাজির আসি হৈল ততক্ষণ॥ সেনাপতিগণ আসি করিল তওয়াজ। রক্ষা কর মহারাজ গরিব নেওয়াজ॥ ঘূর্ণিত লোচন অঙ্গ কাঁপে থর থর॥ সঘনে দশন চাপে কাঁপে ওষ্ঠাধর॥ কোতয়ালে আজ্ঞা দিল যাহারে সত্বরে। ছোট পুত্রে ধরে আন আমার গোচরে॥ শূদ্ধলে করিয়া বন্দি আনহ বাহিরে। না আনিলে খড়্গ সমর্পিব তোর শিরে॥ আজ্ঞা মাত্রে কোতয়াল যেন যমদূত। শীঘ্রগতি উপস্থিত যথা রাজ-

অন্বেষতে ॥ সতী সাধ্বী পতিব্রতা থাক কোন নারী।
এই মর্ত্ত রত্ন মৃত দেহ ধরি ॥ শুনি ধনী আত্মস্বার্থ
মনে মনে। সর্বশক্তি রুদ্রশক্তি মণি অন্বেষণে ॥
হৈতে নারী দৃষ্টি এক চিত্তে করে। দেখে শব ভাসি
জলের উপরে ॥ শৃগালের কথা সত্য জানিয়া সুন্দরী।
জলে কুতূহলে অতি ত্বরা করি ॥ সাহসে নির্ভর কা
করে ধরে। শরান্বিত আনন্দেতে তুলে নদী তীরে ॥
তার সঙ্গে বান্ধা অপূর্ব্ব বসন। তার মধ্যে পাইল মা
ণিক্য রতন ॥ পুনর্ব্বার নামি জলে করিলেক স্নান।
স্নানে রবে ধনী আলয়ে পয়াণ ॥ হেনকালে বৃদ্ধ স
কার্য্যান্তরে। নদী তীরে যাইতে দেখে পুত্রের বধূ
শ্বশুরে দেখিয়া ধনী লজ্জিতা হইলা। বসনে বদন
অন্য পথে গেলা ॥ দেখি বৃদ্ধ সদাগর সচিন্তিত মন।
কারণে কেন হেথা বধূ আগমন ॥ মনে মনে ভাবে
ভ্রষ্টা এই নারী। উপপতি সঙ্গে বুঝি নিজ কার্য্য স
তার পরে জলে করে গাত্রের মার্জ্জনা। পতির নি
যায় ত্বরিত গমনা ॥ কুলটা এ নষ্টা নারী দুষ্টা বুদ্ধি
বিসর্জ্জন ইহার উচিত দণ্ড হয় ॥ এত চিন্তি সদাগর।
ঘরে গেল। অমনি যামিনী শুভ প্রভাত হইল ॥ প্রাত
গেল পুত্র পিতা প্রণমিতে। পুত্র মুখ সদাগর না
ক্রোধেতে ॥ দেখিয়া পিতার ভাব জিজ্ঞাসে কারণ।
প্রতি কেন ক্রোধ কহ বিবরণ ॥ শুনিয়া সক্রোধ ভাবে
সদাগর। যে আজ্ঞা করিব তাহে করহ স্বীকার ॥
বলে তব আজ্ঞা স্বীকার আমার। তব আজ্ঞা অবজ্ঞা
নাহি পার ॥ আজ্ঞা দিলে নিজ মুণ্ড কাটিবারে
অতএব কোন আজ্ঞা কহ কৃপা করি ॥ শুনি সদাগর
কহ বচন। তোমার ভার্য্যারে বনে দেহ বিসর্জ্জন
কহ কহিব জানি সব সবিশেষ। সম্প্রতি অগ্রেতে

দেহ বনবাস॥ শুনিয়া ভাসিল পুত্র বিচ্ছেদ সাগরে। লজ্জা ভয়ে বিসর্জ্জনে রথ সজ্জা করে॥ হেটমুখে মনোদুঃখে কার্য্যা প্রতি কয়। এক্ষণে বারেক তুমি চল পিত্রালয়॥ বিলম্ব না সহে কর রথে আরোহণ। বুঝিল রমণী সব রাজ্রের কারণ॥ রথে চড়ে ঘন ছাড়ে সঘনে নিশ্বাস। এত দিনে বিধাতা পাঠায় বনবাস॥ শিবা আজ্ঞা মতে হৈল অরণ্য গমন। শিবচন্দ্র আজ্ঞায় এ পুস্তক রচন॥

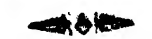

অথ সদাগরের পুত্রবধুর বিলাপ।

চতুষ্পদী। করি রথ আরোহণে, ভাবে ধনী মনে মনে, এত দিনে বাম বনে, বিধি মোরে হইল বিগুণ। আনন্দেতে নিরানন্দ, মন্দ ভাবে ভাবি সন্ধ, বিধাতার এ নির্ব্বন্ধ, কে করে খণ্ডন॥ পতি মোর ভাল বাসে, সেই দেয় বনবাসে, দাঁড়াইব কার পাশে, ধন আশে হারাইলাম ধন। নয়নের মণি ত্যাগি, কণীর মণির লাগি, দোষী কলঙ্কের ভাগী, অভাগীর অদৃষ্ট কেমন॥ মিছা ধন দিয়া বিধি, পুনঃ তায় হয়ে বাদী, হরে নিজ গুণনিধি, নিরবধি মন উচাটন। একি দেখি সৃষ্টি ছাড়া, মুল অদৃষ্টের গোড়া, নারীর কপাল পোড়া, কপালের কপালে আগুন॥ কি কব মনের দুঃখ, দুঃখের উপরে দুঃখ, সে দুঃখ বিদরে বুক, পতি দেয় সতী বনবাসে। সবে মেনে এই কয়, অর্থে অর্থ লাভ হয়, আমো বিপরীত হয়, লোকে ধন নিজ ধন নাশে॥ কি করি কি করি করি, প্রাণ যায় মরি মরি, কিসে বা সঙ্কটে তরি, নিজে নারী ভাবি মোহে বন্ধ। পতি নয়নের তারা, যদি তারা কর হারা, তবে তারাবিনে তারা, তারা হীন তারা হবে অন্ধ॥ পুর্ব্বে কি করেছি পাপ, নহে কারে দিল শাপ, একারণ মনস্তাপ, তাপ প্রাণে সদাই সন্তাপ। যদ্যাপি গরল পাই, তবে কিছু নাহি চাই, যতন করিয়া খাই, বিষেতে বুজাই বিষভাপ॥ বাছারে

।কের মূল, সৃজিল শরীর নারীর কুল, হয়ে বড় স্থূলে ভুল, নিশ্চিত বিধি বধে প্রাণ। পর ঘরে ঘর করে, পরের মরণে মরে, তার পরে সেই পরে, ছল ধরে করে অপমান॥ অবলা কুলের বালা, দুর্ব্বলা অতি সরলা, নাহি জানে কোন ছলা, পর দুঃখে নিজ অঙ্গ দহে। একের অন্তরে থাকে, অন্য জন জ্বলে দুঃখে, নিছে মরি মনোসুখে, পোড়া নুড়া দুঃখের কপালে॥ সদা অঙ্গ দুঃখে জ্বরা, শিরে কলঙ্ক পসরা, সে ভারে সদা অধরা, তাহে আর পুরুষ পাষাণ। দুর্ম্ম, ভুজঙ্গের প্রায়, ছল সন্ধানে বেড়ায়, কিছু যদি ছল পায়, সেই দায়ে ছলে বধে প্রাণ॥ কান্দিলে কি হবে আর, অদৃষ্টের ফের কার, শিবচন্দ্র জানি সার, বলে ধনী স্থির কর মন। ঐ শিব আজ্ঞা মত, পুস্তক সুপ্রকাশিত, সুললিত বিরচিত, কহে দ্বিজ রাজনারায়ণ॥

অথ ভার্য্যা সহ সদাগরের পুত্রের বনে আগমন।

পয়ার। চিন্তায় চিন্তিত মন চিন্তিতে চিন্তিতে। উপনীত হৈল এক দুর্গম বনেতে॥ ভার্য্যা সহ নামি তথা সাধুর তনয়। গৃহে যাইতে সারথিরে দিলেন বিদায়॥ নারী সহ সাধুসুত বৃক্ষতলে বসি। কান্দিতে লাগিল দোঁহে দুঃখনীরে ভাসি॥ উভয়ে বিলাপ যত কহিতে বিস্তার। পতি বিনে সতী দুঃখ সুখ সরো ন॥ চক্ষের জলেতে অঙ্গে ভিজিল বসন। হেনকালে হৈল আসি নিশি আগমন॥ দুঃখানল ক্ষুধানল হইল প্রবল। হেন স্থল নাহি তথা পান করে জল॥ দৈবযোগে সাধুসুত নিদ্রা আকর্ষিল। নারী উরে শির দিয়া নিদ্রিত হইল॥

অথ অরণ্যে সাধুবধূর মাণিক প্রাপ্ত।

পয়ার। যুবতী ভাবয়ে বসি নিদ্রা গেল পতি। হেনকালে শুন এক দৈবাধীন গতি॥ কাক এক বৃক্ষে বসি উচ্চৈঃ-

রে কয়। সতী সাধ্বী পতিব্রতা সে হও নিশ্চয় ॥ এই বৃক্ষ কোটরেতে ছিল এক ফণী। সম্প্রতি মরেছে তার শিরে আছে মণি ॥ শীঘ্র লহ ফণী মণি ধনি মম বল। শুনি সুবদনী ধনী করয়ে চিন্তন ॥ সর্প মণি লোভে কষ্ট হৈল মনমাঝ। লেছে মাণিক মিলে একি সর্বনাশ ॥ যা হবার তাই হবে দৃষ্টে আমার। ফণী মণি লইতে সুবুদ্ধি কৈল সার ॥ এত ভাবি পতি শির ভূমিপরে রাখি। সর্প হৈতে মাণিক লইল সুমুখী ॥ যেই ক্ষণে ফণী মণি রমণী লইল। দেব দেহ রি কাক বিমানে চলিল ॥ দেখিয়া রমণী অতি চমকিতা হইল। যোড় করে স্তুতি করি হেতু জিজ্ঞাসিল ॥

অথ কাক সর্প বিবরণ।

পয়ার। দেব দেহ ধরি কাক কহিছে তখন। শুন সুন্দরী মোর পূর্ব্ব বিবরণ ॥ পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি গন্ধর্ব কুমার। ইলামৃত নাম খ্যাত আছিল আমার ॥ সতত আছিল মোর কুকর্ম্মেতে মন। এক দিন দৈবাধীন শুন বিবরণ ॥ অরণ্য মধ্যেতে গিয়া মৃগয়া করিতে। দৈবে উপনীত এক মুনি আশ্রমেতে ॥ বিপ্রের সহিত মোর না হইল দেখা। দেখিলাম মুনি পত্নী গৃহে আছে একা ॥ বিনা দীপে কুটীর তিমির হীন আলো। দেখিয়া আশ্চর্য্য মোর চমৎকার হৈল গৃহ মধ্যে প্রবেশিল জানিতে কারণ। দৃষ্ট হৈল শোভে আলো মণির কিরণ ॥ আশ্চর্য্য হইল দেখি মণির মাধুরি। বলাৎকারে মণি লইলাম আমি হরি ॥ ক্রোধ করি মুনি পত্নী দিল মোরে শাপ। হউক তাপ পাপ হেতু [illegible] পাপ ॥ শাপ শুনে মনে মনে হয়ে অতি ভীত। [illegible] ব্রাহ্মণীর হই পদাশ্রিত ॥ কুকর্ম্ম অধর্ম্ম করি [illegible] অধমের অপরাধ ক্ষমগো জননী ॥ এত শুনি ব্রাহ্মণীর [illegible] উপজিল। উপদেশ কথা শেষ আমারে কহিল ॥ [illegible]

মোর বাক্য না হবে খণ্ডন। মণি সহ ফণী জন্ম করহ গ্রহণ॥ হবে জন্ম এ অবস্থা স্মরণ থাকিবে। নিত্য নিজ দেহ ত্যাগ করিতে পারিবে॥ নিত্য নিত্য কাক দেহ করিয়া ধারণ। বন মধ্যে সাধ্বী নারী করি অন্বেষণ॥ সতী সাধ্বী পতিব্রতা যে নারী হইবে। তারে মণি দিলে শাপ মোচন হইবে॥ এত শুনি হইলাম আনন্দিত মন। সর্প দেহ তৎক্ষণ করিয়া ধারণ॥ অরণ্য মধ্যেতে ভ্রমি সতী অন্বেষণে। অদ্য শাপ বিমোচন তব দরশনে॥ শুন ওই সুনন্দনী পূর্ব্বের কারণ। পতি পাশে মনোল্লাসে করহ গমন॥ এত বলি অন্তরীক্ষে গমন করিল। পতির নিকটে তবে রমণী চলিল॥

অথ ভার্য্যা প্রতি পতির ক্রোধ।

পয়ার। এথায় সাধুর পুত্র হয়ে নিদ্রা ভঙ্গ। অঙ্গ কাঁপে থর থর হইয়া আতঙ্ক॥ না জানি রমণী মোর কোথা চলি গেল। কি জানিবা সিংহ ব্যাঘ্র ধরিয়া খাইল॥ ভীত মনে সাধুসুত ভাবিতে ভাবিতে। দেখিলে রমণী আইল আনন্দ মনেতে॥ মত্ত হয়ে সাধুসুত ভাবে মনে মনে। এই জন্যে পিতা এরে পাঠাইল বনে॥ পতি ছাড়ি উপপতি করেছে নিশ্চয়। অন্ধকারে বনে গেল না হইল ভয়॥ এই বনে উপপতি নিশ্চয় এসেছে। মন আছে এ কারণ গেল তার কাছে॥ হাস্যরসে মনাবেশে নিজ কার্য্য সারি। হাস্যমুখে মনোসুখে আসিছে এ নারী॥ বনবাসে রাখি গেলে উপপতি লবে। তাহে আর দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে॥ উচিত বিহিত শাস্তি বাধ এর প্রাণ। আমি একা নিজ দেশে করিব পয়ান॥ এই মত সাধুসুত ভাবিতে ভাবিতে। উপনীত হৈল ধনী মন আনন্দেতে॥ ক্রোধ ভরে সাধু তারে করিল জিজ্ঞাসা। আমারে ছাড়িয়া গেলি করি কার আশা॥ যদ্যপি অগ্রেতে মোরে কহ সত্য ভাষা। নতুবা হইবে তোর ছিন্ন কর্ণ নাসা॥

হেন নিদারুণ বাক্য শুনিয়া সহসা। ভাবে ধনী না জানি কি ঘটিল দুর্দ্দশা॥ মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে পতি প্রতি কয়। আদ্য অন্ত বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয়॥ যার জন্য অরণ্যে পাঠায় তব পিতা। প্রণিধান করি প্রাণ শুন সেই কথা॥ এত বলি পূর্ব্ব কথা কহে বিস্তারিত। যে প্রকার মণি জন্য হিতে বিপরীত॥ দৈব দোষে ভাগ্যবশে হৈল বনবাস। বনে আসি দুঃখে ভাসি হইয়া উদাস॥ নিদ্রাগেলে দেবগণে ছলিয়া অন্তরে। কাক বাক্যে মণি লভ্য অরণ্য ভিতরে॥ এতবলি দিল সপ্ত মাণিক্য রতন। যাহা ইচ্ছা ইচ্ছাময় করহ এখন॥ দেখিয়া মণির শোভা সাধুর নন্দন। আনন্দে হইয়া মগ্ন কম্পে ঘনেঘন॥ মুখচুম্বি কোলে লয়ে ভার্য্যা প্রতি বলে। হায় হায় ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য লীলে॥ রতন রতনে বিনে আনো নাহি মিলে। কহ প্রাণ পূর্ব্বে ইহা কেন না কহিলে॥ শুনি ধনী দুঃখ মনে লাগিল কহিতে। যদি লয়ে যাহ তুমি পিতৃ আলয়েতে॥ কেন আর পুনর্ব্বার আমার প্রয়াশ। তব পিতা আমারে দিলেন বনবাস॥ সাধুসুত বলে প্রাণ এ কেমন কথা। তোমা বিনে ত্রিভুবনে দাঁড়াইব কোথা॥ তুমি মোর ধন মন তুমিই জীবন। নারিব ছাড়িতে তোমা না হলে মরণ॥ তব মুখপদ্ম তাহে আমি মধুকর। কেমনে বাঁচিব প্রাণে হইলে অন্তর॥ তাহে তুমি মনোরমা ভার্য্যা প্রিয়তমা। রূপে গুণে ত্রিভুবনে নাহি তব সমা॥ বেদ বিধি বেদান্ত সকল শাস্ত্রে বলে। প্রিয়তমা সতী ভার্য্যা ভক্তিফলে মিলে॥ এমন সাবিত্রী ভার্য্যা ছাড়িয়া কাননে। বল দেখি ওরে প্রাণ যাই কোন প্রাণে॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপান পতি যদি করে। সতী ভার্য্যা হৈতে তাহা নিশ্চয় নিস্তারে॥ অকালেতে হইলে কাল পতির মরণ। সাধ্বী নারী পারে তাহা করিতে বারণ॥

সাবিত্রীর বিবরণ।

পয়ার। সতীর লক্ষণ তবে শুন গুণবতী। সত্যযুগে সাবিত্রী নামেতে ছিল সতী॥ তার পতি ধর্ম্মে মতি নাম সত্যবান। রূপে গুণে ত্রিভুবনে না দেখি সমান॥ এক দিন পতি সঙ্গে গেলেন কাননে। দৈবাধীন তার পতি মরে সেই স্থানে॥ সাবিত্রী দেখিল বনে হৈল হেন গতি। পতি কাছে রহে সতী অতি দুঃখ মতি॥ হেনকালে উপনীত যমদূতগণ। সতী ত্যজে পতি অঙ্গ না করে স্পর্শন॥ দূত যত হয়ে ভীত যমে নিবেদিল। বিনা ব্যাজে ধর্ম্মরাজ আপনি আইল॥ লয়ে তার পতি প্রাণ পিতৃপতি যায়। দেখি সতী দুঃখ মতি পিছে পিছে ধায়॥ দেখি ধর্ম্ম তার মর্ম্ম জানিতে পারিল। জিজ্ঞাসিল মোর পিছে কোথা যাও বল॥ শুনি সুবদনী ধনী খেদে কেন্দে কয়। পতি বিনা সতী জনে জীবন সংশয়। কেবল বর্ণের গুরু জানি দ্বিজগণ। সুর গুরু সুরাচার্য্য শাস্ত্রের লিখন॥ স্ত্রীলোকের গুরুপতি গতি অবলার। তাহার বিহনে প্রাণে মিথ্যা আশা আর॥ দ্বিজ ইষ্টদেব তুষ্ট পতির সেবনে। পতিভক্তি অবলার মুক্তির কারণে॥ রমণীর পতি গতি বিনা কেবা আছে। এ কারণে চিন্তি মনে যাই তব পাছে॥ স্তুতি নতি মিনতি যমের হইল দুঃখ। আমি কি করিব তোরে বিধাতা বৈমুখ॥ অন্য কোন থাকে ইচ্ছা চাহ মোর স্থান। যাহা চাবে তাহা পাবে বিনা পতি প্রাণ॥ শুনি সতী কষ্টমতি হইল আনন্দ। শ্বশুর শাশুড়ী আছে চিরদিন অন্ধ॥ এই বর দেহ চক্ষু পায় দুইজনে। যম বলে পাবে চক্ষু মোর বর দানে॥ পুনর্ব্বার যমরাজ করিল পয়াণ। তথাপি সাবিত্রী দেবী পিছে পিছে যান॥ কত দূরে গিয়া পরে ফিরিয়া চাহিল। পশ্চাৎ সাবিত্রী আইসে দেখিতে পাইল॥ জিজ্ঞাসিল বল কোথা যাও পুনর্ব্বার। শুনিয়া সাবিত্রী বলে শুন সারোদ্ধার। যে সব দেখিতে নিত্য অনিত্য সে সব। সব

জন ত্রিভুবনে যতেক বৈভব ॥ সুরাসুর দৈত্য দানব দিকপাল-
গণ। যুগান্তর শেষ সব হইবে পতন ॥ কেবা কোথা চিরজীবী
মৃত্যুহীন নয়। বহু দিন রহে প্রাণ চিরজীবী কয়॥ কেবা
কার পিতা মাতা কেবা কার পতি। আমার আমার বলে
সকলে বিস্মৃতি ॥ কেশ বেশ জীর্ণ হয় হস্তে ধরে নড়ী॥ তবু
মন উচাটন উপার্জ্জিতে কড়ি॥ বন্ধুজন মনে মনে ক্ষণেক
উদাস। গিয়া ঘরে করে পরে নানা পরিহাস॥ শ্মশানে
কিঞ্চিৎ মনে জন্মযে উদাস। সে প্রকার হইলে মতি ব্রহ্মেতে
নিশ্বাস॥ অনায়াসে মোহ পাশে পায় দিয়া গতি। কুতূহলে
যায় চলে দেখিয়া সন্ততি॥ যখন যে জন ব্রহ্মা করয়ে সৃজন।
এই আজ্ঞা অবিজ্ঞা না কর নারায়ণ। ধন জন নাহি জানে
করিয়া সংহতি। মর্ত্যলোকে মোহ শোকে সকল বিস্মৃতি॥
হীন অন্ধ হয় মত্ত বিষয়েতে বদ্ধ। তাবে নাকো বারেক
দেখিতে ব্রহ্মানন্দ॥ অতএব এই ভাব আমার মনেতে। তব
উপদেশে লিন হইল ব্রহ্মেতে॥ যম বলে সুধা তুল্য তোমার
সুভাষা। পতি প্রাণ ছাড়ি কর অন্য বরে আশা॥ শুনিয়া
সাবিত্রী পুনঃ করে নিবেদন। রাজ্যচ্যুত শ্বশুর আছয়ে চির
দিন॥ হউক পূর্ব্ব প্রাপ্ত রাজ্য কহ সূর্য্যসুত। যম বলে বর
কলে পাইবে নিশ্চিত॥ বর দিয়া হৃষ্ট হয়ে চলে পুনর্ব্বার।
সাবিত্রী না ছাড়ে তবু পশ্চাৎ তাহার॥ কত দূরে গিয়া পরে
যম ফিরে চায়। পূর্ব্বমত সাবিত্রীরে দেখিবারে পায়॥
জিজ্ঞাসিল কহ কেন পুনঃ আগমন। সাবিত্রী করিল বহু
যমের স্তবন॥ হৃষ্টমন যম পুনঃ সাবিত্রীরে কয়। পতি প্রাণ
বিনা যদি বরে ইচ্ছা হয়॥ চাহ বর মনস্থর দিব [illegible]
তোরে। শুনি স্তুতি প্রণতি করয়ে যোড়করে॥ নিবেদন [illegible]
শত আমার প্রতি কর। শত সুত পিতার হইবে [illegible]
জনকে ধর্ম্ম মর্ম্ম ধর্ম্ম বুঝিতে নারিল। হইবে তথাস্তু [illegible]
চলিল॥ সাবিত্রী বলিল কোথা যাও মতিমান। [illegible]

কেমনে বা হইবে সন্তান॥ বুঝি কর্ম্ম মর্ম্ম ধর্ম্ম লজ্জিত হইল। প্রতিশ্রুত কি করিব ভাবিতে লাগিল॥ বহুমত যম স্তুত করি অনুমান। সাবিত্রীর পতি প্রাণ দিল তবে দান॥ পেয়ে প্রাণ সত্যবান উঠিয়া বসিল। নিদ্রাভঙ্গ মত অঙ্গ অলস হইল। কহিল সাবিত্রী দেবী সব বিবরণ। সে রজনী তথা ধনী করিয়া বঞ্চন॥ লয়ে পতি হৃষ্টমতি প্রভাতে চলিল। চক্ষু দৃষ্টি রাজ্য প্রাপ্ত শ্বশুরে দেখিলে॥ শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষাল দাঁইহাট বাস। তাঁর আজ্ঞামত গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥

সদাগরের পুত্র ভার্য্যা সহ বাটী গমন।

পয়ার। অতএব শুন প্রিয়ে সর্ব্বলোকে বলে। পতি হয় ধনবান নারী ভাগ্যফলে॥ ভার্য্যার সমান নাহি শরীর ভুষিতে। বিদ্যার সমান নাহি শরীর ভুষিতে॥ মাতার সমান নাহি শরীর পুষিতে: ঋণের সমান নাহি শরীর নাশিতে॥ আশার সমান নাহি সন্তোষ নাশিতে। সতীর সমান নাহি উত্তমা নারীতে॥ জল বিনা মীনগণে নাহি বাঁচে প্রাণে। পুষ্প বিনা সরোবর না হয় শোভনে॥ পদ্ম বিনা বনে বনে দুঃখী মধুকর। চন্দ্র বিনা নাহি প্রাণে বাঁচয়ে চকোর॥ নবঘন বিনা যেন চাতকের দুঃখ। কাটে বুক মনোদুঃখ শারী বিনা শুক॥ সূর্য্য হীন দিবা যেন চন্দ্র বিনা নিশি। তারাগণ হারা যেন হয় পূর্ণশশী॥ সাধন বিহীন যেন তন্ত্র হীন মন্ত্র। যন্ত্রী বিনা যেমন বিহীন হয় যন্ত্র॥ বিদ্যা বিনা জ্ঞান যেন নহে সুশোভন। বপু যেন নিরর্থক বিহীন নয়ন॥ প্রাণ হীন শরীর যেমন মিথ্যাময়। সতী বিনা পতি এইরূপ সুনিশ্চয়॥ অতএব গৃহে যদি না যাবে সুন্দরী। আমারে বধহ অগ্রে গলে দিয়া ছুরি॥ বুঝি ধনী পতি মন সম্মতা হইল। মনোসুখে সে রজনী তথায় বঞ্চিল॥ রজনী প্রভাতে হৈল ভানুর উদয়। ভার্য্যা সহ সাধুসুত চলিল আলয়॥

তীর নিকটে পরে হয়ে উপনীত। মনেমনে সাধুসুত ভাবিত
হিত॥ পিতৃ আজ্ঞা ভার্য্যারে করিতে বিসর্জ্জন। পুনর্ব্বার
নিলাম করিয়া গ্রহণ॥ অগ্রে কহি সব কথা [illegible]
নতি। আজ্ঞা হৈলে নিজ গৃহে লয়ে যাব সতী॥ এত বলি
নারীরে রাখিয়া নিজ দ্বারে। পিতারে কহিতে গেল বাটীর
ভিতরে॥ হেনকালে বৃদ্ধ সদাগর পথে হৈতে। উপনীত
হল আসি বাটীর দ্বারেতে॥ দেখিলেক পুত্রবধু আছে
দাঁড়াইয়া। ক্রোধে যায় উপরোধ দেখহ ভাবিয়া॥ ক্রোধ
রে অসী করে করিয়া গ্রহণ। নিজহস্তে বধু মুণ্ড করিল
ছেদন॥ দেখি যত দ্বারীগণ করে হাহাকার। হায় হায় কি
করিলে একি অবিচার॥ প্রতিবাসীগণ আসি করয়ে রোদন।
শব্দে শীঘ্রগতি আসিয়া নন্দন॥ দেখিল সকল তার পিতার
আচার। ভুমে পড়ি গড়াগড়ি করে হাহাকার॥ শিবচন্দ্র
রাধানের আদেশ যেমন। সেইমত রচে দ্বিজ রাজনারায়ণ॥

ভার্য্যাশোকে পতির বিলাপ।

ত্রিপদী। হায় পিতা কি করিলে, সর্ব্বদিগ মজাইলে
বিনা দোষে অবলা বধিলে। নাহি কোন অপরাধ, মিথ্যা
মিথ্যা অপবাদ, বাপ হয়ে এ বাদ সাধিলে॥ কোন দোষে
হে ক্রোধী, রটায়ে কলঙ্ক শশী, শেষে অসীধারে বধ প্রাণ।
অবলা কুলের বালা, দুর্ব্বলা অতি সরলা, নাহি নারী তাহার
সমান॥ যেই রাত্রে নদী তীরে, তুমি রেখে ছিলে তারে, সে
রাত্রের শুন বিবরণ। শিবাধ্বনি শুনি কানে, গিয়া ধনী তত্ত-
ক্ষণে, পাইল সপ্ত মাণিক্য রতন॥ গিয়া পুনঃ বনবাসে, কেবল
ভাগ্যের বশে, সেথা এক রতন পাইল। এই সে রতন লও,
আনন্দেতে তুমি রও, ধন লোভে তার প্রাণ গেল॥ এতবলি
ততক্ষণ, দিয়া সপ্ত রতন, কান্দে সাধু বধু মুখ হেরে। কেন
হয়ে অকস্মাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বজ্রাঘাত হানিলে

আশাপুর ॥ আমারে রাখিয়া প্রিয়ে, কোথা গেলে পলাইয়ে, কেমনে বাঁচিব তব শোকে। কার কাছে দাঁড়াইব, কোথা গেলে তোমা পাব, কেমনে রহিব ইহলোকে ॥ কি দোষে ত্যজিলে মোরে, কেমনে রহিব ঘরে, বিচ্ছেদের শেল হানে বুকে। তোমার ও চন্দ্রানন, না হেরে হারাই প্রাণ, দেখি শূন্য ফাটে বুক দুঃখে ॥ তুমি প্রাণ আমি দেহ, কখন বিভিন্ন নহ, প্রাণ বিনে দেহ কিসে রয়। জল হীন মীন যেন, নাহি বাঁচে কদাচন, নাম প্রাণ প্রাণে নাহি সয় ॥ কেমনে বাঁচিব আর, তোমা বিনা অন্ধকার, কি ছার সংসার সার হীন। নয়নে নয়ন তারা, সে তারা হইল হারা, ঘর পর নিশি নিশি দিন ॥ পূর্ব্বে হেন নাহি জানি, অগ্রে পলাইবে ধনী, জানিলে জাগিতে নাহি হইত। ত্যজিয়া তোমারে প্রাণ, আগে ত্যজি-তাম প্রাণ, প্রাণ বিনে প্রাণে সহে এত ॥ বাড়াইতে মনো-দুঃখ, পেলে দুঃখ দিলে দুঃখ, দেখে দুঃখ দুঃখে বুক ফাটে। দুঃখ দিয়া গেলে মোরে, রাখিয়া দুঃখের ঘরে, দিয়ে খিল দুঃখের কপাটে ॥ কোপানলে মনানলে, যদি জানিতাম জ্বলে, দেখো জ্বালা ও দুখ কমলে। আগে যে যুড়াতে জ্বালা, এখন সে দিয়া জ্বালা, জ্বালার উপরে জ্বালা জ্বলে ॥ হায় হায় মরি মরি, কি করি কি করি, মনকরী হৈল অনিবার। তাহার বন্ধন দড়ি, ছেঁড়ে গেলে সঙ্গে করি, প্রবোধ অঙ্কুশ নাহি আর ॥ আমারে সদয় হও, বারেক আর কথা কও, নহে মোরে লও সঙ্গে করি। ঘুচে লোকের গঞ্জনা, যায় বিরহ যাতনা, সহেনা সহেনা প্রাণে মরি ॥ ব্যথিত ভার্য্যার শোকে, কান্দি বহু মনোদুঃখে, পরে সব লোকে ডাকি কয়। প্রাণ অতি উৎকণ্ঠিত, মৃত্যুকাল উপস্থিত, অতএব এই সে বিনয় ॥ যাবে প্রাণ এইক্ষণে, ভার্য্যা সহ দুইজনে, এক স্থানে কর অগ্নিকার্য্য। হেন নারী না ছাড়িব, মরিলে ইহারে পাব, অতএব এই সে সাহায্য ॥ শিবচন্দ্র এই কয়, উপযুক্ত ইহা হয়,

ভার্য্যা শোকে ত্যজিতে জীবন। বিলম্বে নাহিক কায, শীঘ্র করি প্রাণ ত্যজ, কহে দ্বিজ রাজনারায়ণ ॥

সাধুসুতের স্তবনান্তর প্রাণ ত্যাগ।

ত্রৈপদী। এতবলি সাধুসুত, হয়ে চিত্ত অসংযত, আপনার জ্ঞান হত, স্তবন করয়ে নারায়ণী। জয় মাতা জগদ্ধাত্রি, মুক্তির হইয় মুক্তি, শক্তি যুক্তি নাহি ভক্তি, তার তারা ব্রহ্ম সনাতনী ॥ শিরাশি গিরেশ ঈশ, প্রধান পুরুষ শেষ, হর মোর পাপ লেশ, কর শেষ নিস্তার কারিণী। অপর্ণা অপরাজিতা, শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু মাতা, পাপ ত্রাতা বিশ্বমাতা, তাপোতাপ ত্রিতাপ নাশিনী ॥ গিছে কাল গেল কাল, এখন ধরেছে কাল, রক্ষা কর পরকাল, কালহরা কালের ঘরণী। ত্রিলোক ধারণী তারা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, পরাৎপরা নিরাকারা, জন্ম মৃত্যু যোগ বিনাশিনী ॥ ভব নদী ভয়ঙ্কর, দেখিয়া পাগয়ে ডর, দয়াময়ী দয়া কর, তারা নাম তরঙ্গে তরণী। তরাইতে পার যেই, তারা নাম ধর তেঁই, দৃঢ় রূপে ধরি তেঁই, ত্রাহি মোরে ত্রিলোক তারিণী ॥ হেথে গো জননী শুন, আজিপ্রায় নিবেদন, ত্যজিলাম আমি প্রাণ, পাই যেন সে বিধুবদনী। এই ভিক্ষা আমি চাই, মরে যেন তারে পাই, তোমা বিনে গতি নাই, শিবের দোহাই গো শিবানী ॥ শবশিবে শিব মাতা, শবরূপে শিবে রতা, শিব শিরে গঙ্গা যতা, অঙ্গুখাক্ষি শম্ভু শৈবলিনী। শিব শিবে অনুগত, শিবচন্দ্র আজ্ঞা রত, পয়ার সুপ্রকাশিত, দুঃখে সাধু মরিল তখনি। কহে অতি দুঃখ মন, দ্বিজ রাজনারায়ণ, নারী শোক বিবরণ, বুঝহ পণ্ডিতগণ জ্ঞানী ॥

সদাগর সবংশে প্রাণ ত্যাগ।

পয়ার। এইরূপে সাধুসুত ত্যজিল জীবন। সর্ব্বজন অনুক্ষণ করয়ে ক্রন্দন ॥ পুত্রের মরন দেখি বৃদ্ধ সদাগর। কান্দি

গড়াগড়ি যায় ভূমের উপর। সাধুর রমণী শুনি পু
ত্রশোক। বিষপান করি প্রাণ ত্যজে তৎক্ষণ॥ পুত্রহত্যা
হত্যা ভার্য্যা হত্যা হৈল। এই শোকে বৃদ্ধ সাধু ব
ত্যজিল॥ দৃষ্টান্তের শেষে কহে রাজার নন্দন। অ
বিবেচনা কর সর্ব্বজন॥ অবিচারে সদাগর সবংশে মা
হিতাহিত সর্ব্ব কর্ম্মে বিবেচনা ভাল॥ অবিচি[illegible] কর্ম্ম কে
করে বিচার। সদাগর মত দশা হইবে তাহার॥ শুনি
শুনে রাজা পুত্রের বচন। কোটাল উপরে করে ত
গর্জ্জন॥ অবিলম্বে বধ এরে বিলম্ব না সহে। এত শুনি
তনয় তবে কহে॥ শুন মহারাজ এক মোর নিবেদন।
[illegible] কর্ম্ম ভাল নহে কদাচন॥ অবিচারে নষ্ট হৈল
দশানন। অবিচারে সবংশে মরিল দুর্য্যোধন॥ অবি
মহাপাপ শুন মহারাজ। শোকান্ত নরক আর অ
এইকায়॥

রাজার মধ্যম পুত্রের উপদেশ।

পয়ার। পরেতে দৃষ্টান্ত এক করহ শ্রবণ। এক
ছিল এক ধনি মহাজন॥ ধন ধান্য পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য না
চন্দ্রা নামে ভার্য্যা তার অতি রূপবতী॥ বহু দিন সু
আনন্দে রহিল। ভাগ্য দোষে কিন্তু তার পুত্র না জা
এ কারণ সেই জন দুঃখিত অন্তর। যাগ জপ যজ্ঞ হোম
বিস্তর॥ এক দিন সেই গ্রামে ব্যাধ এক জন। জাল
গেল বন পক্ষী অন্বেষণ॥ বনে গিয়া এক স্থানে জাল প
দিল। তার মধ্যে বহু খাদ্য যতনে রাখিল॥ হেনকালে
শুক সঙ্গে সহস্র পাখী। হৃষ্টমন সর্ব্বজন খাদ্যদ্রব্য দে
দৈব ফলে সেই জালে সকলে পড়িল। সত্বরে আসিয়া
জাল কুড়াইল॥ এক স্থানে বান্ধি জালে সহস্রেক প
সুখেতে চলিল তবে হয়ে মনে সুখী॥ পরে শুক দেখি
গণের বন্ধন। ভাবিতে লাগিল কিসে হইবে মোচন॥

তাঁরি ব্যাধ প্রতি করিল জিজ্ঞাসা । কহ ভাই তোমার
পাখিতে কেন আশা ॥ সে বলিল পাখী সব ধরিয়া এখন ।
বিক্রয় করিয়া হয় পুত্রের পালন ॥ শুক বলে এ সকলে কত
মুদ্রা পাবে । শুনি কহে সর্ব্ব মূল্য সহস্র তঙ্কা হবে ॥ তার
কথা শুনি শুক উত্তর করিল । এত পাখী লয়ে গিয়া কি হইবে
বল ॥ মোর বাক্যে এ সকলে দেহত ছাড়িয়া । কেবল
আমারে তুমি চলহ লইয়া ॥ আমারে বিক্রয় করি সহস্র তঙ্কা
পাবে । তাহাতে তোমার শ্রম সফল হইবে ॥ ব্যাধ বলে
সত্য ইহা কেমনে হইবে । এক পাখী শত মুদ্রা দিয়া কেবা
লবে ॥ শুক বলে জ্ঞাত তুমি নহ মোর গুণ । সর্ব্ব শাস্ত্র জানি
আমি বিদ্যায় নিপুণ ॥ সত্য বিবরণ আমি পারি কহিবারে ।
অসাধ্য সাধন পারি সাধিতে সংসারে ॥ শুনিয়া শুকের বাক্য
দৃঢ়তা করিয়া । ততক্ষণে পাখিগণে দিলেক ছাড়িয়া ॥ শুকে
লয়ে হৃষ্ট হয়ে নগরেতে গেল । তদন্তরে লয়ে তারে বেচিতে
চলিল ॥ পূর্ব্বে সদাগর কথা করিলা শ্রবণ । তাহার বাটীতে
ব্যাধ প্রবেশে তখন ॥ দেখি শুক সদাগর পুলকিত হৈল ।
হৃষ্টমন তৎক্ষণ মূল্য জিজ্ঞাসিল ॥ ব্যাধ বলে মহাশয় আমি
নাহি জানি । পাখিরে পাখির মূল্য জিজ্ঞাস আপনি ॥ তার
পর সদাগর শুক প্রতি কয় । কহ শুক কত মূল্য হইবে
তোমায় ॥ শুক বলে মূল্য মম কি কহিব আর । ক্রমেতে
আপন গুণ হইবে প্রচার ॥ সাধু বলে কিম্বাদিনে আছে
কোন গুণ । শুক বলে সর্ব্ব শাস্ত্রে হই যে নিপুণ ॥ অসাধ্য
আছয়ে যাহা পৃথিবী ভিতরে । তাহা সাধিবারে পারি ক্ষণ
চিন্তা করে ॥ ভূত ভবিষ্যৎ আর কর্ম্ম বর্ত্তমান । তাহা কহি-
বারে পারি শুনহ শ্রীমান ॥ যত মত বিদ্যা যত আছয়ে
আমার । ক্রমেতে সকল তাহা হইবে প্রচার ॥ কহিলে
মূল্যের কথা শুন অতঃপর । সহস্র তঙ্কা দিতে ব্যাধে করেছি
স্বীকার ॥ মোর বাক্যে সহস্র পাখিরে ছাড়ি দিল । হেতু

হয়ে যোরে লয়ে ফিরল আইল ॥ অতএব নিবেদন শুন ধর। বিক্রীতারে সহস্র তঙ্কা দিতে আজ্ঞা হয় ॥ শুন শুনি সাধু বিস্ময় হইল। মুল্য দিয়া হৃষ্ট হয়ে শুকেরে ল লবে সাধু শুক লয়ে আনন্দিত মনে। অন্তঃপুরে সমর্পিল ভার্য্যা স্থানে ॥ পায়ে শুক হৃষ্টযুক্তা সাধুর রমণী। পিঞ্জরে তারে রাখে সুবদনী ॥ দুই জনে বহু যত্ন করে অয়। তাহাতে শুকের হৈল হরিষ অন্তর ॥ বহু মত গল্প শুনায় দুজনে। যাহে তারা পরিতোষ থাকে নিজ ম নে॥ সুখে শুক সেথা আনন্দে রহিল। দৈবাধীনে স পীড়িত হইল ॥ কত শত বৈদ্য যত হৈল নিয়োজিত। দিহ এক... রহিল পীড়িত ॥ মনে দুঃখী হয়ে শুক পীড়ায়। কতন্তরে স্তুতি করে তার প্রতি কয় ॥ যদি এক দিন ছাড়িতে দেহ মন। কিঞ্চিৎ ঔষধি আনি করি ধন ॥ সে ঔষধি বিনা যাবে পীড়া শান্তি হবে। এ শুনিয়া সাধু মনেতে ভাবে ॥ মিথ্যা ছলে যাবে চলে পুন আসিবে। অকারণ এত ধন সব মিথ্যা হবে ॥ রমণীরে অন্তরে ডাকি সদাগর। দুই জনে পরামর্শ করিয়া বিস্ত ঔষধ অন্বেষণে তবে দিলেন বিদায়। কহিলেন যেন সর্ব্বজব রয় ॥ বলে শুক কোন দুঃখ না ভাবিহ মনে। দিন বিলম্বে আসিব এই স্থানে ॥ সত্য বাক্যে নাহি মিথ্যা যেবা কয়। নিশ্চয় নরক তার নাহিক সংশয় ॥ সাধু বলে বাপু তুমি যাবে বনে। বল দেখি কি আনিবে অ কারণে ॥ শুক বলে মাতা আমি এথা কি কহিব। আ দেখিতে পাবে যখন আসিব ॥ তবে শুক তথা হৈতে বি হইল। অন্তরীক্ষে নিমিষে অরণ্য প্রবেশিল ॥ উপনীত হয়ে নিজ পরিবার। সর্ব্বজন হৃষ্টমন আনন্দ অপার ॥ ত ...কিছু কাল তথায় রহিল। পরে তথা হৈতে শুক বি হইল ॥ পরেতে ঔষধি হৈল করি অন্বেষণ। তাহে মনে

নাইব নাভার কারণ ॥ বনে বনে বহুক্ষণ করিয়া ভ্রমণ। ফল
এক পাইল তার শুন বিবরণ ॥ সুবর্ণ বর্ণ যেরূপ এক ডাকার
বোঁটা। করঞ্জা আকার তার দুগ্ধ নজ কাটা ॥ কি কব ফলের
গুণ কি শুনাব হায়। চিরজীবী সুখী হয় যেই জন খায় ॥
রূপবন্ত গুণবন্ত বীর্য্যবন্ত অতি। মৃত্যু হীন চিরদিন সুখে করে
স্থিতি ॥ পুত্র বৃদ্ধি ধন বৃদ্ধি সর্ব্ব কর্ম্মে দক্ষ ॥ গৃহে বাস করে
লক্ষ্মী হয়ে তার বশ ॥ সেই ফল লয়ে শুক বিচক্ষণ।
সদাগর আগার প্রবেশে ততক্ষণ ॥ দেখি সাধ্বী হৈল সুখী
সাধুর অন্তর। পরে শুক ঔষধি দিলেন তার পর ॥ ঔষধি
সেবনে সাধু আরোগ্য হইল। তবে সেই ফল শুক সারীরে
অর্পিল ॥ দেখি ফল বাড়ে বল ফল জিজ্ঞাসিল। ফলের যে ফল
ফলে বিস্তার কহিল ॥ শুনি সতী সুবদনী ভাবে নিজ মনে।
হেন চমৎকার ফল দেই কোন জনে ॥ এত ভাবি ফল লয়ে
সাধু কাছে গেল। বিস্তারিত গুণ যত তাঁহারে কহিল ॥ আয়ু
বৃদ্ধি ধন বৃদ্ধি যশ বৃদ্ধি অতি। কমলা অচলা তার গৃহে করে
স্থিতি ॥ সাধু কহে শুন প্রিয়ে আমার বচন। এইক্ষণে এই
ফল করহ রোপণ ॥ অদ্যাবধি বৃক্ষেতে ফলিলে বহু ফল। সর্ব্ব
জনে ভক্ষণে হইবে সুমঙ্গল ॥ শুনি ধনী সেই ফল করিল
রোপণ। নিত্য নিত্য করে তাহে উদক সিঞ্চন ॥ কিছু দিনে
সেই ফলে অঙ্কুর হইল। দিনে দিনে অতিশয় বাড়িতে
লাগিল ॥ সময়ে কুসুম যুক্ত পরে ধরে ফল। তাহে নানা
এক দিনে হইল সকল ॥ তার মধ্যে এক ফল সুপক্ক হইল।
বায়ুবেগে দৈবে তাহা ভূতলে পড়িল ॥ কিন্তু তার দোষ এক
কর প্রণিধান। মৃত্তিকা স্পর্শনে হয় বিষের সমান। ভূমি
স্পর্শ ফল যেবা করয়ে ভক্ষণ। নিশ্চিত তাহার মৃত্যু না হয়
খণ্ডন ॥ কিন্তু এ বৃত্তান্ত তার শুক না জানিত। জানিলে
পূর্ব্বেতে তবে বিশেষ কহিত ॥ অনন্তর সাধুপত্নী সেই ফল
দেখে। আনন্দে লইয়া তাহা সংগোপনে রাখে ॥

অমৃত ফল ভক্ষণে উপপতির মৃত্যু।

পয়ার। নিগূঢ় বৃত্তান্ত এক শুনহ সম্প্রতি। সাধু জীব এক ছিল গুপ্ত পতি॥ তারে দর্পণের ফল ভ মনেতে। সেই ফল রাখে ধনী অতি যতনেতে। পানে ক্ষণে ক্ষণে চাহে সুবদনী। ভাবে মনে হইবে রজনী॥ উপপতি মিলনেতে বিলম্ব না সয়। মনে এখন যে অস্ত নাহি হয়॥ এমত চিন্তায় দিবা চলে গেল। তমো শূন্য চন্দ্রে পূর্ণ সমাগম হৈল॥ ন আনিতে দূতী পরে প্রসারণ। গিয়া দূতী উপপতি তৎক্ষণ॥ সাধুর যুবতী পরে বসন ভূষণ। নির্জ্জনে সুখে হইল মিলন॥ নানা রাগ রঙ্গ গান ক জন। সহচরী প্রতি আজ্ঞা করিল তখন॥ জলপানি আন করি আয়োজন। ত্বরা করি সহচরী আনে কঙ্কমত খাদ্য যত অতি মনোহর। থরে২ সাজাইল চে সুন্দর॥ ভাষার ফক্কিকা হয় প্রকাশিলে নাম। দেয় মিষ্টান্ন সামগ্রী অনুপম॥ উপপতি প্রতি ধনী তখন। জলপান করি প্রাণ তৃপ্ত কর মন॥ চব্য চুষ পেয় বিবিধ বিধান। কষ্টমতি উপপতি করি জলপ পরে ধনী সেই ফল আনি ততক্ষণ। উপপতি হস্তে করে সমর্পণ॥ সে কহিল হেন ফল কোথা পেলে শুনিয়া হাসিয়া বলে সাধুর রমণী॥ তোমার সমান নাহি প্রিয়তম। উত্তম জনেরে দ্রব্য মিলয়ে উত্তম॥ বলি বলিল ফলের গুণাগুণ। বিলম্বে কি ফল বল ক্ষণ॥ খেই মাত্র সেই ফল খাইল সে জন। হৈল তার অঙ্গ জ্বালাতন॥ ছট ফট করে অঙ্গ প্রাণ। ক্ষণে ক্ষণে গাত্র গর্দ্ধ অতি কম্পমান। পাইলায় জানিল তখন। সাধু পত্নী প্রতি কহে করিয়া মন॥ ধিক ধিক প্রেম তোর ধিক তোর মন। ধিক

কাবিশ্বাসি ওহার জীবন ॥ অধিক কি কব কিছু জান সে এখন। ফল খেয়ে হৈল মোর মৃত্যু সংঘটন ॥ সে খাদ্য রে করে কর করে সমর্পণ। তাহে নষ্ট করা বুদ্ধি নহে কদাচন ॥ কান্দিতে কান্দিতে তার হইল মরণ। উপপতি গেল নিজ পাইয়া ফলন ॥ উপপতির এ দুর্গতি দেখিয়া যুবতী। হায় কি হইল বলি উঠে শীঘ্রগতি ॥ উত্তম উদক আনি মুখেতে দিলেক। বাঁচাইতে বহু চেষ্টা অনেক করিল ॥ কিন্তু গেছে প্রাণ হইল মরণ। ভূমেতে পড়িয়া ধনী কান্দে রোদনে ॥ শিবচন্দ্র ঘোষালের আজ্ঞা অনুসারে। দ্বিজ রাজনারায়ণ রচিল পয়ারে ॥

উপপতি শোকে সাধু স্ত্রীর বিলাপ।

লঘু-ত্রিপদী। মৈল উপপতি, আকুলা যুবতী, কান্দি নারী প্রতি কয়। কি হবে কি হবে, আর কে যুড়াবে, বাঁচাবে মদন দায় ॥ রুষ্ট হয়ে বিধি, দিয়া গুণনিধি, পুনঃ যদি নিল হরি। আমি কুলবালা, প্রেমেতে আকুলা, বাঁচিব কেমন করি ॥ করিবারে হিত, হিতে বিপরীত, হইল কপাল দোষে। ঘটালে গোসাঞি, আগে জানি নাই, দাঁড়াইব কার পাশে ॥ হইবে মঙ্গল, খাওয়াইলাম ফল, যম ঘরে দিতে কাঁটা। সে কাঁটা উলটি, মোর পায়ে ফুটি, মরিল পরের বেটা ॥ হায় হায় হায়, প্রাণ যায় যায়, এ দায় ভাগ্যের ফলে। কপালে আগুন, বিধাতা বিগুণ, বিষ অমৃতের ফলে ॥ হরি হরি হরি, মরি মরি মরি, উহু উহু উহু আহা আহা। কপালের ফেরে, পড়িলাম ফেরে, মোর দোষে হৈল ইহা ॥ ক্ষণ বা যুবতী, দেখি উপপতি, পূর্ব্ব ভাব পড়ে মনে। কহে নানা খেদে, নানাছান্দে কাঁদে, রব এড়াব কেমনে ॥ কায়া ছায়া মত, রহিতে সতত, কখন না ভাব ভিন। মিছা প্রেমে ফেলে, আগে গেলে চলে, প্রেমজালে গাঁথি মীন ॥ নায়েক কৌতুকে, ডাক প্রেমে বলে, ঘুচাও মনের শূল। তোমার বিহনে, নারি

বাঁটি আগে, হইয়াছি দুকে ভুল ॥ এ ছার জীবন, কা
বন, তোমা বিনা নাহি আশ। আছে যেবা শক্তি, সে
শক্তি, না করে তোর নির্মাণ ॥ আমার যন্ত্রণা, কখন জা
নে কোন মনে, বঞ্চিত। ভাবিয়া তাহারে, ভাবিনা তো
মুখে ছিলাম কিঞ্চিত ॥ হবে প্রেম লাভ, ছিল অনুভব,
তোমা মনোমত। না হইতে শেষ, করি বিধি দোষ, উঠে
দুর্যোগ এত ॥ নিয়ে কুলবালা, কারে এই জ্বালা, ব
কহিতে নারি। যেমন দর্পণ, তোমার স্বপন, শুধরে
মরি ॥ মনের যাতনা, অপরে জানেনা, কহিলে গঞ্জনা
সে গঞ্জনা সহে, তব মুখ চেয়ে, ভুলে ছিলাম অন্তরে ॥ ন
পরাণ, পাষাণ সমান, তব মৃত্যু দেখে সই। হলনা মরণ,
জীবন, মরণ হতে জ্বালা এই ॥ দুঃখাধার স্থান, রমণীর
দুঃখী প্রাণে সহে দুঃখ। যেই ডাল ধরে, ভাঙ্গে দুঃখ
বিধাতা যারে বিমুখ ॥ কহে সহচরী, শুন গো সুন্দরি,
দিলে উপায় নাই। কাঁদি কি হইবে, কাঁদিলে কি
কেন কাঁদ তা সুধাই ॥ পোহাইলে নিশি, দিবাকর
কলঙ্কে ডুবাবে কুল। হইবে গঞ্জনা, লোকের লাঞ্ছনা, বা
জ্বালার মূল। উপযুক্ত নয়, বিপদ সময়, বাড়াইতে চক্ষে
দৈবের শক্তি, পাঁকে পড়ে হাতি, সে ধরে দ্বিগুণ বল
আর বচন, অসহ এখন, দুঃখবাণ বুক বলে। মৃত্যু উঁ
লইয়া সম্প্রতি, যাই চল নদী কূলে। শুনিয়া যুবতি,
দুর্মতি, উঠি বলিল তখন। বস্ত্র আচ্ছাদিয়ে, উপপতি
শীঘ্র করিল গমন ॥ অতি ত্বরা করে, গিয়া নদী তীরে
দেহ ভাসাইল। নয়নের বারি, নয়নে নিবারি, পুনঃ ফি
এলো ॥ মনোদুঃখে ধনী, পোহায় যামিনী, দুঃখে নিশি
যান। মনোদুঃখ মনে, কেহ নাহি জানে, জানে কি
প্রাণ ॥ যে ব্যথা অন্তরে, প্রকাশিলে পরে, পরে করে
মান। মনের বিরহে, দুঃখে দুঃখ সহে, দুঃখ কর সমাধা

ফল ভক্ষণে উপপত্নীর মৃত্যু।

ত্রিপদী। বিদ্যাধরী পোহাইল, অরুণ উদয় হইল, উদঙ্গে শুক বিহঙ্গ। প্রাতে উঠি সদাগর, লয়ে হরিষ অন্তর, অন্তঃপুরে করিল গমন॥ দেখয়ে বৃক্ষের শোভা, অতি বড় মনোলোভা, শোভিত হয়েছে ফল ফুলে। সেথা সাধু কুতূহলে, এক ফল সেইকালে, দৈবযোগে পড়িল ভূতলে॥ দেখি সাধু হৃষ্ট হয়ে, সেই ফল কুড়াইয়ে, নিজ হাতে লইয়া যতনে। ভাবে সাধু মনে মন, অগ্রে মোর প্রয়োজন, দেখ ফল দিকে প্রেমজনে॥ এত বিবেচনা করি, শিঘ্র অতি ত্বরা করি, উপপত্নী স্থানেতে উপনীত। হাসি হাসি করে ধরি, ফল সমর্পণ করি, হয়ে পরে গুণ বিস্তারিত॥ দেখি আমি খাও ফল, দিবসে কি আছে ফল, ফলে বা কেমন শুভ ফলে। উপপত্নি কথা শুনি, ফল লয়ে সে রমণী, ভক্ষণ করিল কুতূহলে॥ যেমন খাইল ফল, তেমনি ফলিল ফল, দুপ্রবল বিষেতে জারিল। বাক্য শূন্য জ্ঞান হত, হইল ভূমে পতিত, সাধু বলে কি হলো কি হলো॥ ভূতলে পড়িলা কেন, কহ দেখি বিবরণ, এত বলি অঙ্গে দিল হাত। মুখেতে নাহিক শ্বাস, দেখিয়া হইয়ে ত্রাস, করে সাধু শিরে করাঘাত॥

সদাগরের বিলাপ বর্ণন।

ত্রিপদী। হায় হায় কি ঘটিল, কি করিতে কি হইল, ফলে ফলালেম বড় ফল। কান্দে সাধু নানাছান্দে, কেশ বাস নাহি বান্ধে, অনিবার চক্ষে বহে জল॥ করিতে তোমার হিত, করিলাম বিপরীত, নাহি জানি বিধির নিবন্ধ। করিতে চাহিলাম ভাল, অমৃতে গরল হৈল, ভাল থাকু আসলেতে মন্দ॥ তুমি মান অপমান, তুমি মোর ধন প্রাণ, তোমা বিনা জীবনে কি আশ। তোমার বিচ্ছেদ বাণে, আর না বাঁচিব প্রাণে, অবশেষে হৈল বনবাস॥ না হেরে তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক, এ দুঃখ কহিব কার কাছে। পলকে প্রলয় দেখি,

না পেরিলে প্রাণে মরি, তোমা বিনা এ সংসার মিছে ॥ বুড়া
বের নাহি স্থান, কোথায় বুড়ার প্রাণ, আর কেবা বুড়াকে
ভালবাসে। ভার্য্যা সে প্রখরা বড়, গালি দিতে সদা দড়, বুড়
বলে মুড়োঝাঁটা ধরে ॥ মত্ত মদনের জ্বরে, মোরে না সম্ভাষ
করে, তাতে যদি এই কথা শুনে। একে কালফণী প্রায়, বুক
গন্ধ পেলে তায়, দিবে জ্বালা সে বিষ বচনে ॥ পাই যদি পার্
বিষ, পৃথিবী বিদায় দিব, যাই তবে তাহার মধ্যেতে। পূর্ব
দেখে প্রেমানলে, আলিঙ্গনে তুষেছিলে, এখন না সহে কে
সাথে ॥ শেষ দশা দন্তহীন, তথাচ না ভাব ভিন্ন, তুষিয়া
অনেক কৌতুকে। বুড়া হয়ে বুড়া নই, তব রসে ছিল কই
সদত বুড়াকে রাখ সুখে ॥ নারী বিনা এ সংসার, জ্ঞান হ
অন্ধকার, নারী সার অসার সংসারে। আপন যৌবন ধ
অনায়াসে সমর্পণ, করে অন্য পুরুষের করে ॥ রমণী সরল
অতি, নাহি কোন খলমতি, দয়া মায়া আছে অন্য জনে। সদা
সরল প্রাণ, পরে করে সুধাদান, করে তুষ্ট মধুর বচনে
নাহি পরাপর বোধ, করে কোনা অনুরোধ, তাহারে বুড়
কানামলে। প্রথমেতে বোধ বিন্দু, পরেতে সুধার সিন্ধু, উভ
য়ের মিলনে উথলে ॥ পুরুষ রক্ষার হেতু, গড়ে বিধি না
সেতু, সুধাসিন্ধু পাঠালে ভুবনে। করে সুধা বিতরণ, তোষ
পুরুষের মন, নিজ ধন দেয় অন্য জনে ॥ কিন্তু এক চমৎকা
অন্য কে বুঝিবে আর, আমি তার না পাই সন্ধান। জ
নিধি মন্থনেতে, দেবগণ সকলেতে, ক্ষুধা হীন সুধা করি পা
যুবতী সমুদ্র রসে, মন্থনে সুধার আশে, শেষ রসে কত সু
খায়। হায় হায় একি দায়, সুধা খেলে ক্ষুধা যায়, এ অমৃ
ক্ষুধায় জ্বালায় ॥ সে সুধা বঞ্চিত হয়ে, বাঁচি আর
খাইয়ে, হরি হরি গোসাঞি গোসাঞি। আঁটকুড়া ম
মুড়া, বুড়া রাজা আঁটকুড়া, অভাগা জনের মৃত্যু নাই
দেখে মধুর হাসি, কত রব দিবা নিশি, প্রেয়সী বিহীনা হ

রক্ষা। গুরে যম বধ হও, তুমি মোরে সীয় হও, কাহারে না-রক মোরে দেখা॥ মনে রবে উত্তাপেতে, দেখে [illegible] প্রাণ হতে, সে দুঃখে কেমনে বাঁচে প্রাণ। সদত [illegible] আমার দুঃখ, এ দুঃখেতে বিদরে পাষাণ॥ [illegible] পরে, সদাই সন্দেহ করে, যার ঘরে আছে যুবা নারী॥ [illegible] যুবক নই, শ্বশুর ভাসুর হই, বুড়া [illegible] কেউ॥ আমার কপাল পোড়া, অতি বড় দুষ্টি [illegible] দোষে হইলাম বেবে॥ ঘাটে ঘাটে মোরে দেখে, নারীগণ যায় বেঁকে, সদত ঘোমটা দেয় টেনে॥

বিনা দোষে শুক বধ।

ত্রিপদী। শুক অনর্থের মুল, বাড়ালে মনের [illegible] [illegible] ফল আনি দিল। সত্য মিথ্যা না জানিয়া, সেই ফল হাতে পাইয়া, আপনার প্রেয়সী মারিল॥ অতি বড় দুষ্ট শুক, দিল এ মনের দুঃখ, ঘুচালে আমার সুখ সাধ। ছিল মোর প্রিয়জন, পাখিতে কি প্রয়োজন, তারে বিধি সাধিব এ বাদ। এত বলি ততক্ষণ, হয়ে সাধু ক্রোধ মন, নিজ পুরে প্রবেশি তখন। তর্জ্জন গর্জ্জন করে, শীঘ্রগতি ধরে তারে, আছাড়িয়া নাশিল জীবন॥ দ্বিজ দাক্ষীহাটি বাসি, মনে দুঃখে [illegible] আজ্ঞা দিল করিতে রচন॥ শিবচন্দ্র আজ্ঞা মত, এই গ্রন্থ বিরচিত, রচে দ্বিজ রাজনারায়ণ॥

পয়ার। উপপতি বিনা সাধু সদা দুঃখমতি। উপপতি বিনা দুঃখী সাধুর যুবতী॥ উভয়ের ভাব কেহ বুঝিতে না পারে। ভুলিতে আপন ভার ভারি হৈল শিরে॥ উভয়ের তুল্য পীড়া কেহ নয় কম। সদত চিন্তিত দুঃখে নহে উপশম॥ সাধু কান্দে মনোদুঃখে চক্ষে বহে বারি। প্রিয়শোকে কান্দে দুঃখে সদাগর নারী॥ এই মত শোকনীরে উভয়ে মগন। এক দিন অনন্তর শুন বিবরণ॥ সাধুর বাটীর দাসী মোহিনী নামেতে। প্রতি দিন দাস্যকার্য্য করে আনন্দেতে॥ রায়নাথে

তার পতি অতি বুদ্ধি হীন। লজ্জা ভয় নাহি তার অন্তর কঠিন॥ এক দিন মোহিনী সাধুর বাটী হৈতে। কর্ম্ম সারি নিশাকালে আইল রজনীতে॥ তদন্তরে নিজ ঘরে পতি বসে ছিল। হেনকালে পত্নী তার গৃহেতে আইল। দেখিল ভোজন দ্রব্য নাহি আয়োজন॥ ক্রোধভরে মোহিনীরে করয়ে ভর্ৎসন॥ হেদেলো মোহিনী তুই কোথা গিয়াছিলি। কার সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে কোথা মজেছিলি॥ ক্ষুধায় জ্বলিছে পেট দুঃখে প্রাণ যায়। বাঁধিলে বাঁটার বাড়ি তবে শোধ পায়॥ মোহিনী ক্রোধে বলে কি বলি অদৃষ্টেরে। নাহি দেখ মোর দুঃখ চক্ষের মাথা খেয়ে॥ ধিক জীবনে কালামুখ ওরে পোড়ামুখ। কোথায় দেখিলি মোরে ওরে আঁটকুড়॥ নাহিক বাঁচিতে ইচ্ছা এত সাধ মনে। কত ঠাঁই খাবি বাঁটা সকলে না জানে॥ রায় বলে মোহিনী ধরেছে তোর দশা। আমারে ভয় কর নাহিক ভরসা॥ আমি যদি মারি তোরে কোন রাগে। আর কি ভয়ের দিন আছে মোর তোকে॥ শুনি মোহিনী ক্রোধেতে উঠে জ্বলে। বহুবিধ প্রকারে স্বামীরে কটু বলে॥ কি বলিব নাহি সব বলিয়া তাহার। তুই হলে নাক কান কাটিতাম তার॥ সেই মাত্র এই কথা মোহিনী কহিল। ক্রোধ হয়ে বাঁটা লয়ে গর্জিয়া উঠিল ক্রোধভরে চুলে ধরে পাড়িল ভূতলে। ক্রোধেতে চপটাঘাত মারে তার গালে॥ রক্তপাত হৈল অঙ্গে মারে বাঁটার বাড়ি। আঘাতে ভাঙ্গিলেক রদনের পাঁতি॥ এইরূপে মোহিনীরে মারিল বিস্তর। ক্রোধমনে রায় চলে গেল স্থানান্তর॥ দুঃখিনী মোহিনী অতি পতির আঘাতে। বহু দুঃখে নিজ শোকে লাগিল কান্দিতে॥ নয়নের বারি দুখে নয়নে নিবারি। বিষ জল খাইব অন্তরে স্থির করি॥ অতি ক্লেশে সে রজনী করি জাগরণ। প্রভাতে সাধুর বাটী করিয়া গমন॥ বৃক্ষ হতে ফল এক লইয়ে তখন। ভক্ষণ করিল শব্দ জানিয়া মরণ॥ যেই

[illegible] সেই জল মোহিনী খাইল। অপরূপ [illegible] প্রকাশ হইল ॥

রূপ অঙ্কণে নারীর লাবণ্য প্রকাশ।

পায়ার। দেখিয়া স্থুন্দর মন বলিতে [illegible]। [illegible] পায় [illegible] গজ মন্দ গমনা ॥ পদে পাদ [illegible] যে পদের [illegible]। রক্তোৎপল জিনি উরু মুচাক গঠনা। [illegible] বাণিজারে [illegible]। কটিদেশে [illegible] শাতনা। কেশরী কাঙ্গালি জিনি মধ্য [illegible] কতি রত্নিপঙক্তি করে তারে বারণা ॥ নিজ [illegible] হাসি [illegible] গর্বিয়া আপনা। কুচ [illegible] গিরি [illegible] করে [illegible] শুভাকার শোভনা। মুগাঙ্ক জিনি [illegible] সাতে চন্দ্র বদনা। মধু গন্ধে মন [illegible] কণ্ঠ শোভা মনোলোভা যে অম্বুজ নয়না। [illegible] জিনি অতুলনী রসনা। [illegible] নাসিকা [illegible] রনা ॥ ফণী জিনি বেণী পৃষ্ঠে দুলিছে [illegible]। [illegible] ভাবে নারী হইল একি ঘটনা ॥ রূপ দেখি হইল স্থুখী [illegible] স্থুখ যাতনা। [illegible] সদাগরে ভরে মনে ভাবনা ॥ [illegible] চলি দেল চলি হলে ক্রত গমনা। সদাগরে দুটি [illegible] বদনা ॥ কহে সাধু কার বধূ এথা কেন [illegible] নারী অপ্সরী বা হইবে কোন জনা ॥ এ লাবণ্য [illegible] মধ্যে নাহি তুলনা। মিষ্টভাষী কহে দাসী আমারে [illegible] চলনা ॥ একি জাতি এত ঠাট মোর সঙ্গে করো না। সাধু [illegible] কি বলিলে ও কথা আর বল না ॥ [illegible] হাসি [illegible] কেন কর ছলনা। কিবা নাম কোথা ধাম সত্য কথা বল [illegible] ॥ নাহি জানি নাহি চিনি তুমি কার ললনা। পুনঃ [illegible] কহে হাসি শুন সে সব ঘটনা। দীর্ঘ ছন্দে মনানন্দে [illegible] রচনা ॥

দাসীর পাপেতে সদাগরের মৃত্যু।

পয়ার। শুন গুণধাম মোর নাম যে যোগিনী। নিজ্ঞ আমি তব দাসী এ যৌবনশালিনী॥ গত রাত্রে পতি সহ বিবাদ ঘটন। এহারিয়া আমারে সে করে বিসর্জ্জন॥ যাবি থাকে দুঃখী হয়ে ভাবিয়া অন্তরে। সে বিচ্ছেদে মনো খেদে আসি তব পুরে॥ বৃক্ষ হৈতে বিষফল লইয়া হস্তায়। মহাদুঃখে খাইলাম মৃত্যুর ইচ্ছায়॥ সেই মাত্র সেই ফল করিনু ভক্ষণ। অকারণ্য কলাবণ্য অমনি ঘটিল॥ দেখিয়া আপন রূপ ভাবি মনে মনে। কহিবারে সদাগরে আইলাম এখানে॥ শুনিয়া আশ্চর্য্য সাধু দাসীর ভারতি। দেখিয়া ফলের গুণ হইল দুঃখ মতি॥ হায় আমি হেন কর্ম্ম কেন বা করিনু। অকারণে বিনা দোষে শুকেরে বধিনু॥ দুঃখের সাগরে সাধু হইল মগন। শুক শোকে মনোদুঃখে ত্যজিল জীবন॥

অবিচারে রাজার সবংশে মরণ।

পয়ার। দৃষ্টান্তের শেষে কহে রাজার তনয়। বিচার বিহিত কর্ম্ম কর মহাশয়॥ অবিচারে ধর্ম্ম নষ্ট পরে অনুতাপ। কুযশ ঘোষণা আর অধর্ম্মের পাপ॥ এত যদি বলিল সে রাজার নন্দন। তথাপিহ না শুনিল দুরন্ত রাজন॥ স্বহস্তেতে অসি এক করিয়া গ্রহণ। সভা মধ্যে ছোট পুত্রে বধে ততক্ষণ॥ বধিতে উদ্যত তারে দেখিয়া তনয়। সাশ্রুনেত্রে কাতরেতে শাপ দিয়া কয়॥ যেমত বধিলে তুমি মোরে অবিচারে। শিলা দেহ হবে তব কর্ম্ম অনুসারে॥ যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইবে। প্রাণ রবে পাপে ত্রাণ নিশ্চয় না হবে॥ এত বলি রাজপুত্র ত্যজিল জীবন। পাষাণ হইয়া রাজা পড়ে ততক্ষণ॥ দেখিয়া পিতার রীত আর দুই জন। রাজ্য ত্যজি অরণ্যে প্রবেশে ততক্ষণ॥ পাত্র মিত্র সভাসদ প্রজা সর্ব্বজন। অবিচারে রাজ্য ছাড়ি কৈল পলায়ন॥ পতি

ধনি ভণ্ড

করিব। প্রাণপণে দুঃখের আজ্ঞা আমি পালিব উচিত দোষী নয়। নিয়ম নিয়ম মন পুরে কোটি কুল শ্রেষ্ঠ যে জন তোমার ; তার তারা লইতে হবে তার ॥ নির্জনেতে গোপনেতে করিয়া যতন ; সেই ঘরে আমি পরে করিব ভোজন ॥ কাহারে কখন তথা জন না রহিবে। তবেত নিশ্চিত মোর ভোজন হইবে ॥ বণিকের দুহিতে এই কথা শুনে। কুলশীলা যুবতী যা রাখিব কেমনে ॥ দুই জনে নির্জনে রহিবে এক ঘরে। লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ভয় পাছে বা কি করে ॥ হিতাহিত বিপরীত হয় দুই মতে। স্বীকারে অস্বীকার দুইদিক পাপেতে ॥ না করিলে যাবে চলে কুপিয়া সন্ন্যাসী। উপযুক্ত এ অতুল জনে আগে দুষি ॥ সে বাণিজ্যে যা হইবে বধূর ভাগ্যেতে। আমি কেন অধিক কেন দুষ্কর পাপেতে ॥ এত ভাবি কর্ম্মে তারি পেরোষিয়া মন। সন্ন্যাসীরে সমাদরে বসায় তখন ॥ আয়োজন তৎক্ষণ করি-দিল ঘরে। হয়ে তুষ্ট সন্ন্যাসী বসিল তদন্তরে ॥ সাধু পরে অন্তঃপুরে করিয়া প্রবেশ। বধূরে বিনয় করি কহিল বিশেষ ॥ শুনি ধনী লোকানী দুঃখিতা অন্তরে। বিনা বাক্যে তথা সন্ন্যাসে প্রবেশিল ঘরে ॥ দুঃখ মনে তৎক্ষণে আয়োজে রন্ধন। অপরূপ দেখি রূপ সন্ন্যাসী মগন ॥

অথ সন্ন্যাসীর যুবতীর সহিত কথোপকথন ও রতিদান ভিক্ষা বিবরণ।

পয়ার। স্তুতি নতি মিনতি যুবতী প্রতি কয়। শুন সুবদনী ধনী আমার বিনয় ॥ তব রূপ রসকূপ চাঁদমুখ হেরে। দুখ সাথে প্রেমফাঁদে পড়িয়াছি ফেরে ॥ সাধুপ্রিয়া কর দয়া দেখ্য সন্ন্যাসীরে। তোমা বিনা এআগুনে কে যুড়াতে পারে ॥ দৈবে জনে রতিদানে তোষলো সুন্দরী। আলিঙ্গন দেহ প্রাণ মদে আমি মরি ॥ দৃষ্টিবাণ হেন প্রাণ করেছ অস্থির। এ আগুন নিবারণ কর দিয়া নীর ॥ না হও বিমুখ দুঃখ দূর কর মোর।

[illegible] এসে কোলে বসে ঘুচাও এ ঘোর ॥ অংশুহস্তা কন্যাগণ [illegible] পাবে দান। অহিকে সন্তোষ দেব স্বর্গ বর্গ পায় ॥ [illegible] মত যে যৌবন দান নয়। নাহি ভয় অপচয় নাহি কোন ক্ষয় ॥ তুষ্ট করি মন প্রাণ উভয়ে সন্তোষ। দেহ দান নাহি [illegible] জানে এ রস ॥

অথ যুবতী সন্ন্যাসীর প্রতি উত্তর।

পয়ার। শুনি সুবদনী ধনী সন্ন্যাসীর কথা। অধরে দশন [illegible] হেঁট করে মাথা ॥ স্তুতি নতি প্রণতি সন্ন্যাসী [illegible] কয়। একি প্রভু দেব কভু [illegible] যোগ্য নয় ॥ জাতি নষ্ট সতীত্ব [illegible] না করি। পতি বিনা অন্য জনে নয়নে না হেরি ॥ [illegible] স্ত্রী সম্ভোগ যে জন আচরে। হইয়া সন্ন্যাসী [illegible] পরদারে ॥ শুক্রদত্ত পরমায়ু হয় তত্ত্ব হীন। আত্মনাশ [illegible] মত্ত সে তত্ত্ব বিহীন ॥ করে ত্রৈধ্য নিষ্কার্য বর্জ্য কার্য [illegible]। দৈর্য্য হও মগ্ন কভু এ কার্য্য গর্হিত ॥ মিছা সুখে [illegible] পরদার। অন্তে ঘোর নরকেতে না দেখি [illegible] ॥ ইহলে অন্ত নিতান্ত দুরন্ত দণ্ডে যাবে। [illegible] নরক ভুঞ্জবে ॥ রাখ কাল পরকাল কালে [illegible]। হবে কাল লক্ষে কাল কি হবে ত. বল ॥ [illegible] ছিজ দ্বিজগণ দাস। তার আজ্ঞা মতে প্রভু হইল [illegible]

অথ সন্ন্যাসীর প্রত্যুত্তর যাক্ষর চাতুর্য্য দ্বারা

যুবতীর ধর্ম্ম রক্ষা।

পয়ার। শুনি হর্ষিত সন্ন্যাসী কহিল পুনর্ব্বার। শুনিলাম [illegible] বাক্য সারোদ্ধার ॥ কিন্তু মন অচেতন শুনহ সুন্দরী। [illegible] কালে কাল নারী ॥ কামানলে মোরে তুমি [illegible] অপরাধে। দেহে কেন নিদারুণ হও এ অধীনে ॥ [illegible] প্রাণ কর অঙ্গীকার। না সহে বিলম্ব কর [illegible] ॥ যুবতী চিন্তিতা অতি ভাবয়ে অন্তরে। বলে

[illegible] পারে বা সুন্দর ধরে মোরে ॥ তবে [illegible] [illegible] মিলন। হবে বলে বাক্য মনে কহ্যাছি [illegible] ॥ [illegible] [illegible] চলে ভাবি মনে মন। অঙ্গুলে [illegible] বসী চঞ্চল মন ॥ বিধুমুখী মুখ চাকি মুচকি হাসিয়ে। সন্ন্যাসীরে সম্ভাষে কহিছে বিনয়ে ॥ শুনহ নাগর প্রেম [illegible] সন্ন্যাসী। [illegible] কৌশলে মোরে [illegible] আসি ॥ জানিলাম [illegible] [illegible] গুণমণি। এত কেন পুনঃ পুনঃ কহিছ আপনি ॥ [illegible] নাগর তুমি প্রেমিক সন্ন্যাসী। তব আজ্ঞা অবিজ্ঞা [illegible] [illegible] এ দাসী ॥ অগ্রে ভোজন পান তাম্বুল ভক্ষণ। [illegible] প্রেমানন্দে দিব আলিঙ্গন ॥ কেন ব্যস্ত হও [illegible] [illegible] মন। প্রেম হবে অনায়াসে ভাবিছ এখন। কথা [illegible] [illegible] সন্ন্যাসী তখন। হাস্যমুখে মনোসুখে [illegible] [illegible] ॥ যেমন দরিদ্র জন পাইল রতন। সেই মত হইল সন্ন্যাসীর মন ॥ ভোজনান্তে আনন্দেতে [illegible] [illegible] [illegible] জল দিলেন রসিকা সুন্দরী ॥ নাগিক বিলম্বে [illegible] [illegible] করহ ॥ প্রেমরসে শীঘ্র এসে আলিঙ্গন দেহ। [illegible] অন্তর হতেছে জ্বালাতন ॥ [illegible] [illegible] [illegible] আলিঙ্গন। কহে ধনী সুবদনী পাইয়া সময়। [illegible] [illegible] নাহি ধর্ম্ম ভয় ॥ আমি সতী কুলবতী যুবতী কামিনী। নহি নষ্টা ভ্রষ্টা দুষ্টা কুলটা বৈরিণী ॥ পতি ছেড়ে অন্য [illegible] কেন দিব রতি। শুনি ভণ্ড পাষণ্ড সন্ন্যাসী ক্রোধ অতি ॥ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি আশ [illegible] নিশ্বাস। অবিশ্বাসি সর্ব্বনাশী [illegible] সর্ব্বনাশ ॥ এত বলি ক্রোধে [illegible] [illegible] লইল। [illegible] [illegible] তাহা কেলি নারীরে মারিল ॥ দৈববশে [illegible] [illegible] [illegible] আঘাত। কাতরা যুবতী [illegible] [illegible] [illegible] ॥ [illegible] [illegible] হয়ে পুরে প্রবেশিল। দুঃখনীরে দুঃখান্তরে [illegible] [illegible] ॥ পেয়ে আশা সহসা যেমন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মনেতে বাড়িল অতদুঃখ॥ তৎপরে সিদ্ধান্তে চিন্তয়ে উপায়। মান ছলে কি কৌশলে লইব ইহায়॥ দাওয়াইহাটি বাণ দিক্ত তাপস নামে। তার আজ্ঞামতে প্রশ্ন হইল প্রকাশ॥

সাধুপুত্রের অকস্মাৎ মূর্চ্ছা বিবরণ।

পয়ার। অতঃপর সদাগর শুন বিবরণ। দুষ্ট মন্ত্র নানা জানিত দুর্জ্জন॥ সম্মোহন মন্ত্র বাণ করি সুমন্ত্রিত। মন্ত্র বলে সাধুপুত্রে হানে সুনিশ্চিত॥ সাধুপুত্র হৃষ্ট চিত্ত ছিল অন্তঃপুরে। হেনকালে বক্ষঃস্থলে বাণ বিদ্ধ করে। স্থির হৈল প্রাণ গেল বলে সাধুসুত॥ আচম্বিতে ভূতলেতে হইল মূর্চ্ছিত॥ কি হইল কি ঘটিল বলে নারীগণ। সুশীতল জল করে মুখেতে সিঞ্চন॥ সেই বুকে উদ্গত কি হইবারে পারে। রামাগণ অদ্ভুত কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। হেথা সন্ন্যাসীর কাছে আছে সদাগর। সদানন্দ নাহি তাপ হরিষান্তর॥ হেনকালে কোলাহলে ব্যস্ত অন্তঃপুর। শুনি শব্দ হৈল স্তব্ধ সাধুর অন্তর॥ শীঘ্রগতি দুঃখমতি গেল অন্তঃপুরে। বজ্রাঘাত সম ঘাত পেয়ে পুত্রে হেরি॥ দুঃখানল শোকের সলিলে মগ্ন হৈল। পায়ে জল শোকানল অধিক জ্বলিল॥ হরি হরি মরি মরি কি করি উপায়। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত আমার মাথায়॥ সানাচ্ছাদে সাধুকান্তে হইয়া বিশীর্ণ। সে ক্রন্দন শুনি হন পাষাণ বিদীর্ণ॥ পুত্রশোকে মনোদুঃখে জ্ঞানহত হলো। বিদ্যাবান বৈদ্যগণ অনেক আইল॥ সে সকল বিফল হইল অনুভবে। কি হবে হায় হায় সর্ব্বজন ভাবে॥ হেনকালে সেইস্থলে পাষণ্ড সন্ন্যাসী। আস্তে ব্যস্তে শূল হস্তে উপস্থিত আসি॥ জিজ্ঞাসিল কি হইল বল বিবরণ। সবে বলে দৈবকালে এ রূপ ঘটন॥ বিনারোগে দৈবযোগে এ রূপ হইল। মরি মরি শব্দ করি ভূতলে পড়িল॥ শুনি দুষ্ট বুদ্ধি নষ্ট অনিষ্ট কারক। মায়াবেশি পরদ্বেষি ঘোর প্রতারক। সাধুর কুমারে প

সেপিয়া দুর্জ্জন। অনন্তরে সদাগরে কহিল বচন ॥ [illegible]
হয়া শুন বৃত্তান্ত ইহার। হবে দুষ্ট এই বাক্য [illegible]
সার ॥ করে তুষ্ট মন দুষ্ট দুষ্টের বচনে। [illegible] দুষ্ট [illegible]
চলিল গোপনে ॥ যাইয়া গোপনে [illegible]
দুষ্টের বিবরণ শুন মহাশয় ॥ অপূর্ব্ব [illegible]
ঘরে। গুপ্তবেশে সদা রৈল বাটীর [illegible]
সমাচার না জান আপনি। নররক্ত [illegible] রমণী
সেই জন হানে প্রাণ তোমার নন্দনে। [illegible]
নে রক্ত ভক্ষণে ॥ সবিশেষ উরুদেশে সেই শুন আমি। [illegible]
ক্ষণে বিসর্জ্জন দেহ তারে তুমি। চমৎকার সদাগর একি [illegible]
শুনে। প্রণতি সন্ন্যাসী প্রতি কহে ততক্ষণে। [illegible]
সাধ্যি কেমনে যাবে জানা। নাহি জানি [illegible]
কোন জনা ॥ ক্ষণ পরে সদাগরে কহে পুনর্ব্বার। [illegible]
উরুদেশে সুলক্ষণা তার ॥ ডাকিনী নিশ্চয় [illegible]
নীরে। এইক্ষণে বিসর্জ্জন দেহ তুমি তারে ॥ [illegible]
মোর বচন প্রত্যক্ষ। তবে জান সুমঙ্গল [illegible] বিপক্ষ
শীঘ্র যাহ দেখি কহ আসিয়া আমারে। হিতাহিত [illegible]
কব তার পরে ॥ সদাগর এত শুনি দুষ্টের বচন। সসত্বরে
অন্তঃপুরে করিল গমন ॥ সবিশ্বাসী এক দাসী ডাকিয়া গো
পনে। [illegible] অঙ্গ তদন্ত কহিল ততক্ষণে ॥ [illegible] জন নারী
গণ করি বিবসনা। কহ আসি উরুদেশে চিহ্ন আছে কিনা ॥
সাধু কথা শুনি গেল যথা নারীগণ। একে একে দেখে দাসী
করি বিবসন ॥ তার পরে বধূরে করিয়া [illegible]
তার উরুপর আছয়ে আঘাত ॥ তবে দাসী শীঘ্র আসি সা-
ধুরে কহিল। [illegible] শুনি সাধু বিমর্ষ হইল ॥ ভাবে মনে
কোন প্রাণে দিব বিসর্জ্জন। এমত হইলে হত হইবে নন্দন ॥
এত বলি গেল চলি সন্ন্যাসীর কাছে। কহে তারে যার উরু-
পরে চিহ্ন আছে ॥ হিতাহিত কি বিহিত করি মহাশয়। [illegible]

শুনিয়া সদাগর অতি বক্র ॥ গ্রাহ্য হয় সদাগর আমার বচন। এক সিন্দুক এক কাষ্ঠেতে গঠন ॥ সুসাধ্য তাহারি মধ্যে নারীরে ভরিবে। জানরুদ্ধ করিবদ্ধ সহ নদীতীরে ॥ সন্ধ্যাপরে ভাসাইয়া জলে, না জানিবে। ভাসাইলে নদী জলে পুত্র সুখে রবে ॥ সাধু অতি দুঃখমতি এই কথা শুনে। দুঃখ মনে কর্ম্মকারগণে ডাকি আনে ॥ ত্বরা ত্বরি করি দিল সিন্দুক গঠন। দেখিয়া সন্ন্যাসী অতি পুলকিত মন ॥ খাঞ্জোহাটি গ্রাম দ্বিজ রূপণ দাস। তার আজ্ঞানুসারে গ্রন্থ হইল প্রকাশ ॥

দোষ হীনা পুত্রবধূকে জলে বিসর্জ্জন।

পয়ার। সাধু অতি দুঃখমতি দিতে বিসর্জ্জন। তৎপরে সিন্দুকে করিয়া গমন। করে ধরি বধূরে তাহায় বসাইল। তবে রুদ্ধ দ্বার রুদ্ধ আপনি করিল ॥ ততক্ষণে তরাসনে কুহিল ডাকিয়া। সিন্দুক লইয়া জলে দেহ ভাসাইয়া॥ আজ্ঞা পেয়ে সবে যায়ে সিন্দুক লইল। স্রোত জলে কুতূহলে ভাসাইয়া দিল ॥ দিগম্বর জলস্থল সাধুর নন্দনে। অতি ত্রস্ত করে দুঃখ হস্ত পরসনে ॥ হরিষ বিষাদে সাধু অস্থির হইল। সন্ন্যাসীরে স্তুতি করে প্রণাম করিল ॥ সন্ন্যাসী ভাবিল ভাল হৈল সুযোগ। স্থানান্তরে রমণীরে করিব সম্ভোগ ॥ এখানে পাইলে পাছে জানে সর্ব্বজন। স্থানান্তরে গিয়া পরে করিব গ্রহণ ॥ এত বলি আইল চলি সেই নদী তীরে। ভাবে মনে এখানে আনিবে বাঁকসুরে ॥

রমণীর ভ্রাতার সহিত দরশন।

পয়ার। তৎপরে হৈল যেরে শুন বিবরণ। সেই রমণীর ভ্রাতা বীর নারায়ণ ॥ গিয়াছিল অন্য স্থল বাণিজ্য করিতে। নিজ কার্য্যে বহু রাজ্যে ভ্রমি আনন্দেতে ॥ বহু তরী সঙ্গে করি সেই সদাগর। বহু লোক সঙ্গে যায় আপনার ঘর ॥ আসিতে আসিতে পথে নদীর তীরেতে। দেখে এক সর্প দর্প করে নাচিতেছে ॥ বিকট আকার ভয়ানক তার ফণা। ইতস্তত হয়ে

চন্দ্রের ঘুচিল গর্ব্ব, কন্দর্পের খর্ব্ব সর্ব্ব, সর্ব্ব ত্যজে ভাবের ভাবিনী ॥ তাহে আভরণ সাজে, পদেতে নূপুর বাজে, কোথা লাজে চপলা অধীরে। পাছে খসে বিনা বাতে, প্রবেশে মন্দির মাঝে, মৃদু লাজে গতি ধীরে ধীরে ॥ করে শোভে শঙ্খ হার, অঙ্গুলেতে শোভিহার, কঙ্কনাদি সজল মঞ্জরী। সাক্ষাত কার্ত্তের আগে, স্তুতি নতি মৃদু ভাষে, দুই পাশে শোভাতে সঙ্গিনী ॥ কর দয়া মহামায়া, দেহ মোরে পদছায়া, শঙ্কুজায়া শুভ বিনাশিনী। ঘুচাও সংসার দায়, শীতল করহ তাপ, প্রাণে তাপ হইয়াছি তাপিনী ॥ এই মতে স্তুতি নতি করে সেই গুণবতী, দেখে অতি সুন্দরতা সবনে। দেখিয়া কন্যার কান্তি, অন্তরে হইল ভ্রান্তি, রত্ন কান্তি দাড়াব লজ্জনে ॥ ডাকি বলে সখাগণে, অস্থির হইয়া মনে, প্রাণ কেমন করিছে আমার। যদি এই কন্যা পাই, তবেতো বাঁচিব ভাই, নহে যাই কালের আগার ॥ একি দেখি অদ্ভুত, কামিনী আমার যমদূত, আছুত রজ্জুতে বান্ধি মোরে। ভাসায়ে বিচ্ছেদ জলে, মোরে ফেলে গেল চলে, অকুলে পড়েছি বড় ফেরে ॥ শুনিয়া তাহার কথা, রাজপুত্র মনে ব্যথা, ভাবে এথা ঘটিল প্রমাদ। করিলাম যার সাধ, করে বিধি তার বাদ, কি প্রমাদ হইবে বিষাদ ॥ করি যার অন্বেষণ, নাহি তার দরশন, অঘটন হয় কত শত। আমার কপাল পোড়া, একি দেখি সৃষ্টি ছাড়া, মুখ গোড়া বিধাতা বিরত ॥ এত ভাবি ততক্ষণ, রাজপুত্র বিচক্ষণ, ব্রাহ্মণ নন্দন প্রতি কয়। কোন সার্থ নহ ব্রত, নহে বড় দায় গ্রস্ত, কেন ব্যস্ত হও মহাশয় ॥ দেখি এক যুবতীরে, এত চিন্তিত অন্তরে, আমি তারে করাব মিলন। এত শুনি বিপ্রসুত, হইলেন হৃষ্ট যুক্ত, পূর্ব্বমত হইল তখন ॥ তবে বন্ধু চারিজনে, ডাকি এক ব্রাহ্মণে, জিজ্ঞাসা করিল সব কথা। যে রমণী এসেছিল, পূজিয়া চলি গেল, বল প্রভু কাহার দুহিতা ॥ কিজাতি কি নামধরে, বিশেষ জানাও মোরে,

অনন্তরে কহে বিপ্রবর। শুন শুন সে বৃত্তান্ত, রূপসীর অ
ন্ত, নিতান্ত কহিব সুবিস্তার ॥ রত্নপুর এক গ্রাম, তথা ছে
গুণধাম- রত্নাকর নামে নৃপমণি। নিজ কুলোদ্ভব তিনি,
গুণে জ্ঞানী জানি, রত্নমণি নামে তার রাণী ॥ রূপে বা
মতী ধন্যা, গুণে গুণি জনমান্যা, তার গর্ভে পঞ্চ কন্যা হৈ
রত্নেশ্বর পুত্র নামে, কন্যা দেখি অনুপাম, রত্নাবতী নাম দি
লিল ॥ রাজারাণী দোঁহে বহু, তায় নিধি করি যত্ন, তার
যত্ন সমর্পিল। মনে বুদ্ধি করে ধন, রতনে মিলে রতন
ঘটন বিধাতা করিল ॥ অবিবাহ রত্নাবতী, এ কারণ নরপ
তির অতি বিবাহ কারণ। দেশেতে ঘোষণা দিল, বহু রা
পুত্র আইল, শেষে গেল নিষ্ফলে যৌবন ॥ রাজা এক প্র
করে, যে পারিবে কহিবারে, কন্যা তারে দিবে নৃপবর। শু
এই বিবরণ, এত কহিল ব্রাহ্মণ, চারি জন আনন্দ অন্তরে
চারিজন ভবহরে, প্রসাদ ভক্ষণ করে, আনন্দ অন্তরে র
কথা ॥ নানা বাক্য আলাপনে, নিদ্রা গেল চারি জনে, ক
ক্ষণে যামিনী প্রভাতা ॥ সুখে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ, অনন্ত
ঙ্গণ অঙ্গ, নানা রঙ্গ বিহঙ্গ সকল। কুহুরবে ডাকে পি
কাক রবে ডাকে কাক, চক্রবাক বক কোলাহল ॥ উঠিয়ে
স্মরি হরি, কালীরে প্রণাম করি, প্রাতঃকৃত্য সারি নদী তীরে
রাজকন্যা অন্বেষণে, হইয়া আনন্দ মনে, চারি জনে চ
ধীরে ধীরে ॥ কাম টান জিনি অঙ্গ, অনঙ্গ সদত সঙ্গ, কন্যা
প্রসঙ্গে কুতূহলে। গজস্কন্ধ মন্দ গতি, অধর মধুর অতি, কু
লাহ তুষ্ট মনে চলে ॥

অথ চারিবন্ধুর রূপ দর্শনে নগর বাসী স্ত্রীর খেদোক্তি।

ত্রিপদী। হেনকালে দৈববলে, জল আনিবার ছলে
চলে বহু পুর নারীগণ। দেখি রূপ চলাচল, অন্তরেতে অ

অন্ধ জন, ক্ষীণা বল হইল মগন॥ তাহে একি দেখি রূপ, অপরূপ রসকূপ, রূপের বিরূপ রূপ হলো। বুঝি শরদের শশী, ভূতলে পড়িয়া খসি, অংশুমালি জনম লইল॥ কেহ বলে ওগো সই, মনোদুঃখ তোরে কই, উক্ত মোর শুন সহচারিণী। ওই চন্দ্র রূপ ছাঁদে, মন যে পড়েছে ফাঁদে, সদা কাঁদে সুধা প্রয়াসিনী॥ কেহ বলে ভালো সখী, এ কি অপরূপ দেখি, আঁখি কেন করিছে রোদন। নয়নে নয়ন তারা, চাঁদ দেখি হইল হারা, বহে ধারা এই সে কারণ॥ চন্দ্র দেখি হৈল ধন্দ, নয়ন হইল অন্ধ, নিরানন্দ ছাড়হে মগনা। এত শুনি ভক্তজন, মদনে মোহিত মন, নিবেদন করে জনা জনা॥ শুন ওগো সহচরী, এই অনুমান করি, রূপ হেরি পড়িয়াছি ফেরে। যদি এই চন্দ্র হৈত, নির্ম্মল কিরণ দিত, কেন এত জ্বালাতে সবারে। তবে এক অনুমানি, শুন সব সুরঙ্গিণী, কি জানি যেমন মনে ঘটে। কিঙ্কিয়া কটাক্ষ বাণে, বধিতে রমণীগণে, আসে প্রাণে মদন এ বটে॥ নারী অবলা অবলা, সরলা কুলের বালা, এত জ্বালা দিল এই আসি। মুখে মৃদু মন্দ হাসি, নয়ন কটাক্ষ আসি, টানে গলে দিয়া প্রেম ফাঁসি॥ কোন জন কহে কথা, ডুবিয়া লাবণ্য জলে, বলে সখী না পারি চিনিতে। যদি যেন চাতকিনী, হয় অতি পিপাসিনী, তবু বিষ নারে জল নিতে। সে জল না করে পান, হবে তাতে অপমান, খেলে প্রাণ বাঁচে অনায়াসে। সে রূপ এ রূপ কেলে, কুলে কালি হবে বলে, মরি জ্বলে মনের হুতাশে॥ দূরে থাকি বহে অঙ্গ, যদি হয় অঙ্গসঙ্গ, অনঙ্গ নিবারে অনায়াসে। প্রেম দেখি প্রেমানন্দ, লেগেছে কামের ধন্দ, নাহি সন্ধ বন্ধ প্রেমফাঁদে॥ শুন কহে সর্ব্ব জন, আর এক নিবেদন, মনাগুণ হয়েছে প্রবল। হেরে দীপ্ত দাবানল, উষ্ণ কিম্বা স্নিগ্ধ জল, দিলে হয় তখনি শীতল॥ মনানল দুঃখানল, প্রেমানল কামানল, সুপ্রবল হইল মদনে। যদি দাবানল হৈত, দিলে জল জ্বালা যাইত, এ অনল জ্বলে মনে মনে॥

হয়ে অতি মনোহারী, তাহে মদন হুতাশ, নিশ্বাস ছাড়িয়া, বলে। সিন্ধু এ জীবন আশা, অলে মরি রমণীর, পড়িয়ে রহে কূলে ॥ ভাবিছে যৌবন-ধন, করে ধন উপা ছাই সেই বধূর কপালে। করে ধন উপার্জ্জন, কেবা তার ধন, বন্ধ আঁচলে গিঁট আছে খুলে ॥ উথলে মদন জ্বালা নিবারণ হেতু, কারেকে না ভাবে রহে ভুলে ॥ দু নিয়নৌ নাকি, যোগেতে ভাবনে সখী, বল দেখি একি জ্বালা। নিত্য নব ফুলে মীনে, কত কত নন্দন ফুলে, ফুল নাই যেন মালা ॥ দেখে এর এক জন, ফুলে দিয়ে দিন যৌবন ধরিয়ে হয়ে দাসী। তাহাদের সুখে ছাই, আর নাহি চাই, হবে রই সুধার পিয়সী ॥ চাতকিনী যেমন রয়া তাকে নবঘন, সমস্ত সুধারে বারি পানে। তাহে ॥ চন্দ্রাননে, কত সুখ সুধা পানে, কামানল জলে জানিল কবে হবে তুই করে, যদি ধরে পয়োধরে, রুদিপারে মনোরেশে। রসনে এমন গান, সুখে সুখে সুধাপান, কত সুখ হয় শেষে ॥ ভাবিলে উপায় নাই, মনে জেনে জাই, মন আশা করি নিবারণ। শিবচন্দ্র আজ্ঞা মতে, নিজ আশয়েতে, কেন হয় বিষাদিত মন ॥

অথ চারিবন্ধু রাজপথে গমন।

লঘু-ত্রিপদী। তবে বামাগণ, বিষাদিত মন, গৃহে করিল গমন। পাইয়া যাতন, হারালে যেমন, সেইমত সর্বজন ॥ স চিন্তায়, না দেখি উপায়, দুঃখানলে প্রাণ যায়। পুন ফি রায়, তত চলি যায়, ফিরিয়া যেমন চায় ॥ যেন ব্যাধ ভয়ে, ভীত হয়ে, কুরঙ্গিণী যায় ধেয়ে। করে পলায়ন, নহে স্থির মন, পাছে ফিরে চেয়ে ॥ তবে কতক্ষণ, বন্ধু চারিজন, গা ত্রোত্থান। দেখি সুশোভন, রাজার ভবন, হৈল পুলকিত মন পিয়া অন্তরে, গতি ধীরে ধীরে, প্রবেশিল রাজপুরে। মধ্য

ঘরে ঘরে, দ্বারী দ্বারে দ্বারে, চিত্ত চমৎকার হেরে ॥ দেখিতে দেখিতে, হরষিত মনেতে, প্রবেশিল ভিতরেতে। সুন্দর শোভিত, দেখে নানা মত, কত কত বিস্তারেতে ॥ স্থানে স্থানে শোভা, অতি মনোলোভা, দেখে পরে রাজসভা। যেন ইন্দ্র সভা, দেবগণে শোভা, ততোধিক করে প্রভা ॥ বন্ধুগণ যত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বসিয়াছে শত শত। সকল পণ্ডিত, বিচারে বিহিত, বিস্তারিত কব কত ॥ আসিয়া তখন, বন্ধু চারিজন সভায় উপবিষ্ট হন। জগমোহন, রূপ সুশোভন, তারে ভূপ দৃষ্ট হন ॥ চিন্তে মনে মন, কেবা চারিজন, দিল আসি দরশন। পরেতে চিন্তন, করিয়া রাজন, জিজ্ঞাসেন প্রকাশন ॥ কহ চারিজন, কোথা বাসস্থান, কি নিমিত্তে আগমন। শুনি ততক্ষণ, আনন্দিত মন, কহে বিপ্রের নন্দন ॥ শুন নরপতি, নিবেদি সম্প্রতি, অচিন্তনগরে স্থিতি। বহু বিদ্যা স্থিতি, করিয়া প্রণতি, এই মোরা চারি জাতি ॥ ত্যজিয়া বসতি, বহু দেশে গতি, সবার বন্ধুতা অতি। এ প্রদেশ সংপ্রাপ্তি, দৈবে হৈল গতি, শুন ওহে নরপতি ॥ আসিয়া নগরে, ভ্রমিয়া বিস্তারে, পড়েছি বিষম ফেরে। কহ সারোদ্ধারে, ওহে নৃপবর, প্রশ্ন অর্থ দিব পরে ॥ শুনিয়া রাজন, আনন্দিত মন, বাসা দিল ততক্ষণ। সমান মিলন, ত্রিপদী রচন রচে রাজনারায়ণ ॥

অথ রাজা বিপ্রসুতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

পয়ার। পর দিন প্রাতঃকালে উঠি নৃপবর। বন্ধুবর্গগণ সঙ্গে হরষিতান্তর ॥ পাত্র চারিজনে তবে লইয়া সঙ্গেতে সর্ব্বজন চলিলেন নগর ভ্রমিতে ॥ ক্রমেতে নগর সব করিয়া ভ্রমণ। গ্রাম প্রান্তভাগে সবে করিল গমন ॥ তথায় দেখিল এক আছয়ে মন্দির। তার মধ্যে এক স্থানে আছে চারি

...র ॥ গৌর বর্ণা বক্ষ আছে মুখ মুণ্ড তার ॥ তাহা দেখি বড় হৈল চমৎকার ॥ হেনকালে নৃপতি হইল সতি। জিজ্ঞাসিল প্রশ্ন তবে চারিজন প্রতি ॥ কহ জ্ঞানবান হও যেই জন। নারি মুণ্ড এক স্থানে কি কারণ ॥ দুই দুই শির স্থানে সংযোগ রয়েছে। কহ কার মুণ্ড কি কারণে আছে ॥ এত শুনি বিপ্রসুত আর সব। নৃপতিরে কহে তবে শুন বিবরণ ॥ পাত্র মিত্রাদি কথায় বসিল। দ্বিজসুত আনন্দিত কথা আরম্ভিল

অথ প্রশ্ন উত্তর ও নারি মুণ্ড বিবরণ।

পয়ার। এই নগরেতে পূর্ব্বে ছিল এক রাজা। গুণে গুণান্বিত রাজ্য শান্ত প্রজা ॥ হরিদাস নামে সেই তার মন্ত্রিণী। বাক্য মিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ শাস্ত্রে দৃঢ় জ্ঞানী ॥ পুত্র তিনি অতি রূপ চমৎকার। হেন জনে ত্রিভুবনে নাহি আর ॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্ব জ্ঞাত কুকর্ম্ম না করে। বড় মানে মান গণ্য এ সংসারে ॥ শক্তি মুক্তি যুক্তি সার জানে ভাল। অনুরক্ত দেব ভক্ত অস্যার্থ তিলাব। ক্ষুদ্র গতি মন্দ আনন্দ অন্তর। সুবিহিত রীতি নীতি অলঙ্কার ॥ মন্দাবতী নামেতে যুবতী তার নারী। কি তার রূপ বর্ণিতে না পারি ॥ বিবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ দেখি সে রূপ। অবর্ণ বর্ণিতে বর্ণ সুবর্ণ লাবণ্য ॥ হাব ভাব প্রভাব স্ব সে সৌন্দর্য্য। মুক্তাপাঁতি ফুল বাণে দেখিলে অধৈর্য্য ॥ তনু সুগঠন সুশোভন রূপে। সুমতির দীপ্ত করে রূপে দীপে। কুষ্ঠ মন দুই জন করয়ে বন্ধন। প্রেমে পেলো ধর্ম্ম রাখে সুগঠন ॥ মনোরম অনুপম উত্তম সুবেশ অঙ্গ সঙ্গ অনঙ্গে নিবারে নিশি দিবা ॥ ধার্য্য কার্য্য সত্য কার্য্য ভাবে মুলে। রঙ্গে ভঙ্গে তার সঙ্গে রহে ভুলে ॥ প্রেমরসে ভার্য্যা বশে বশ নিরন্তর। তিনের

ভাবে মন্ত্রী ভার্য্যারে অন্তর ।। নিশ্চয় এমন বোধ আঁখির পলকে। মন মন সমর্পণ করিল ভার্য্যাকে ।। এই রূপে মন্ত্রী-বর আছে হৃষ্টমতি। তদন্তর নৃপবর শুন দেই গতি ।।

অথ মন্ত্রী আলয়ে সন্ন্যাসীর আগমন।

পয়ার। আইল সন্ন্যাসী এক মন্ত্রীর বাটীতে। দ্বারপালে জানাইল মন্ত্রীরে কহিতে ।। এত শুনি দাস গণ মন্ত্রীরে কহিল। শুনি মন্ত্রী তৎক্ষণে আপনি আইল ।। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ বন্দন। মন্ত্রীবর স্তবে দিগম্বর তুষ্ট মন ।। দ্রব্য গব্য সব্য ভক্ষ্য খাদ্য দ্রব্য দিল। তুষ্ট মন তৎক্ষণ সন্ন্যাসী হইল ।। ভোজনান্তে দিগম্বর করি আচমন। মন্ত্রী প্রতি তুষ্ট অতি হৈল তার মন ।। মন্ত্রী প্রতি কহিতে লাগিলা দিগম্বর। দেখিয়া তোমার ভক্তি পুলকিতান্তর। তব রূপ দেখি চমৎকার। আমি কিছু তব রূপে দিব অলঙ্কার ।। এক ফলি এক ফল লয়ে জটা হৈতে। আনন্দেতে সমর্পিল মন্ত্রীর হাতে ।। আমার সাক্ষাতে ফল করহ ভক্ষণ। তদন্তরে কহিব ফলের বিবরণ ।। শুনি মন্ত্রী সেই ফল ভক্ষণ করিল। প্রত্যক্ষে ফলের ফল তখনি ফলিল ।। তার পর দিগম্বর করিল জিজ্ঞাসা। কেমন তোমার ভার্য্যা রসিকা সুবেশা ।। এত শুনি মন্ত্রীবর ঈষৎ হাসিল ।। ফল গুণে মুখে পুষ্প বিকশিত হৈল। ভূতলে পড়িল পুষ্প গন্ধে আমোদিত চমৎকার মন্ত্রীবর অতি পুলকিত ।। নত মস্তে সন্ন্যাসীরে স্তবন করিল। স্তবে তুষ্ট দিগম্বর বিদায় হইল ।। হৃষ্টমন তৎক্ষণ মন্ত্রী হরিদাস। রাজার নিকটে গেল হয়ে মনোল্লাস আদ্য অন্ত বৃত্তান্ত কহিল তৎক্ষণ। শুনিয়া ভূপতি অতি পুলকিত মন ।। অনন্তরে করে রাজা সভার সাজন। বন্ধু বর্গে আমাত্য বসিল সর্ব্বজন ।। সভা মধ্যে সকলেতে বৈসে কুতূহলে। মন্ত্রী সঙ্গে রঙ্গে ভূপ বৈসে হেনকালে ।। নানা কাণ্ড

বাদ্য ভাণ্ড গাইছে গায়ক। নানারঙ্গে ভঙ্গে নাচে নৃ নর্ত্তক॥ বহুমত শত শত কাব্য আলাপন। শুনিয়া ম পতি পুলকিত মন॥ গাল বাদ্য বাক্য হলে হাসিতে গিল। মুখে হৈতে বহু পুষ্প নির্গত হইল। সভা সভ লোক দেখি চমৎকার। ভাবেমনে ত্রিভুবনে নাহি হেন অ তদন্তরে নৃপতি লইয়া বহু ধন। পুরস্কার রূপে তারে সমর্পণ॥ পুরস্কার লয়ে মন্ত্রী নিজালয়ে গেল। এই দেশে দেশে প্রচার হইল॥ দ্বিজগণ দাস দ্বিজ দা বাসী। এই গ্রন্থ প্রকাশিতে মনে অভিলাষি॥ শি গোপালের আদেশ যেমন। সেই মত রচে দ্বিজ নারায়ণ॥

অথ শিবির দেশের রাজা রত্নপুরে মন্ত্রী প্রেরণ।

পয়ার। শিবির রাজ্যের রাজা সুকসেন নাম। মতি নরপতি গুণে গুণধাম॥ এক দিন এই কথা রাজন। মন্ত্রীবরে দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মন॥ তদন্তরে মন্ত্রী ডাকি এক জন। রত্নপুর যাইতে আজ্ঞা দিলেন র গে রাজনে জানাইবে মোর নমস্কার। রাজ্যের মঙ্গল বক আছে আর॥ এত বলি এক পত্র লিখি তৎক্ষণ। মন্ত্রী হস্তেতে করিল সমর্পণ॥ সম্মত হইল মন্ত্রী র আজ্ঞায়। বহু লোক সঙ্গে যাত্রা করিল ত্বরায়॥ কিছু পরে মন্ত্রী এখানে আইল। নৃপতির সহ গিয়া সাক্ষাৎ ক জিজ্ঞাসিল নৃপবর রাজার মঙ্গল। শুনিয়া কহিল মন্ত্রী মঙ্গল॥ তদন্তে স্বাক্ষর লিপি কৈল সমর্পণ। পত্র পা রাজা পুলকিত মন॥ শীঘ্রগতি নরপতি বাসস্থান সেবার্থে আপন দাস নিযুক্ত করিল॥ রাত্রিযোগে রাজা সভার সাজন। মন্ত্রীবরে আনিল করিয়া আদা সর্ব্বজন মধ্যে সভায় বসিল। নিজ মন্ত্রী ডাকিবারে

পাঠাইল ॥ শীঘ্রগতি মন্ত্রীবরে কহিল সম্বাদ। সম্বাদ পাইয়া মন্ত্রী হরিষ বিষাদ ॥ মনে মনে মনাগুণ লাগিল ভাবিতে নারী ছাড়ি কেমন থাকিব রজনীতে। হিতাহিত বিপরীত হয় দুই মতে। এত বলি গেল চলি ভার্য্যারে কহিতে ॥

অথ মন্ত্রী ভার্য্যা নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনর্ব্বেশে
প্রবেশে উপপতি দর্শনে গেল।

ত্রিপদী। মন্ত্রী স্তুতি নতি করে, যুবতীর করে ধরে, কহিতে লাগিল মৃদুস্বরে। শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে, বলিতে বিদরে হিয়ে, কোন প্রাণে বলিব তোমারে ॥ রাজা অতি নিদারুণ, করিল দারুণ পণ, রজনীতে ডাকিল আমারে। যাইতে উচিত নয়, না গেলে কি জানি হয়, কেমনে রাখিয়া যাব তোরে ॥ এ কথা শুনিয়া ধনী, বলে শুন গুণমণি, আমি একা নারিব রহিতে। তুমি নয়নের তারা, রজনীতে হয়ে হারা, সারা নিশি মরিব দুঃখেতে ॥ সঁপেছি তোমারে প্রাণ, থাক বা বধ বা প্রাণ, মান অপমান তব ঠাঁই। না হেরে জীয়ন্তে মরা, অঙ্গ জ্বরা সকাতরা, অধিনীর অন্য গতি নাই ॥ দণ্ডে শতবার হেরি, তিলে না হেরিলে মরি, হই হারা আঁখির পলকে। বল শুনি গুণমণি, ত্যজে নিজ প্রেমাধিনী, নাহি দয়া যাবে একা রেখে ॥ প্রেমাধিনী চকোরিণী, পিপাসিনী বিরহিণী, দুঃখিনী রমণী রসময়। বারেক হবে চন্দ্রোদয়, পুনঃ যদি অস্ত হয়, চকোরী কি বাঁচে মহাশয় ॥ করে মোরে বিরহিণী, যদি যাবে গুণমণি, জ্বালাইয়া মনোশিজ জ্বালা। ভাসাইয়া দুঃখ নীরে, যাবে তুমি স্থানান্তরে, অকূলে আকুলা এ দুর্ব্বলা ॥ যেন বুকে বজ্রাঘাত, যদি যাবে প্রাণনাথ, তবে এক শুন নিবেদন। তোমার যে রূপ রূপ, সেইরূপ লিখিয়া রূপ, দেহ মোরে করিবা দর্শন ॥ ভাবেতে নিরখি করে, সে রূপ নয়নে হেরে, এ রজনী করিব যাপন। শুনিয়া

নারীর উক্তি, বুঝিয়া মনের বুঝি, নিজ মূর্ত্তি লিখিল ক অনেক বিনয় করে, রমণীর করে ধরে, তার পরে হইল দায় । হয়ে বিবাহিত মন, হরিদাস তৎক্ষণ, চলিলেন কার আলয় ॥ যাইতে যাইতে পথে, ইচ্ছা হৈল অন্তরে পুনর্ব্বার নারী সম্ভাষিতে । এত করে বিবেচনা, এনে [illegible]রূপ, প্রবেশ করিল আলয়েতে ॥ গিয়া নিজ অন্তঃ দেখে নিজ রমণীরে, আছে বসে উপপতি সনে ॥ নানা রঙ্গে ভঙ্গে, সুখে উপপতি সঙ্গে, নিবারে মদন হুতাশ তদন্তরে উপপতি, রতি অন্তে হৃষ্টমতি, নারী প্রতি কৈ ভূষণ । বল শোন এঁকি একি, কার প্রতিমূর্ত্তি দেখি, র রাখ করিয়া যতন ॥ শুনি ধনী হেসে হেসে, উপপতি বে বসে, বলে শুন শুন রসময় । এত কহি তৎক্ষণ, কাদে বিবরণ, শুনি তার ক্রোধ অতিশয় ॥ দারুণ ক্রোধেতে বহু বিধ কটু বলে, বলে করচরণ প্রহার । শুনি ধনী হরে, মূর্ত্তি পদতলে ফেলে, প্রহারে চরণ সহস্রবার ॥ গোপনেতে থাকি, এ সব বৃত্তান্ত দেখি, অতি দুঃখে মনে মনে । আমি ভালবাসি যারে, সে ভাল না বাসে এ সংসারে রহি কোন প্রাণে । সদত যোগাই মন, তবু ভরে মন, হায় কেন প্রাণ নাহি যায় । কেবল পিরিত না পাইলে, সুখ বাঁকা, হেন ঘরে থাকা ঘোর দায় ॥ মোরে নাহি মন, আমি করি প্রাণপণ, ধন মন সমর্পণ তা আমার [illegible] বলে, মোরে তোষে বাক্য ছলে, কলে প্রেম ধরা পরে ॥ মুখে ভক্তি পতিরতা, সতী সাধ্বী ব্রত, মিঠাবাক্যে তুষ্ট করে মোরে । শেষে মোরে অপ্রম বইলে সর্ব্বনাশী, ভেবে দুঃখ আসি দুঃখিনীরে ॥ অ কপট ময়, মুখে স্নেহ প্রেমোদয়, রমণীর অন্তর বিরুদ্ধ । মজে পারিবারা, দেখি মোর মনোধারা, বিশেষত ভূপ রুদ্ধ ॥ ধিক ধিক এ পিরীতি, ধিক সেই রতিপতি, ধি

যুবতী নিক মোরে। ধিক পুরুষের প্রাণে, ধিক ধিক নারী হে, তোমাদিক ধিক এ সংসারে॥ শক্তি মত্ত জনা মত্ত, উপপত্তি মত্তে রত, অপত্যের প্রেমে মহামত্ত। নারী করে মন্ত্র জানে, জড়িত পাশ হয় প্রাণ, বনধান মোর উপযুক্ত॥ একজন যুবক পতি, ত্যজি অন্য পতে গতি, না জানি কি দুঃখ ঘৃণা লজ্জা। আমার সঞ্চিত ধন, পতে করে বিতরণ, বিধি-মতে মুক্তি মুক্তি চাহে। এ কহে রাজনারায়ণ, যতনে যার যত্নে মন, কুকর্মে সুকর্ম জ্ঞান তার। কমল কমলে প্রাণ, তুচ্ছে করে অনুমান, নাহি করে কথোপ বিচার॥

অথ মন্ত্রীর রাজসভায় গমন এবং কারাগারে বদ্ধ।

পয়ার। হরিদাস মনোদাস রমণীয় রীত। ক্রমে ক্রমে রাজপুরে চলিল ত্বরিতে॥ উপনীত হৈল গিয়া যথা নৃপতি। মন্ত্রী দেখি নৃপবর আনন্দিত অতি॥ সমাদরে করে বসে বসায় সভায়। গীত বাদ্য আরম্ভিতে আজ্ঞা দিল তায়॥ যন্ত্র লয়ে যন্ত্রীগণ বাদ্য আরম্ভিল। যতেক নর্ত্তকগণ নাচিতে লাগিল॥ মৃদুস্বরে গান করে যতেক গায়ক। রঙ্গ ভঙ্গে রঙ্গ ভাবে ভাবেতে ভাবক॥ ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী আলাপিয়ে। তাল মান দুলি গান করে মগ্ন হয়ে॥ তদন্তর নৃপবর হয়ে হৃষ্টমন। হরিদাস প্রতি সব কৈল বিবরণ॥ হরিদাস মনোদাস মনের বিবাদে। কাতে বুক মনোদুঃখে কি করে আমোদে॥ বহুমত হয় কত কাব্য আলাপন। বাবেতে মন্ত্রীর তাহে নাহি হয় মন॥ মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত মন্ত্রী চিন্তাকুল চিত্ত। নানা কাব্য আলাপনে মন বিবাদিত॥ না হয় মুখেতে বাক্য রহে মৌনবৃত্তি। দেখিয়া সক্রোধান্বিত হইল ভূপতি॥ মহীপতি ক্রোধে আজ্ঞা দিল অমাত্যকে। হরিদাসে বন্দি করি লহ কারাগারে॥ শুনিয়া রাজার আজ্ঞা যত রাজদূত। বান্ধি করে মন্ত্রীবরে যেন যমদূত॥ শীঘ্রগতি লইল যথায় কারাগার।

সম্পূর্ণ ভাবিয়ে মন্ত্রী না দেখি নিস্তার ॥ বিধাতা যখন যারে হয় নিদারুণ । ঘরে পরে অন্তরে সদাই মনাগুণ ॥ খেদেতে খেদিত মন্ত্রী কহে জমাদারে । জমাদার এ দায়েতে দয়া কর মোরে ॥ রাখহ আমির মান রেখে জানপ্রাণ । দয়া করি তুমি মোর রক্ষা কর মান ॥ রহিতে নারিব আমি তস্করের সনে । কৃপা করি একা মোরে রাখহ নির্জ্জনে ॥ শুনিয়া মন্ত্রির কথা দয়া উপজিল । রাস্তার বাটীর পূর্ব্বে লয়ে তারে গেল ॥ বন্দি করি রাখে এক শিবের মন্দিরে । দ্বার বন্ধ করি পরে গেল রাজপুরে ॥ মন্দিরে বসিয়া মন্ত্রী ভাবে মনোদুঃখ । হেনকালে দেখে এক অপূর্ব্ব কৌতুক ॥ তদন্তরে আইল সহর কোতয়াল । ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার প্রলয়ের কাল ॥ দ্বারমুক্ত করি পরে বসিল তথায় । তাহারে চিনিল মন্ত্রী করি অভিপ্রায় ॥ জ্বালার উপরে জ্বালা ভয়ে ভীত মন । একদৃষ্টে কোতয়ালে করে নিরীক্ষণ ॥ দৈবফলে হেনকালে রাজার মহিষী । কোতয়াল নিকটেতে উপনীত আসি ॥ তারে দেখি কোতয়াল ক্রোধে উঠে জ্বলে । বহুবিধ প্রকারে তাহারে মন্দ বলে ॥ কোতয়াল বলে ভাল জঞ্জাল আমার । হেন প্রেম রাখিতে বাসনা নাহি আর ॥ তোর আশে আছি বসে পেয়ে এত ক্লেশ । মশার জ্বালাতে মোর প্রাণ হৈল শেষ । কাষের মাথায় বাজ নাহি আর লাজ । তোর সঙ্গে প্রেম করি করেছি কুকাষ ॥ এই মত কোতয়াল বহুবিধ বলে । ক্রোধেতে চপেটাঘাত করে তার গালে ॥ কাতরা যুবতী হৈল হস্তের আঘাতে । সকাতরে ভূমে পড়ি লাগিল কান্দিতে ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে উপপতি পদে । উপপতি বাক্য নাহি কহে মহাক্রোধে ॥ বুঝিয়া যুবতী তার উপপতি মন । সকাতরে পায়ে ধরে করয়ে ক্রন্দন ক্রোধভরে কেন মোরে নাহি কহ কথা । উঠ ওহে প্রাণনাথ খাও মোর মাথা ॥ তোমা বিনে অধিনীর অন্য নাহি গতি । কেমনে রাখিব প্রাণ না জুড়ালে পতি ॥ বারি আশে অধি-

নির কণ্ঠাগত প্রাণ। শীতল করহ প্রাণ করি বারিদান॥ তুমি যদি আবলার আশা না পুরাবে। বল প্রাণ অবলার কি গতি হইবে॥ এত বলে উঠি কোলে দিল আলিঙ্গন। দেখে মধু পান ত্যাগ না করে কখন॥ উপপতি হৃষ্টমতি যুবতী লইয়ে। করে ধরে পয়োধরে লইল চাপিয়ে॥ মগনা যুবতী অতি আনন্দ অপার। চুম্বন আলিঙ্গন বিবিধ প্রকার॥ নানা রঙ্গে অনঙ্গে বিহারে দুই জন। রহস্য প্রকাশ তাহা কহিতে বর্জন॥ মন্ত্রীবর চমৎকার দেখিয়া কারণ। এক চিত্তে দুই জনে করে নিরীক্ষণ॥ রতিঅন্তে শান্ত হয়ে বসিলে দুজনে। রাজবিদ্ধ রসবতী পুছিল বদনে॥ তদন্তরে করে ধরে তার পদ্মকন। সুখে সুখে বদনে রসনা বিতরণ॥ অঙ্গুষ্ঠ উপপতি জিজ্ঞাসে কারণ। করাঘাতে প্রাণ গিয়ে অতি দুঃখ মন॥ ক্রোধে তারি একবার করেছি প্রহার। ভাগ্যে আমি ভাগ্যক্রমে না মরি দুই বার। এত শুনি বলে ধনী শুন প্রাণনাথ। একবার যে প্রকারে করেছ আঘাত॥ সে আঘাতে দেখিয়াছি এ চৌদ্দ ভুবন। মারিলে দ্বিতীয়বার নিশ্চয় মরণ॥ ইতমধ্যে কর্মনাশে কৃষক এক জন। সেই পথে যাইতেছিল গাবী অন্বেষণ॥ এই কথা তার কর্ণে প্রবেশ করিল। সকাতরে অন্তরে থাকিয়া জিজ্ঞাসিল॥ বল ভাই কি দেখিলে এ চৌদ্দভুবন। দয়া করি অধমেরে কহ বিবরণ॥ আমার গাবীর কদা না পাই সন্ধান। বল দেখি ইতিমধ্যে আছে কোন স্থান॥ শুনিয়া হইল মন্ত্রী পুলকিত মন। সুখে হেসে ভুমে পুষ্প হইল পতন॥ রাজার মহিষী শুনি কৃষকের কথা। অন্তরে সন্তরে মুখ হেট করি মাথা॥ ক্ষণ পরে করে বহু প্রেম আলাপন। নিশি শেষে নিজবাসে গেল দুই জন॥ রাজনারায়ণ কহে সরস কৌতুক। বন্ধু সঙ্গ পিরিতের আনন্দ জনক॥

পয়ার। তদন্তর নৃপবর উঠিয়া প্রভাতে। কারাগারে বদ্ধ মন্ত্রী ভাবিয়া মনেতে॥ হায় কি করেছি আমি কুকর্ম আচার

কেন হেন করিলাম নিষ্ঠুর বিচার ॥ কোন পাপ উপরোধ বিপাক সময় । পশ্চাৎ সূচনা বড় হৈল জ্ঞানোদয় ॥ এত ভাবি ডাকিয়া আপন অনুচরে । তাহাকে লইয়া সঙ্গে গেল কারাগারে ॥ কারাগারে হরিদাস মনোদাস অতি । হেনকালে উপনীত হইল ভূপতি ॥ আপনি করিলা রাজা বন্ধন মোচন । হরিদাসে প্রতি কহে বিনতি বচন ॥ কুকর্ম্ম করেছি আমি না জানি বিশেষ । অকারণে শিষ্টজনে দিনু এত ক্লেশ ॥ মোর দোষ হরিদাস করহ মার্জ্জন । আমি কি করিব ভাই দৈবের ঘটন ॥ সুবোধ নির্ব্বোধ হোয় বিপদ সময় । স্নেহ লোহ দেহি ভিন্ন হিক শাপাশয় ॥ কে খণ্ডিতে পারে যাহা অদৃষ্টে লিখন । রাজ্য ত্যজি রামচন্দ্রে অরণ্য গমন ॥ নাগপাশে কর্ম্ম দোষে রামের বন্ধন । উদূখলে কর্ম্মফলে বদ্ধ নারায়ণ ॥ ভব ভক্ত ভবাব্ধিতে হইয়া কাণ্ডারী । ব্যাধ বাণে প্রাণে কেন মরিলা শ্রীহরি ॥ মন্ত্রী বলে মহারাজ স্থির কর মন । ভৃত্য প্রতি এত কেন বিনয় বচন ॥ বিধির লিখন কেবা খণ্ডিবারে পারে । আছিল বন্ধন ভোগ ঘটিল আমারে ॥ অষ্টবসু বশিষ্ঠের সুরভী হরিল । দেখিয়া সোণার মৃগী শ্রীরাম ভুলিল ॥ পতি নিন্দা শুনি সতী ত্যজিলশরীর । পাশা খেলি অরণ্যে গেলেন যুধিষ্ঠির ॥ পঞ্চপতি পাঞ্চালী গেলেন স্বর্গবাসে । ব্রহ্মময়ী সীতা সতী পাতালে প্রবেশে ॥ পুণ্যশ্লোক অগ্রগণ্য ধন্য নল ভূপ । রতিপতি জিনি রূপ অতি রসকূপ ॥ ভাগ্যদোষে কর্ম্ম দোষে বনবাস হৈল । স্বর্ণকান্তী দময়ন্তী ভার্য্যা সঙ্গে গেল ॥ কান্তী যার সঙ্গে বিধি তাহে বাদী হলো । সতী সাধ্বী বাধ্য স্বামী ত্যজি পলাইল ॥ বলি ছলি ত্রিপাদ মৃত্তিকা চাহি দান শেষে হরি রসাতল করিল প্রস্থান ॥ যদ্যপিও মনমোহিনি শুনেছ রাজন । তাহার কারণ তবে করহ শ্রবণ ॥

অথ বিধাতার লিখনে শচীর গর্ভে বিবরণ।

পয়ার। এক দিন গেল বিধি ইন্দ্রের ভবনে। দেখি সমাদরে শক্র বসায় আসনে॥ কন্যাপরে পুরন্দর জিজ্ঞাসা করিল। কাদা বিধি কার লিপি লিখিলা কি বল॥ কহে ধাতা সেই কথা কহি শুন তবে। তব কন্যা মম পুত্রে কন্যা বিভা হবে॥ ইন্দ্র বলে একি একি দেখি অকারণ। তব লিপি এক দিনে হইল খণ্ডন॥ এইরূপে বহুবিধ সম্ভাষ হইল। বিদায় লইয়া বিধি নিজালয়ে গেল॥ চিন্তিত হইয়া ইন্দ্র বিধির বচনে। স্থির কৈল নিজ কন্যা রাখিতে গোপনে॥ বিশ্বকর্ম্মা ডাকিয়া কহিল দেবরাজ। হেমের সিন্দুক কর আছে এক কাজ॥ বিদায় হইয়া ইন্দ্র কাছে বিশাই তখন। করিল সিন্দুক এক অপূর্ব্ব গঠন॥ যেই জন সিন্দুকের মধ্যেতে বসিবে। সেই জন তার দ্বার খুলিতে পারিবে॥ তদন্তর পুরন্দর আপন কন্যারে। সংগোপনে রাখিলেন সিন্দুক ভিতরে॥ তার পরে রত্নাকরে স্মরণ করিল। ইন্দ্রের আদেশে সিন্ধু ত্বরায় আইল॥ বলে ইন্দ্র জলনিধি কহিবারে লাজ। তোমার নিকটে মোর আছে এক কাজ॥ এত বলি বলিলা পূর্ব্বের বিবরণ। কন্যা সহ সিন্দুক করিল সমর্পণ॥ বিধি কন্যা জলনিধি শ্রবণ করিয়ে। সিন্দুক লইয়া সিন্ধু গেল নিজালয়ে॥ আপনার কিঙ্কর ডাকিয়া এক জন। কন্যা সহ সিন্দুক করিল সমর্পণ॥

অথ বিধাতার পুত্রের বিবাহ বরযাত্রগণের দুর্গতি।

পয়ার। এথায় যাইয়া বিধি আপন ভবনে। নিমন্ত্রিয়া নিমন্ত্রিতগণে ডাকি আনে॥ নানা কাণ্ড বাদ্যভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত। বর সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে চলিল ত্বরিত॥ সম্বাদ পাইয়া ইন্দ্র ডাকিয়া পবনে। আজ্ঞা দিল সমীরণ ঘন বিতরণে॥ মেঘগণে ডাকি আজ্ঞা দিল সুরপতি। বারি বরষিয়া কর বিধির দুর্গতি॥ চারি মেঘ আরম্ভিলা ঘোর গর্জ্জন। ব্রহ্মা

পাড়ে বজ্রাঘাতে শব্দ ঘন ঘন ॥ যুগান্তের কালে যেন আগুনি কৃশানু। বিশ্বজনে বিনাশিতে মনে মনস্কামু ॥ একে সমীরণ ঘন তাহে মেঘ সখা। ভয় বৃষ্টি ঘোর দৃষ্টি দৃষ্টিতে অদেখা ॥ ক্রুদ্ধ লক্ষ ঝঞ্ঝ সবে শব্দ ঘোর অতি। ঘন ঝম্পে যেন দম্ভে কম্পে বসুমতী ॥ ভয়ঙ্কর ঘোরতর গভীর গর্জ্জনে। লাগে ডর থরথর বর ভীত প্রাণে ॥ লণ্ড ভণ্ড খাদ্যভাণ্ড খণ্ড খণ্ড হলো। ভীত ধাতা মনোব্যথা পুত্র কোথা গেলো ॥ কম্পে পাত্র বর পাত্র বাস্ত পাত্র নিয়ে। কেহ বলে প্রাণে মলে জলে দিলে বিয়ে ॥ চক্ষে বালি বক্ষে ধুলী কক্ষে ঝুলি সাজে। ঘন বৃষ্টি ঝঞ্ঝ দৃষ্টি সৃষ্টি কাঁপে লাজে ॥ আড়ে ঝেড়ে আছে এড়ে পড়ে সর্ব্বজনা। বেশ ভিন্ন ছিন্ন কর্ণ বিদীর্ণ দশনা ॥ গোর বক্র নাসা ভগ্ন ঊরস্ক সকলে। হীন বল লজ্জা দল খল ভুগ্ন জলে ॥ ছিন্নকেশ অন্য বেশ ক্লেশ বড় পেয়ে। দোষ ফল বিন্দুদল জল থল হ্রাসে ॥ ইতস্তত ভয়ে ভীত পথ হারা হলো। কোথা ধাতা পুত্র কোথা যথা তথা গেল ॥ একি কায় দুঃখে ভুঞ্জ দেবরাজ আদি। লাগে ধন্দ মজে মন্দ নিরানন্দ বিধি ॥ খুঁজে থাবি ডুব ডুবি ভাবি শোকান্তর। বিধি শেষে জলে ভাসে হাসে পুরন্দর ॥ সমীরণে সর্ব্ব জনে প্রাণে বড় ক্লেশ। পলায়ন্তি সম্বাদ ভাবিলেক শেষ ॥ পথাপথ নাহি মত ইতস্তত চলে। বিধির নন্দন পড়ে সমুদ্রের কূলে ॥

অথ অপরূপ ঘটনা বিবরণ।

পয়ার। অতঃপর দণ্ডধর করহ শ্রবণ। লয়ে সেই সিন্দুক সিন্ধুর ভৃত্যগণ ॥ সিন্ধুতীরে সিন্দুক রাখিয়া সর্ব্ব জনে। করিছে ভ্রমণ সবে খাদ্য অন্বেষণে ॥ সিন্দুক খুলিয়া সেই ইন্দ্রের কুমারী। দেখিতেছে সিন্ধুতীর নিরীক্ষণ করি ॥ সেইকালে সেই স্থলে বিধির নন্দন। দৈবযোগে সিন্দুকে প্রবেশে তৎক্ষণ ॥ দেখে তার মধ্যে বৈসে উত্তমা কামিনী। তার

রূপে করে আলো তিমির যামিনী ॥ হইয়া আশ্চর্য্য সেই রবির নন্দন। করে স্তুতি কন্যা প্রতি বিনয়ে কারণ ॥ তোমার পরিচয় কহিল উত্তরে। আমি পুত্র ভাস্কর যে জন্ম লক্ষে লয়ে। তুমি সম নারী নাহি দেখেছি এমন। তুমি কেবে গিরিয়া মদন চঞ্চল ॥ এই রূপে দুই জনে হয় এক স্থান। রাখিল রাখিলে প্রভাত বিভাবরী ॥ কৌতুকে নিত্যই বহু প্রেম আলাপন। আমোদিলা মনের সাধে অনুক্ষণ ॥ এই রূপে দুই জন তথায় রহিল। সিন্ধুকে সৰ্ব্বদা পাত্র বন্দী ছিল মধ্যে মাঝে সিন্ধুকেতে বাস করে সিন্ধু। পাইলে চকোর যেন সুধা মাখা ইন্দু ॥ পুনঃ এক দিন বিধি গেল ইন্দ্রালয়ে। রহিলে দেখিয়া ইন্দ্র জিজ্ঞাসে আশয়ে ॥ এই বিধি পুত্র কন্যা কি করিলা কহ। বিধি কহে সেই কন্যে হয়েছে বিবাহ ॥ জানিহ আপন কন্যার সমাচার। কিছু নাহি গর্ভে মধ্যে সে কন্যার। শুনি চমৎকার ইন্দ্র সন্দেহ জন্মিল। ত্বরা করে সিন্ধুক আনিতে আজ্ঞা দিল ॥ ইন্দ্র আজ্ঞামতে সিন্ধু সিন্ধুক আনিল। সুরপতি শীঘ্রগতি সিন্দুক খুলিল ॥ তার মধ্যে দেখে এক আশ্চর্য্য ঘটন। ইন্দ্র কন্যা বিধি পুত্র বসে দুই জন ॥ দেখিয়া আশ্চর্য্য আর আশ্চর্য্য মানিল। ত্বরা করে উভয়েরে হেতু জিজ্ঞাসিল ॥ সিন্ধু বলে মহারাজ জানিত না জানি। নারিকেলে জল যেন সঞ্চারে আপনি ॥ অধোমুখ হৈল ইন্দ্র হইয়া লজ্জিত। বিধাতার লিপি সত্য মানিল নিশ্চিত ॥ অতএব মহারাজ কহি শুন ছলে। শুভা-শুভ কর্ম্মের যে ফল তাহা ফলে ॥ ভুবনে পালন কর্ত্তা যেই নারায়ণ। কেনহ ভুজঙ্গ ভুক তাহার বাহন ॥ সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মার বাহন যে মরাল। কেন হৈল তার খাদ্য অখাদ্য জঞ্জাল ॥ আদ্য হীন অনাদ্য দেবের মহাদেব। তার বৃষ খায় ঘাস খাদ্য কি অভাব ॥ যত কিছু দেখ রাজা কর্ম্মের মাহাত্ম্য।

শুভাশুভ ফল যত তাঁহার আয়ত্ত॥ নাহি শক্তি বিরিঞ্চাদি যতেক দেবতা। শুভাশুভ কর্ম্মেতে সতত কান্ত ধাতা॥ রাজা বলে হরিদাস বিচারে পণ্ডিত। অতঃপর আমি আর কি জানি কিঞ্চিৎ॥ হৃদয়ে বিধান করি শ্রীগুরুচরণ। রসিকরঞ্জন রচে রাজনারায়ণ॥

অথ মন্ত্রী প্রতি রাজা তুষ্ট হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা।

ত্রিপদী। তবে নৃপবর, হরিষিতান্তর, হরিদাসে জিজ্ঞাসিল। কহ সবিশেষে, গত রাত্রে কিসে, মন উচাটন হৈল॥ এ সুখ আমোদে, কিসের বিষাদে, ছিল তব মনোদাসা। শেষে দৈবক্ষেত্রে, এসে কারাগারে, কিসে বা হইল হাস্য॥ আমোদে মোহিত, পুষ্পবিকশিত, দেখি মোর চমৎকার। সংসার অনিত্য, জানি ইহা তথ্য, কহ সত্য সারোদ্ধার॥ শুনিয়া মন্ত্রিণী, কহিছেন বাণী, শুন নৃপ গুণমণি। ভয় কি নিশঙ্ক, করি মহাশয়, আজ্ঞা দিলে দৃঢ় জানি॥ নৃপতি হাসিয়া, মন্ত্রী আশ্বাসিয়া, কহে কিসে ভয় কহ। অভয় তোমার, কহ সারোদ্ধার, ঘুচাও মন সন্দেহ॥ রাজ আজ্ঞা শুনি, যোড় করি পাণী, নৃপতির প্রতি কয়। হইয়া গোপন, সব বিবরণ, শুনিবারে আজ্ঞা হয়॥ ভূপ ইহা শুনে, যাইয়া গোপনে, জিজ্ঞাসিল মন্ত্রীবরে। শুনি ততক্ষণ, মন্ত্রী বিচক্ষণ, কহিলেন মৃদুস্বরে॥ যেমত ব্যাভার, আপন ভার্য্যায়, পতি উপপতি সনে। হইয়া প্রকাশ, অন্তর উদাস, সে ভাব ভাবিয়া মনে॥ পরে দৈবক্ষেত্রে, বন্দি কারাগারে, মহিষীরে হেরি তথা। কোতোয়াল সঙ্গে, নানা কাব্য রঙ্গে, দৈব ক্ষেত্রে মন বাথা॥ দৈবে অকস্মাৎ, ক্রোধেতে আঘাত, কৈল উপপতি তারে। নিরাশ আবোধে, পুনঃ প্রেমসাধে, তার পায়ে রাণী ধরে॥ ঘুচিল সে দ্বন্দ্ব, মনেতে আনন্দ, জিজ্ঞাসিল উপপতি। দৈবের কোপেতে, হস্তের আঘাতে, হয়েছ কাতরা অতি॥ শুনি মৃদুহাসি, ক-

ছিল মহিষী, শুন প্রাণ বিবরণ। প্রহার দারুণ, তাহে মরণ, হইল চৌদ্দ ভুবন॥ রাণী ইহা বলে, সেই সেইকালে, হীন বুদ্ধি এক জন। শুনিয়া সভয়, করিল জিজ্ঞাসা, কিজ্ঞ [illegible] অন্বেষণ॥ মরি মনাগুণে, তাহে ইহা শুনে, সুখে হাসা প্রকাশিল। শুনহ রাজন, এই সে কারণ, পুষ্প বরিষণ হৈল॥ শুনি চমৎকার, হইল রাজার, সংসার অসার বোধ। অবিজ্ঞা অন্তরে, রমণী উপরে, কোতয়ালে অতি ক্রোধ॥ পুনঃ হরিদাসে, নৃপতি জিজ্ঞাসে, কি করি উপায় বল। কহে হরিদাস, ছাড়িয়া নিশ্বাস, বিহিত বিনাশ ভাল॥ আজি নিশাপতি, উপপতি সতি, অসতী স্বৈরিণী কয়। হীন বর্ণ ভক্তা, নীচ অনুরক্তা, উপভুক্তা বধে হয়॥ রাজা দিল সায়, দিবা অস্ত যায়, উপনীত হৈল নিশি। পূর্ব্ব রাত্রি মত, কব কাব্য কত, মন্দিরে আসি মহিষী। কোতয়াল সঙ্গে, নানা রাগ রঙ্গে, অনঙ্গে নিবারে বসি॥ সঙ্গে হরিদাস, কারে নাহি ত্রাস, সঘনে নিশ্বাস বহে। আপন যুবতী পরে দেয় রতি, তা দেখে কি প্রাণে সহে॥ তর্জ্জন গর্জ্জন, করিয়া রাজন, প্রবেশে মন্দির মাঝে। তীক্ষ্ণ অসি ধারে, বধিয়া দোঁহারে, তুষ্ট অতি নিজ কাযে॥ তবে হরিদাস, অন্তরে উল্লাস, ভূপতির প্রতি কয়। আমার রমণী, দুষ্টা সে স্বৈরিণী, তার কি কর্ত্তব্য হয়॥ শুনিয়া রাজন, কহে ততক্ষণ, যাই চল তব পুরে। উপপতি সনে, থাকে এক স্থানে, বধিব নিশ্চয় তারে॥ এত বলি রায়, মন্ত্রী পুরে যায়, দেখে দ্বারে দ্বার বন্ধ। হৈল হরিদাস, অন্তরে বিরস, নৃপবর নিরানন্দ॥ তবে দুই জন, করিল গমন, যথা খিড়কীর দ্বার। যাইয়া সত্বর, দেখি দ্বারবর, হৈল আনন্দ অপার॥ প্রবেশি অন্দরে, দেখে রমণীরে আছে উপপতি সঙ্গে। ক্ষণে আলিঙ্গন, ক্ষণে বা চুম্বন, প্রেম আলাপন রঙ্গে॥ মুখে মুখে মুখ, বুকে রাখি বুক, কি কৌতুক কব কত। দশনে দশনা, রসনে রসনা, বিবসনা কামাতুর॥ করে করি কর, [illegible]

পয়োধর, হৃদয় উপরে চাপে। জ্ঞানহৃদ হেরে, নিতম্ব প্রহারে, কামের কুহরে কাঁপে॥ বিপরীত রতি, দেখি রতি পতি, লাজ লয়ে পলাইল। মদন আগারে, নিতম্ব প্রহারে, পরিবিন্দু উথলিল॥ মন্ত্রী হেনকালে, গিয়া সেই স্থলে, বলে মরি প্রাণপ্রিয়ে। কহ সুনিশ্চয়, কত সুখোদয়, উপপতি কোলে নিয়ে॥ যেন অকস্মাৎ, মুণ্ডে বজ্রাঘাত, হতোধিক দুঃখ হয়ে। হয়ে দগ্ধাবৃত্তি, না হলে আহুতি, খেদে খেদে অশ্রু বহে॥ হারিয়ে বিষাদ, বিষম প্রমাদ, পতি হয়ে বাদ সাধে। যেন রাহু আসি, সুখেতে নিরাশি, গ্রাস কৈল প্রেম চাঁদে॥ করিতে এ কায, না হইল লাজ, দেখে কায় লাজ বাঁধে। রাজনারায়ণ, কহিছে তখন, পড়েছে বিষম ফাঁদে॥

অথ মন্ত্রী স্ত্রীর বিলাপ।

চৌপদী। পড়ে ধনী ধরা, বিচ্ছেদে অধরা, নিরখয়ে ধরা, অধোবদনে। লাজে অঙ্গ জরা, অনঙ্গে কাতরা, হয়ে জ্ঞান হারা, আপন জ্ঞানে॥ বিষম আঘাত, মুণ্ডে বজ্রাঘাত, গালে দিয়া হাত, বসিয়া ভাবে। চক্ষে বহে জল, অন্তরে অনল, হইল প্রবল, বল অভাবে॥ করে সুখ সাধ, হইল বিষাদ, দারুণ প্রমাদ, অদৃষ্টে করে। যদি এই দায়, মোর প্রাণ যায়, খেদ নাহি তায়, হয় অন্তরে॥ খেদ এই মনে, আমার কারণে, পাছে বধে প্রাণে, পরের বাছায়। বিষম আহ্লাদে, বন্দি হয়ে কাঁদে, দেখে প্রাণ কাঁদে, কি করি উপায়। হইয়া সুহৃদ, করিবারে হিত, হিতে বিপরীত, ভার্য্যার দোষে। একি সর্ব্বনাশ, করে সুখ আশ, সমূলে বিনাশ, প্রেম প্রয়াসে॥ প্রেম আশ হায়, করে যেবা যায়, এই দশা তায়, নিশ্চয় ঘটে। অপরের ধন, করিতে হরণ, নিশ্চয় মরণ, হয় সঙ্কটে॥ কহে হাসি, ও প্রাণ প্রেয়সী, কেন দুঃখে ভাসি, মর হুতাশে

মুচিল কংকুরি, মত্ত ভারিভুরি, ঘোর বন চুরি করয়ে বনে। তবে নরপতি, অতি শীঘ্রগতি, হয়ে আকর্ণিত প্রবেশ মনে। ভীষণ দর্শন, কণ্ঠে ধনে ধন, দুর্নিবার যন, ... ঘোরে। যুবতী কখন, দেখিয়া রাজন, উঠিয়া সদন, বসে চাকে। আপার তখন, খুলে সেই জন, তার কি কারণ, ... ॥ অংগে লেগে থাকে, মস্তকে পাকে, কেশে দিয়ে লাকে, কি কাম করে। তুলে দিয়া ধৌতি, নাঙ্গায়ে পেলটি, টানিলে ঘোমটা, আর কি সারে॥

৭৮

অথ মন্ত্রী স্ত্রীর উপপতির সহিত যুদ্ধ।

পয়ার। রাজা বলে ... শুনহ মন্ত্রী। ... মনস্তাপ দূরাও এখন॥ হীন বর্ণে অনুরক্ত হয় যে রমণী। তেজ্য বধ্য পতি পাকে শাস্ত্রে এই শুনি। বিশেষতঃ আত্ত তায়ী বধে নাহি পাপ। তীক্ষ্ণ অসি ধারে বধি দূরাও সন্তাপ॥ বিষ কিম্বা অগ্নি দিয়া নাশয়ে জীবন। অস্ত্রাঘাতে বধিতে আকাঙ্ক্ষা অবিরত। ধন হর্ত্তা ভূমি হর্ত্তা ভার্য্যা উপপতি। এই ষষ্ঠ আততায়ী শাস্ত্রেতে সম্মত॥ শুনি জানি হরিদাস রাজার বচনে। তীক্ষ্ণ অসি ধারেতে বধিল দুই জনে॥ দুই করে দুই মুণ্ড দুই জনে নিয়া। পুরীর পূর্ব্বের মন্দিরে প্রবেশিয়া। দুই মুণ্ড তার উপরে করে নিয়োজিত। লৌহ শলাবদ্ধ করি হয় পুলকিত॥ চারি মুণ্ড মন্দিরেতে রাখি দুই জন। রাজ্য ত্যাজি অরণ্য গেলেন তক্ষণ॥ ... বাস দ্বিজ দ্বিজগণ দাস। তার ... হতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥

অথ রাজকন্যার বিবাহ সজ্জা।

পয়ার। শুনহ ভূপতি এই পুর্ব্বের কারণ। চারি মুণ্ড এই স্থানে আছে নিয়োজন॥ হৃষ্টমতি নরপতি প্রশ্ন অর্থ শুনে। কন্যা দিতে বিপ্রসুতে স্থির কৈল মনে॥ সভা ভাঙ্গি ... উঠিয়া ভূপতি। নিজ পুরে গেল পরে হয়ে হৃষ্টমতি॥ ...

পরে পাত্রমীরে কহিল সম্বাদ। শুণ শুনে মনের পুরিল এ
সাধ॥ যুবতীর অনুমতি লইয়া ভূপতি। আরম্ভিল
কার্য্য পুলকিত মতি॥ কি কহিব কি শুনাব বিবাহ উৎ
ভাবিয়া ভাবের ভাব ভাবক বুঝহ॥ তদন্তরে নৃপবর
স্থির করে। অন্ত্যজে ভন্যারে নাজায় থরে থরে॥
বাদ নিজ নাদে পরাইল বাস। পৌর্ণমাসী প্রায় শশী
সুপ্রকাশ॥ নিরূপিত দিনাগত দেখিয়া রাজন। পর্য্য
সারে করে সভার সৃজন॥ পাত্র মিত্র পুরোহিত পুর
গণ। সমাদরে আনে পরে করি আবাহন॥ সর্ব্বজন
ক্রোস সভায় বসিল। সিপ্রমুহুর্ত্তে আনিতে নৃপতি আজ্ঞা দি
আজ্ঞা মাত্র বিপ্রসুতে করিল আদেশ। মনোহর রূপ
ধরি বরবেশ॥ কেশ বেশ বিন্যাস বাজায়ে বিবিধ বাদ্যে।
শিশু উপনীত রাজার সভাতে॥ সকাজন মগন মোহ
হইবে। অরুণ বরণ যেন মূর্ত্ত প্রথমে॥ সসম্বরে সম
সানন্দ ভূপতি। সভামধ্যে বসাইল অতি হৃষ্ট মতি॥ বি
বিধান দান দ্রব্য সাজাইল। পশ্চিমাদেশ্য মনোল্লাসে দ
বসিল॥ সহচরী করে ধরি রাজকুমারীরে। সসজ্জায় স
ইয়া আনিল বাহিরে॥ কন্যা কান্তি হেরি ভ্রান্তি
হইলা। জানে মেঘমাঝে গেল হইয়া ব্যাকুল॥ রাজ
হেরিয়া চপলা চিত্তে চান্দে। চিত্তে চন্দ্রাননী পদে পদি
কান্দে॥ ঋতুরাজ পেয়ে লাজ ব্যাজ নাহি সহে। হর যে
ধিক তাপ অঙ্গে অঙ্গ দহে॥ চিন্তান্তর সন্তাপর অ
প্রাণে। ব্রহ্মরূপ ভ্রান্তির হইল নিজ অঙ্গে হানে॥ মহী
রাজকন্যা অন্যে অতুলনা। ব্রহ্ম সুধাংশু গর্ব্ব খর্ব্ব গেল
কত বা কহিব আর কন্যার সৌন্দর্য্য। বয়স অশি
হইল অধৈর্য্য॥ অতি কামে নষ্ট হৈল রাজা দশানন।
মদন সবংশে মরিল দুর্য্যোধন॥ অতি রূপবতী সতী
পতিব্রতা। কলঙ্কিনী দুঃখিনী জনম দুঃখযুতা॥ অ

কোন কার্য্য না হয় শোভন। বক্সারকে মনু জিয়া কহেন
লিখন॥

বিপ্রসুতের বিবাহ সময়ে কন্যা হরণ।

পয়ার। বাদ্য ভাণ্ডে নানা বাদ্যে বাজিল ডঙ্কা। দৈব-
দোষে উপস্থিত বিপরীত কাণ্ড॥ দৈবে এক নিশাচর নি-
শিতে ভ্রমিতে। হইল মোহিত দৃষ্টে কন্যার রূপেতে। আচ-
ম্বিতে মায়া মেঘ করি আচ্ছাদন। বজ্রাঘাত আঘাতে শব্দ
হনে ঘন॥ গগনে গর্জ্জন ধ্বনি শুনি লাগে ভয়। ঝড় বৃষ্টি
মায়া বৃষ্টি অন্ধকারময়॥ সভা ভঙ্গ নিজ স্থান নিরক্ষীতে
নারে। হেনকালে নিশাচর প্রবেশিল পুরে॥ বলাৎকার
কন্যারে করিয়া আকর্ষণ। অন্তরীক্ষে লয়ে দুষ্ট করিল গমন॥
নিশাচর গেল ঝড় নিবৃত্তি হইল। পুনর্ব্বার সভা করি সুশোভিত
বসিল॥ তার পরে সবে করে কন্যা অন্বেষণ। না দেখিয়া
কন্যারে চিন্তিত সর্ব্বজন॥ একি দায় হায় হায় কন্যা কোথা
গেল। বহুক্ষণ অন্বেষণ অনেক করিল॥ না পাইল কোন
স্থানে কন্যার সন্ধান। না জানিল কন্যা কোথা করিল
পয়ান॥ দুঃখযুক্ত মাতা পিতা না দেখিয়া সুতা। দুঃখান্তর
ভাবে মম কন্যা গেল কোথা॥ উচ্চৈঃস্বরে সবে করে সভায়
ক্রন্দন। হইয়া ব্যাকুল মন সখা চারি জন॥ রজনীতে তথা
হৈতে বাহির হইল। নগর ভিতরে পরে প্রবেশ করিল॥
চারি জন আপন আপন দুঃখে লিপ্ত। নারী আশ ত্যজি
অন্তর হৈল ক্ষীপ্ত॥ রাজপুত্র তথায় ছাড়িয়া তিন জন। একা
একা চলিল কন্যার অন্বেষণ॥ বজ্রমত্ত রাজসুত প্রবোধ ক-
রিল। হইয়া নিরস্ত পরে ডাকিয়া কহিল॥ অতঃপর শুন
সবে আমার বচন। এক বর্ষ মধ্যে যদি আইস কোন জন॥
কান্যকুব্জ নগরে করিবে অন্বেষণ। অন্বেষণে তথা মোর পাবে
দরশন॥ এত বলি রাজপুত্র নিরব হইল। তিন জন তিন
দিকে গমন করিল॥

রাজপুত্রের প্রবোধ সূচনা।

[illegible]। বায়ু অগ্নি জগতের শাস্ত্রের লিখন। সে [illegible]যোগে আগু হয় প্রজ্বলন॥ সেই বায়ু হয় যার [illegible]। বেদ বিধি ব্রহ্মা আদি নিবারিতে নারে। কামিনী মনাগুণে হয় প্রজ্বলন। সে আগুনে নিজগুণে সমীরণ॥ মনাগুন প্রবল হইলে সমীরণে। স্নেহ [illegible] উষ্ণ দুটি হুতাশনে॥ সংসার আরম্ভ নারী বিরোধ [illegible] অঘটন সংঘটন তাহার কারণ॥ সর্ব্বদা কপট যুক্ত মায়াময়। অবিশ্বাসে সবিশ্বাসে সাহস অতিশয়॥ [illegible] আশে সবংশে করিল দশানন, যার লোভে হৈলে [illegible]লোচন॥ পঞ্চ বায়ু বিধাতা দারুণ নারী আশে। হতে এক মুণ্ড গেল ভাগ্য বশে॥ রক্তবীজ বীজ নষ্ট উপসুন্দ। নারী আশে সবংশে মরিল চণ্ডমুণ্ড॥ অন্ত কীচক মরিল নারী আশে। ভার্য্যা লোভে পাণ্ডুরাজা বনবাসে॥ অতএব শুন তাব [illegible] বচন॥ যুবতী [illegible] জলে না করে ভ্রমণ॥ সে রসে হইয়া বশ রয়েছ নিদ্রা [illegible] না দেখ কন্দর্প আছে জাল আচ্ছাদিয়ে॥ থাকিতে [illegible] জ্ঞান কেন হও অন্ধ। সে জলে নিশ্চয় [illegible] হবে [illegible] অনাস্থ দুরন্ত সেই মদন দৈবকর্ত্ত। জ্ঞান কেন অকারণ মন মন্দ। সুধা আশে নারী পাশে কদাচ থেকোনা। [illegible] কটাক্ষ বাণে প্রাণে দিবে হানা॥ অপযশ ঘোষণা [illegible] অহিকে অক্ষয়। দয়া ধর্ম্ম মর্ম্ম হীন ক্ষীণ হয় লাজ॥ ম[illegible] পিতা ভ্রাতা আদি সবে হবে পর। বন্ধু ভেদ বিচ্ছেদ [illegible] নিরন্তর॥ চিত্ত দস্যু উদরস্থ না কর কখন। তবে কেন কু[illegible] টাঙ্গ কুকর্ম্মেতে মন। ইন্দ্রিয় শূকর তুল্য অভক্ষ্য ভক্ষ অতএব ভক্ষণে রত কুপথ গমন॥ জ্ঞান চক্ষে দেও মন বিবে[illegible] অঞ্জন। নিবৃত্তির বশ তুমি হও মম মন॥ যখন ইন্দ্রির ক[illegible] হবে অনিবার। প্রবোধ অবশ তারে করিবে প্রহার॥ ধৈর্য্য

কপোল স্তনেতে নখ করিয়া যতন। লজ্জা নাশি রজ্জু দিয়া করহ বন্ধন॥ শৃঙ্গ পাদ পৃষ্ঠ বক্ষ মুখ ভুজ আছে। অনুরাগে দিয়া পান তুষ্ট কর কাছে॥ এমতে রাখিলে বশ থাকিবে সে জন। শাস্ত্র মত বটে কথা তবু [illegible]। যখন সে ধনী সঙ্গে অনিবার হবে। [illegible] রজ্জু নাহি কোথা প্রবেশিবে॥ দ্বিজ রাজনারায়ণ করে নিবেদন। অন্তে যেন পাই ক্লদে শ্রীনাথ চরণ॥

পাত্রপুত্র শ্রীরাজ্য গমন এবং তথাকার বর্ণন।

পয়ার। চলিল পশ্চিমদিগে পাত্রের নন্দন। নারী আশ ছাড়ি নিশ্বাস ঘনে ঘন॥ ভাবে মনে নারী বিনে না আসিব আর। শরীর সংহার হয় আশার সুসার॥ অদৃষ্ট অনিষ্ট হেতু কত পাই এত। রাজ্য ভ্রষ্ট ধন নষ্ট নষ্ট বুদ্ধি হত॥ একি দায় প্রাণ যায় উপায় কি করি। অকূলে পাইতে কূল নাহি কূল তরী॥ তাতে দুঃখসিন্ধু বাড়ে বন্ধুগণ খেদে। নিরাশ্রয়ে নিরুপায়ে মরি যে বিষাদে॥ এই মত পাত্রসুত ভাবিয়া বিস্তর। উপনীত হৈল এক পশ্চিম নগর॥ কামপুর নাম সে নগর মনোরম। সুরাসুরে তিন পুরে নাহি তার সম॥ তদন্তরে ধীরে ধীরে প্রবেশে নগরে। কে পারে বর্ণিতে যত অদ্ভুত সে হেরে॥ গ্রাম্য মধ্যে দেখে এক অপূর্ব আলয়। যে আলয় হেরি ইন্দ্রালয় লয় হয়॥ মন্ত্রীসুত চমৎকৃত চারিভিতে হেরি। যে দিগে নিরখে দেখে সেই দিকে নারী॥ তদন্তর পাত্রসুত ডাকি এক নারী। জিজ্ঞাসিল রমণীরে এই কার পুরী॥ এত বলি সে রমণী কহিল তাহারে। জানহ বৃত্তান্ত এর প্রবেশি ভিতরে॥ শুনিয়া পাত্রের পুত্র চমৎকৃত মন। ধীরে ধীরে সেই পুরে করিল গমন॥ প্রথম দ্বারেতে দেখে অপূর্ব ঘটন। অস্ত্র ধরিয়াছে দ্বারী যত নারীগণ॥ এই মত দ্বারে দ্বারে কত শত জনা। প্রবেশিতে

ভিতরেতে সারি সারি করে যানা ॥ এইরূপ অপরূপ দে
দেখিতে। প্রবেশ করিল এক অপূর্ব্ব পুরীতে ॥ সু
গঠনে সুবর্ণ করে আলো। নিশাকর কর করে তার
জাল ॥ শ্বেত পীত ঝাড় কত অবিরত দোলে কটা
চাহিলে মুনির মন ভুলে ॥ চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত নী
মণি। অপূর্ণ চন্দ্রিমা তুল্য দর্পণ নাখানি ॥ নাহি
রত্ন পড়ে স্থলে স্থলে। শোভাকর মণি চুণি মুকুতা প্রব
এইমত কত শত দেখিতে দেখিতে। প্রবেশ করিল এক
মধ্যেতে ॥ উত্তম আসনে বৈসে নারী দুই জন। সঙ্গ
করে চামর ব্যজন ॥ যন্ত্রিণী মন্ত্রিণীগণ বৈসে আসে
রূপকূপ রূপবতী কত শত বৈসে ॥ দেখিয়া পাত্রের
দুই যুবতী। মদনে মোহিত মন উচাটন মতি ॥
বর্ণনা কি করিব পদে পদে। কামের বাসনা পুরে ধ
পদে ॥ জগতে উত্তমা আনি রম্ভা তিলোত্তমা। বে
কন্তু নয় তার দাসী সমা ॥ আপনি অনঙ্গ সেই অঙ্গ
নয়ন কটাক্ষে আছে পঞ্চবাণ লয়ে ॥ যার প্রতি যুবতী
উন্মিলয়। পঞ্চবাণ তার প্রাণে হানয়ে মদন ॥ পা
মোহিত হেরিয়া নারীগণ। সমাদরে সভা মধ্যে বসায়
পাত্রস্থতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। নকান্তরে স্তুতি
দুঃখ নিবেদিল ॥ দুঃখ বার্ত্তা শুনিয়া যুবতী দুই জনা।
দুখী অতি দুঃখী সজল নয়না ॥ সহচরীগণে তবে
করিল। আজ্ঞা মাত্র ততক্ষণ উদক আনিল ॥ ক
দাসীগণ পদ প্রক্ষালন। জলপান দ্রব্যাদি করিয়া আ
প্রধানা যুবতী দোঁহে পাত্রপুত্রে কয়। জলপানে আ
কর মহাশয় ॥ শুনিয়া পাত্রের পুত্র বিনয় বচন।
সামগ্রী তার করিল ভক্ষণ ॥ কতক্ষণে দিবাকর কর
শেষ। দব শূন্যে সুলাবণ্যে যামিনী প্রবেশ ॥ ত
কামিনীগণ যামিনী সময়ে। আরম্ভিল গীত বাদ্য যন্ত্র

পিয়ে ॥ গান শুনে মগ্ন মনে পাত্রের নন্দন। সুস্বরে সি-
শায়ে সুর গায় কতক্ষণ ॥ শুনিয়া মোহিত কত নারী দুই
জনা। আরম্ভিল নিজ স্বর হইয়া মগনা। তাঁদের গানের
ভাব কত ভাব উঠে। দম্পত্য মিলন যেন এই রূপ ঘটে ॥
লাগি ভাব আবির্ভাব আপনি অনঙ্গ। উথলিল রসাভাসে
রসের তরঙ্গ ॥ তত্তপরে পোঁছে হৈল গীত বাদ্য সায়। আ-
পন সঙ্গিনীগণ দিলেন বিদায় ॥ পাত্রপুত্রে কহে তবে হইয়া
নির্জ্জন। আমা দোঁহাকারে তব ইচ্ছা হয় মন ॥ শুনিয়া
হাঁসিয়া বলেন আমিত না জানি। ইহার সিদ্ধান্ত কর মনে
অনুমানি ॥ এত শুনি দুই জন তাহার বচন। অন্য স্থলে
এক জন করিল শয়ন ॥ আর জন লয়ে সেই পাত্রের কুমারে
প্রেম বশে নব রসে তুষিল তাহারে ॥ নানা মত রব কত
কাব্য আলাপন। ভাবে বুঝ ভাবের ভাবক যেই জন ॥ চির
বিরহিণী ধনী ছিল যে আগুনে। সে আগুন নিবারণ সুবঙ্ক
মিলনে ॥ কতক্ষণে রজনী হইল আসি শেষ। তমো নাশি
দিবা আসি করিল প্রবেশ ॥ প্রভাতে উঠিয়া তবে পাত্রের
নন্দন। নিত্য মত কর্ম্ম যত কৈল সমাপন ॥ যত দাসীগণ
আসি নিযুক্ত হইল। মনোসুখে উভয়কে স্নান করাইল ॥
মন আশে দিব্য বাসে করাইল বেশ। সে ঠাম দেখিলে কাম
হয় প্রাণে শেষ ॥ দেখি রূপ রসকূপ নারী দুই জনা। হেরি
চান্দে চকোরিণী যেমত মগনা ॥ তদন্তর দিব্য করি খাদ্য
আয়োজন। মনোসুখে পাত্রসুত করিল ভোজন ॥ সুরসাল
তাম্বূল আনিয়া দিল পরে। খাইয়া তাম্বূল অতি আনন্দ
অন্তরে ॥ তদন্তরে পাত্রসুত করিল শয়ন। চামর ব্যজন
করে সহচরীগণ ॥ কুঙ্কুম কস্তুরী মৃগমদ সুচন্দন। মনো-
সুখে করে কেহ অঙ্গেতে লেপন ॥ হৃষ্টমনে সুখাসনে সুখে
নিদ্রা গেল। রঙ্গে ছলে দিবা গত যামিনী আইল ॥ তদ-
ন্তরে আইল সেই নবীনা যুবতী। বার সহ পূর্ব্ব রাত্রে না

ভুঞ্জিল রতি ॥ দাসীগণে তক্ষণে দিল অনুমতি। বিদায় লবে গেল শীঘ্রগতি ॥ অনঙ্গ বাণেতে হয়ে ে ঙ্কিত অঙ্গ। অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া কৈল নিদ্রা ভঙ্গ ॥ ভঙ্গে পাত্রসুত চাহে ততক্ষণ। যামিনী কামিনী কাছে অন্তমন ॥ প্রেমবাক্য কৌশলে বাড়াইয়া অনুরাগ। ষিল আনন্দেতে মদনের যাগ ॥ ঘন ঘন আলিঙ্গন প্রহার। উথলিল উভয়ের সুখ পারাবার ॥ প্রেমে মত্ত তত্ত্ব প্রেম নিত্য বাড়ে। পলকে প্রলয় হয় তিলেক না ছা ত কব নিত্য নব প্রেমের উল্লাস। কাম বাণ মনসিজ কৈল নাশ ॥ উভয়ে প্রণয় সমা কেহ কম নয়। কায়া মত সদা সদালাপে রয় ॥ এই মত কিছু দিন করিল ব এক দিন দৈবাধীন শুন বিবরণ ॥ দ্বিজ শিবচন্দ্র নাম গণ দাস। তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ ॥

স্ত্রীরাজ্যের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণে পাত্রসুতের পলায়ন।

পয়ার। যামিনীতে কামিনী লইয়া সুখে কোলে। তারে জিজ্ঞাসিল প্রেমের কৌশলে ॥ শুন শুন প্রাণ আমার বচন। এই রাজ্যে নারীময় হৈল কি কারণ ॥ যে নিরখি দেখি সেই দিকে নারী। বুঝিতে ইহার ভাব ত নাহি পারি ॥ ত্রিভুবনে নয়নে না হেরি হেন দেশ। দয়া তুমি মোরে শুনাহ বিশেষ ॥ এত শুনি চন্দ্রাননী কহে ণ। শুন শুন প্রাণনাথ পূর্ব্ব বিবরণ ॥ চিত্ররথ নামে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর। এই স্থানে নির্জ্জনে থাকিত নিরন্তর ॥ আন লইয়া সঙ্গে সহস্র রমণী। কিছু দিন রঙ্গে সুখে দিবস রজ দ্বারে দ্বারী যত নারী অস্ত্র হাতে করে। অন্য জনে নাহি প্রবেশিতে নারে ॥ সারি সারি নারী নারে কা কাতার। কেহ বেচে কেহ কেনে আনন্দ অপার ॥ এক দি

চিত্ররথ উদ্যানেতে গেল। সেই স্থলে কিছু দিন বিলম্ব হইল॥ সুচিকর্ণ নামে এক দৈত্য কদাচারি। প্রবেশিল সেখানে গন্ধর্ব্ব রূপ ধরি॥ চিত্ররথ ভাবিয়া যতেক নারীগণ। প্রেমরসে মন্দাবেশে তোষে তার মন॥ কত মত যতেক যুবতী রতি দানে। নিগূঢ় বৃত্তান্ত তার কেহ নাহি জানে॥ এক দিন চিত্ররথ রথ আরোহণে। উপনীত হৈল আসি আপন ভবনে॥ দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে চমৎকৃত হলো। ওমা একি দেখি দেখি কে পুনঃ আইলো॥ দানবেরে চিত্ররথ ক্রোধেতে জিজ্ঞাসে। কে তুমি কোথায় হৈতে আইলে মোর বাসে। এত শুনি সুচিকর্ণ করিল উত্তর। আমারে কি নাহি চিন তুমিরে বর্ব্বর॥ আমার আলয় এই আমার রমণী। কে তুমি আইলে হেথা আমিত না চিনি॥ এত শুনি চিত্ররথ দুষ্টের বচন। সঘনে কম্পিত অঙ্গ তর্জ্জন গর্জ্জন॥ লম্ফ দিয়া মস্তকেতে ধরিয়া তাহারে। ক্রোধে করে পদাঘাত দৈত্যের উপরে॥ চিত্ররথ আঘাতে সক্রোধ হয়ে মন। দুই জনে মহাযুদ্ধ আরম্ভে তখন॥ নানামত বাহু যুদ্ধ করিয়া বিস্তর। বলহীন সুচিকর্ণ হইল কাতর॥ ক্রোধ ভরে দানবেরে পাড়িল ভূতলে। সকাতরে সুচিকর্ণ চিত্ররথে বলে॥ দৈবে তুয়া দর্পচূর্ণ পূর্ণ হৈল আশ। অধমেরে দয়া করি না কর বিনাশ॥ সকাতরে যোড় করে বিনয় করিল। দয়া করি দানবেরে প্রাণে না মারিল। ক্রোধভরে তাহারে কহিল শাপবাণী। অধর্ম্ম হেতুক তুমি হইবে স্ত্রীযোনি॥ এই দেশে না হইবে পুরুষ উৎপত্তি। প্রজা রাজা এ স্থলের হইবে যুবতী॥ অন্য দেশ হৈতে যদি পুরুষ সঞ্চার। তার সহ করে কেহ রতি ব্যবহার॥ তার অঙ্গ সঙ্গে যদি নারী গর্ভ ধরে। তবেত পুরুষ হবে দেশ ব্যবহারে॥ শুনিয়া দারুণ শাপ যতেক যুবতী। চিত্ররথ চরণে ধরিয়া করে স্তুতি॥ অঙ্গ সঙ্গে যদি প্রভু না বাঁ-

তিবে পতি। বল দেখি অবলার কি হইবে গতি॥ এক ভ্রুতি বাণী দয়া উপজিল। উপদেশ কথা শেষ সবারে ক অন্যস্থলে নাহি দোষ তোমা সহ রতি। কিন্তু এখা হইলে মরিবেক পতি॥ পাপেতে পতিত দেশ শুন মহা পাপ ভ্রষ্ট রাজ্য নষ্ট এই হেতু কয়॥ শুনিয়া এ কথা পাত্রের নন্দন। যুবতীর পদে ধরি করয়ে ক্রন্দন॥ না ব মা মা বুঝিয়া ভুঞ্জিলাম রতি। বল প্রাণ কিসে মোর নিস্কৃতি॥ শুনিয়া সুন্দরী তারে কহে ততক্ষণ। যদি অঙ্গীকার করিব মোচন॥ পাত্রসুত বলে প্রাণ কহ কথা। আজ্ঞা তব কদাচ না করিব অন্যথা॥ একাঙ্গে মোর সঙ্গে প্রেমরবে। মোর আজ্ঞা কদাচ অবিজ্ঞা ক রিবে॥ শুনিয়া স্বীকার কৈল পাত্রের নন্দন। আপ মন্ত্র ধনী করিল স্মরণ॥ কি কব মন্ত্রের তেজ শুন বিব একাসনে দুই জনে করিল গমন॥ প্রভাত যামিনী গিরির নিকটে। সেই স্থলে নামি দোঁহে বৈসে অকপ জল পান করি দোঁহে হৈল হৃষ্টমন। তদন্তরে ধীরে করিল গমন॥ দ্বিজ শিবচন্দ্র নাম দ্বিজগণ দাস। আজ্ঞামতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥

অথ পাত্রপুত্র পাষাণ মূর্ত্তি স্পর্শনে, পাষাণ হওনের বিবরণ।

পয়ার। অনন্তর শুন এক দৈবের ঘটন। গিরির নি দোঁহে করিছে ভ্রমণ॥ এক স্থানে দেখে বহু পাষাণ পুত্ত দেখি দুই জন মন অতি কুতূহলী॥ পাষাণ নির্ম্মাণ অশ্ব গজ খর। মনুষ্য আকার মূর্ত্তি আছয়ে বিস্তর॥ নারী এক করি দরশন। হইল পাত্রের পুত্র মন উন॥ যে কন্যারে পাত্রসুত করে অন্বেষণ। তার প্রতি রূপ কিবা রূপ গঠন॥ আহ্লাদ হইয়া অতি কন্যার মোহে

সেই অঙ্গ পরশিল পাষাণ দেহেতে ॥ যেই মাত্র সেই শিলা হয় পরশিল। স্পর্শ মাত্রে নিজ দেহ পাষাণ হইল ॥ পাত্র জ্রে দেহ যদি হইল পাষাণ। আশ্চর্য্য দেখিয়া ধনী হইল য়মান ॥ বহু মত মন্ত্র যত জানিত যুবতী। নিস্তারিতে পালাদেহ করিল যুকতি ॥ মন্ত্র বল বিফল দেখিয়া সে যুবতী নবের নিগ্রহ হেতু আপন দুর্গতি ॥ দুঃখনীরে রূপবতী হ-ল মগনা। অনেক বিলাপ করে সজলনয়না ॥ বিলাপ র্দনা কেবা বাধিবারে পারে। সে খেদ শুনিলে পরে পাষাণ বিদরে। বিপদ সময়ে খেদ উচিত না হয় ॥ অন্বেষণে করি বল উপায় চেষ্টায় ॥

অথ পাত্রসুত পাষাণ দেহ হইতে উদ্ধার এবং স্ত্রী প্রাপ্ত।

পয়ার। এই মতে অরণ্যেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। উপনীত হইল এক নদীর তীরেতে ॥ দেখিল মন্দির এক নদীর ত-টেতে। প্রবেশ করিল ধনী তাহার মধ্যেতে ॥ কালীরূপা কালদারা কাল বিনাশিতে। ত্রিলোক জননী তারা ত্রিতাপ নাশিতে ॥ মুক্তকেশী করে অসি মুণ্ড বামহাতে। ভবার্ণবে ভেবে ভব চরণ তলেতে ॥ শরীর রোমাঞ্চ সেই রূপ দর্শ-নেতে। প্রণমিয়া যুবতী দাঁড়ায় যোড়হাতে ॥ করিল অনেক স্তব একান্ত মনেতে। সুপ্রসন্না ভবজায়া না হৈল তাহাতে ॥ নিরাশ ভাবিয়া কন্যা আপন মনেতে। স্থির কৈল সেই স্থলে প্রাণ তেয়াগিতে ॥ তীক্ষ্ণ এক অসি ছিল দেবীর পার্শ্বেতে। সেই অসি রূপসী লইল নিজ হাতে ॥ উদ্যতা হইল দিতে আপন গলেতে। হেনকালে দৈববাণী পাইল শুনিতে ॥ হয়েছি সন্তুষ্টা আমি তোমার স্তবেতে। পাষাণ মোচন হবে তোমার পুণ্যেতে ॥ আমার চরণামৃত লৈয়া সত্বরেতে। ছিটাইয়া দেহ গিয়া পাষাণ দেহেতে ॥ সন্দেহ না ভাব তুমি

আমার বাক্যেতে। শুনি সুন্দরী অতি হাসিয়া ভুমিতে॥ দেবীর চরণামৃত লৈয়া যতনেতে। ছিটাইয়া দিল যত পাষাণ দেহেতে॥ জল ছিট অর্থান্তত দেবীর বরেতে। পূর্ব্বমত দেহ যত হৈল আচম্বিতে॥ পশু পক্ষীগণ যত ছিল সে স্থলেতে। সকলে পাইল ত্রাণ পাষাণ হইতে॥ সাধুকন্যা পতি সহ পাইয়া পরিত্রাণ। যুবতীরে স্তুতি করে বিবিধ বিধান॥ তদন্তরে দেখ এক অপূর্ব্ব ঘটন। হইল পাষাণ মুক্তা কন্যা এক জন॥ পাত্রসুতে বহুবিধ স্তবন করিল। কে তুমি বলিয়া তারে হেতু জিজ্ঞাসিল॥

অথ পাষাণ বিবরণ দণ্ডী চণ্ডী উপাখ্যান।

পয়ার। সুকৌশলে কন্যা বলে শুন সেই কথা। ওই আমি বিপ্র পত্নী বিপ্রের দুহিতা॥ উদ্যানক নাম মুনি ছিল মোর পিতা। দণ্ডীনামে স্বামী আমি তাহার বনিতা॥ পিতৃ গৃহে রহিলাম যৌবন সংযুক্তা। কুলক্ষেতে কুবুদ্ধিতে হৈলাম অন্যমতা॥ ত্যজি পতি রতি আশে পরপতি রতা। প্রকাশ হইতে নাহি থাকে পাপ কথা। তদন্তর পতি মোর পাইয়া বারতা। নিজ গৃহে লইয়া গেল হয়ে উদ্যোগিতা॥ পতি গৃহে রহি সদা হইয়া দুঃখিতা। নিরন্তর অন্তর চিন্তার অনুগতা॥ দৈবেতে বসন্ত নিশি হইল আগতা। কুহরে কোকিল কত বৃক্ষ কুসুমিতা॥ বসন্ত দুরন্ত অতি কৃতান্ত সমতা। দহে অঙ্গ অনঙ্গ অনঙ্গে নিয়োযিতা॥ তাতে আমি নহি নিজ পতি অনুগতা। মনোমত উদ্ভব অন্তর দুঃখাকুলা॥ রতি লোভে উপপতি করিলাম সেথা। ক্রোধিত হইয়া পতি দেখি অনাবৃতা॥ ক্রোধে বলে দণ্ডীচণ্ডী হইল দুশ্চরিতা। তার সমুচিত ফল পাইবে নিশ্চিতা॥ এত বলি ক্রোধে মোরে কহে শাপ কথা॥ হইবি পাষাণ তুই নহিবে অন্যথা॥ ত্রাস্তা পতির শাপেতে হইয়া চিন্তিতা। স্তুতি করি পদে পড়ি

করিল ব্যগ্রতা ॥ ক্রূর বাক্য অখণ্ডন হই আমি শিলা। সক্রোধে স্পর্শিলে মোরে করি অবহেলা ॥ পর পতি স্পর্শন পাপেতে দিলা শাপ। তাতে আর অধিক বাড়িবে অনুতাপ॥ সর্ব্ব জাতি দেহ মোর করিবে স্পর্শন। ভেদাভেদ না করিবে পশু পক্ষীগণ ॥ এত শুনি স্তুতি বাণী কহিল বিধান। তোরে যে স্পর্শিবে সেই হইবে পাষাণ। দেখিতে দেখিতে দেহ পাষাণ হইল। সন্দভবে পতি মোর এথা রাখি গেল ॥ অতঃপর এই মোর পূর্ব্ব বিবরণ। তোমার পুণ্যেতে মোর শাপ বিমোচন ॥ কহিয়া বিপ্রের কন্যা পূর্ব্ব বিবরণ। তীর্থ পর্য্যটনে তবে করিল গমন ॥

অথ সাধু কুমারীর গন্ধর্ব্ব গ্রস্ত বিবরণ।

পয়ার। পাত্রসুত দণ্ডী কথা করিয়া শ্রবণ। সাধু কুমারীরে তবে জিজ্ঞাসে কারণ ॥ সুন্দরী পাষাণগ্রস্তা হৈলা কি প্রকারে। কি প্রকার আইলা এথা কহ সুবিস্তারে ॥ কন্যা বলে শুন তবে কহি বিবরণ। কহিতে লোমাঞ্চ হয় ভয় সংঘটন ॥ শয়নে তোমার সহ ছিলাম বাসরে। কিছু নাহি জানি রাত্রে নিদ্রায় কাতরে ॥ প্রভাত সময়ে মোর হৈল নিদ্রা ভঙ্গ। দেখিয়া গন্ধর্ব্ব মোর হইল আতঙ্ক ॥ ভয়েতে ত্রাসিতা হয়ে মুদিলাম আঁখি। এথায় গন্ধর্ব্ব মোরে আনিয়া একাকি ॥ শৃঙ্গারাভিলাষে মোরে লইল নির্জ্জনে। শিলার বৃত্তান্ত সে গন্ধর্ব্ব নাহি জানে ॥ যেমন গন্ধর্ব্ব মোরে এখানে আনিল। শিলা পরশনে অঙ্গ শিলাময়ী হৈল ॥ ভঙ্গের গন্ধর্ব্বের না জানি কারণ। শুনিয়া পাত্রের পুত্র চমকিত মন ॥ একাসনে তিন জনে বসিয়া তখন। আকর্ষণী মন্ত্র পুনঃ করিয়া স্মরণ ॥ ততক্ষণে অন্তরীক্ষে গমন করিল। সাধুর আলয় আসি উপনীত হৈল। কন্যা সহ সাধু দেখি আপন জামাতা। আনন্দ অন্তরে তবে জিজ্ঞাসে বারতা ॥

শুনাইল পাত্রপুত্র সব বিবরণ। আনন্দেতে মগন হইল সর্ব্ব জন॥ কিছু দিন সেইরূপে করিয়া যাপন। রাজপুত্র জন্য হয়ে মন উচাটন॥ আকর্ষণী মন্ত্র তবে শিক্ষা করে পরে। কান্যকুব্জে যাইব কহিল সদাগরে॥ শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে বিদায় হইল। আপনার দুই ভার্য্যা নির্জ্জনে ডাকিল॥ দুইজনে বহুবিধ বিনয় করিয়ে। উভয়েরে সমর্পণ করিয়া উভয়ে॥ পতির বিদায়ে দোঁহে সকাতরা হৈল। পাত্র পুত্র কান্যকুব্জ গমন করিল॥ সাধুপুত্র দক্ষিণেতে করিল গমন। যে প্রকারে পাইল তার নারীর জীবন॥ অতএব সে সব করিব বিরচন। যাহাদৃষ্টে পুলকিত হবে গুণিগণ॥ গুরু পদাম্বুজ রজ করি শিরে ধার্য্য। রচে গ্রন্থ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য॥

অথ সদাগরের পুত্র বিবস্ত্র রাজ্যে গমন।

ত্রিপদী। সদাগর সুত, হয়ে দুঃখাবৃত, আপন ভার্য্যার শোকে। সঘনে নিশ্বাস, ছাড়ি প্রাণ আশ, মনোদাস্য মনো দুঃখে॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পথ বিশ্রামেতে, উপনীত এক দেশে। অতি চমৎকার, সে দেশের ব্যাভার, সর্ব্ব জীববাসে॥ অপরূপ দেশ, নাহি লজ্জা লেশ, নারীগণ বিবসনা। সবে পরস্পরে, কারে নাহি হেরে, সমভাব সর্ব্বজনা॥ বাজার সভায়, যেবা কেহ যায়, সেই সে কপিন পরে। সভা হৈলে ভাঙ্গা, ছাড়ি ফেলা খণ্ডা, জড়ায় মস্তকোপরে॥ নাহি ভদ্রা ভদ্র, ধনে দরিদ্র, নাহি জ্ঞান কর্ম্মকাণ্ড। যদি কোন জন, পরয়ে বসন, নৃপতি করয়ে দণ্ড॥ সবে নত শির, দেখিতে কুৎসির, পরস্পরে নাহি দৃষ্টি। ভাবে সাধুসুত, হয়ে চমৎকৃত, সৃষ্টি ছাড়া একি সৃষ্টি॥ ভাবিতে ভাবিতে, দেখ আচম্বিতে, বিপ্র এক উপনীত। পাইলে রতন, দরিদ্র যেমন, ততোধিক পুলকিত॥ করি স্তুতি নতি, অনেক মিনতি, হেতু জিজ্ঞাসিল পরে॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণ, কহিছে তখন, পূর্ব্ব বার্ত্তা সুনি তারে॥

অথ ঐ রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ ।

ত্রিপদী । পূর্ব্বে এই দেশ, ছিল সমাবেশ, অশেষ প্র-
কার সুখে । বহু পুষ্পবন, ছিল সুশোভন, অম্বুজে ছিল
শাকে ॥ বহু সরোবর, হেরি মনোহর, জল সহ তরু কাছে ;
ফুল নলিনী, সে নীর স্বামিনী, হেরি ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
পরে এক দিন, শুন বিবরণ, ইন্দ্রের নৃত্যকীগণ । যাইতে
নভভারে, জল শোভা হেরে, মোহিত হইল মন ॥ কথায়
থায়, আসিয়া তথায়, উপনীত হয়ে তীরে । ত্যজিয়া বসন,
বিদ্যাধরীগণ, নামি সরোবর নীরে ॥ করি স্নান মজ্জ, ত্যজি
লজ্জা, মগনা হইয়া অতি । আছে মগ্ন জলে, শুন হেন
কালে, এক দৈবাধীন গতি ॥ বিধির ঘটন, যুবা এক জন,
আসে সেই সরোবরে ; উচাটন মন, বিচিত্র বসন, হেরি সরো-
র তীরে ॥ বস্ত্র লইতে লোভে, লোভে জন্মে ক্ষোভে, ক্ষোভে
পাপে মরে । হয়ে অতি লুব্ধ, ব্রাহ্মণ সে ক্ষুব্ধ, বস্ত্র হরি
গেল পরে ॥ জলক্রীড়া সারি, যত বিদ্যাধরী, উঠে কতক্ষণ
পরে । না দেখি বসন, বিষাদিত মন, ভিজেছে দৈবের ফেরে ॥
করিয়া চিন্তন, দুষ্ট আচরণ, বুঝিলেন তদন্তরে । জানিয়া কা-
রণ, বিদ্যাধরীগণ, দিল শাপ ক্রোধভরে ॥ যেজন বসন,
করিল হরণ, দিল লজ্জা সবাকারে ; না হবে বিফল, ফলিবে
এ ফল, বস্ত্রহীন ঘরে ঘরে ॥ হবে লজ্জাহীন, লজ্জার কারণ,
রবে রবে নতশিরে । যেমন কুকর্ম্ম, ফলিবে সে ধর্ম্ম, দুষ্করে
দুষ্কর মরে ॥ হয় যদি বাস, তবে হবে ত্রাস, দণ্ডিবেক নৃপ-
বরে । এই শাপ দিয়ে, অন্তর্ধান হয়ে, সবে গেল স্বর্গপুরে ॥
সেই সে কারণ, দেশ বস্ত্রহীন, দুরন্ত শাপের ফেরে । শুনিয়া
বচন, সাধুর নন্দন, অন্য স্থানে যাত্রা করে ॥ রাজনারায়ণ,
করিল রচন, ত্রিপদী বিস্তার করে । বিবস্ত্র দেশের, এই পূর্ব্ব-
কার, ব্যবহার দৈব ফেরে ॥

অথ সদাগরের পুত্র ত্রিনেত্র রাজ্যে গমন।

ত্রিপদী। শুন সব সবিশেষ, ছাড়িয়া বিদত্ত দেশ, উপনীত ত্রিনেত্র দেশেতে। তথা হেরি চমৎকার, কহি তার সুবিস্তার, অবক্তব্য বর্ণনা করিতে॥ স্ত্রী পুরুষ যত জন, সবে দেখে ত্রিনয়ন, এক জনে জিজ্ঞাসা করিল। এত শুনি ততক্ষণ, হয়ে পুলকিত মন, বিবরণ কহিতে লাগিল॥ পূর্ব্বে ছিল এই রাজ্য, সুরাসুর নাগ গ্রাহ্য, সকল জনের অনুপমা। এ দেশের নারীগণ, ছিল অতি সুগঠন, নিজ রূপে আলো করে তমা॥ অবর্ণিত সুলাবণ্য, পৃথিবীতে ধন্যা ধন্য, অন্য তার নাহি দেখি সমা। সকলের মনোরমা, সুরাসুরে প্রিয়তমা, নহে সমা রম্ভা তিলোত্তমা॥ দেখি সব রূপবতী, মদনে মোহিত মতি, মহাদেব আসি ততক্ষণে। আসি তবে আশুতোষ, হয়ে অতি সসন্তোষ, পরিতোষ রমণী রমণে॥ নব যুবতীর সঙ্গে, সানন্দ সম্ভোগ রঙ্গে, মনরঙ্গে করেন বঞ্চন। এক দিন দৈব গতি, এই কথা শুনি সতী, আসি নিজ পতি অন্বেষণে॥ নিজ জন লয়ে সঙ্গে, আসি ভগবতী রঙ্গে, এই দেশে উপনীতা হয়ে। ভাবি ভগবতী ভাব, তথাপরে মহাদেব, ছলে ছলি ছল আবরিয়ে॥ দেশের পুরুষগণ, সবে কৈল ত্রিনয়ন, যাহে সতী না পারে চিনিতে। তদন্তরে ভগবতী, হয়ে চমৎকার অতি, তব তাঁরে লাগিল ভাবিতে॥ সর্ব্বজন ত্রিলোচন, তাহে শিব বিভূষণ, হেরি হৈল বিচলিত মন। দেখি দেশ দুঃখ অতি ভব ভেবে ভগবতী, ক্রোধে শাপ দিল ততক্ষণ॥ যেমন ছলিলে মোরে, পড়িলা দৈবের ফেরে, সকলে হইল ত্রিলোচন। শিবের ভূষণ যত, ক্রমে হৈল অনুগত, সতী কথা না হয় লঙ্ঘন॥ ত্রিনেত্র হইল সবে, দুঃখ ভাবে অনুভবে, এই সে পূর্ব্বের বিবরণ। এত শুনি সাধুসুত, হয়ে অতি পুলকিত, স্থানান্তরে করিল গমন॥

অথ সাধুপুত্রের পঞ্চীর প্রাণদান।

ত্রিপদী। এইরূপে দেশে দেশে, ভ্রমণ করিল ক্লেশে,
বিশেষ কে পারে বর্ণিতে। এইরূপে এক দেশে, উপনীত
হল শেষে, ভার্য্যা শোকে ক্রন্দিতে ভ্রমিতে॥ ক্ষুধায় কাতর
অতি, পথশ্রান্তে ক্লান্তমতি, গেল পরে এক দেবাগারে। সাধু
সুত হৃষ্টমতি, প্রণমিয়া করে স্তুতি, হেরে এক বিপ্র সে মন্দিরে
অতি শিষ্ট সে ব্রাহ্মণ, বেদ দ্বিজ পরায়ণ, প্রতিমার করয়ে
অর্চনা। কি কব দৈবের কথা, বিপ্র পূজা করে যথা, তথা
গল শিশু এক জনা॥ অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে, ডাকে সেই ব্রাহ্ম-
ণরে, বারে বারে ধ্যান ভঙ্গ হয়। দ্বিজবর তাবস্থায়, শিশুরে
প্রবোধ করে, অবোধ প্রবোধ নাহি রয়॥ সক্রোধ হইয়া
মন, দ্বিজবর ততক্ষণ, অসি করে করিয়া গ্রহণ। বিষম ক্রো-
ধর ভরে, অসীম অসির ধারে, বালকেরে করিল ছেদন॥
বালক হইল হত, বিপ্র অতি আনন্দিত, পূর্ব্বমত পূজায়
বসিল। সাধুসুত দূরে থাকি, এসব কারণ দেখি, মনোদুঃখে
ভাবিতে লাগিল॥ এমত না দেখি কাণ্ড, লঘুপাপে গুরুদণ্ড,
খণ্ড খণ্ড করিল বালকে। ব্রাহ্মণ এমত চণ্ড, নাহি দয়া সুপা-
ষণ্ড, ভক্ত ভণ্ড ব্যক্ত পণ্ড লোকে॥ হয় দ্বিজ পাপাশয়, নাহি
তার স্নেহোদয়, ধর্ম্মভয় নাহিক শরীরে। করিয়া কিঞ্চিৎ ব্যাজ,
দেখিব ইঁহার কায, পূজা অন্তে কি প্রকার করে॥ ব্রাহ্মণ
ক্ষণেক পরে, পূজা সমাপণ করে, বালকেরে দিল প্রাণদান।
শিশু তবে প্রাণ পেয়ে, ব্রাহ্মণেরে কটূকয়ে, অতিবেগে করিল
প্রয়াণ॥ ইহা দেখে সাধুসুত, হয়ে অতি চমৎকৃত, পদানত
হইয়া বিপ্রের। আপনার যথাজ্ঞানে, স্তুতি করে সে ব্রাহ্মণে,
মনদুঃখ কহে অন্তরের॥ দেখি দীন দুঃখান্তর, অনুকুল দ্বিজ-
বর, তদন্তর কহে সাধুসুতে। কেন মন দুঃখযুত, কিবা হেতু
অপ্রসন্ন, বলহ কারণ সমাগ্রেতে॥ শুনিয়া সাধুর সুত, পুলকিত
হরষিত, পদানত হইয়া বিপ্রের। হৈলে যদি অনুকূল, আমারে

শোকে দেহ কৃশ, আকুল দুর্ব্বল মনান্তর ॥ আমার রমণী ধনী, চন্দ্রাননী সরূপিণী, দৈবে ফণী দংশনে মরিল। মজিয়া ভার্য্যার শোকে, দিক সব শূন্য দেখে, দিন দিন দুর্গতি বাড়িল ॥ অস্থি ভস্ম শেষে শেষে, লয়ে প্রাণ মনে আশে, দেশে দেশে উদাসে ভ্রমণ। ভাবি বুঝি ভাগ্যফলে, প্রাণদান পাবে বলে, তব সনে হৈল দরশন ॥ দীন দেখি দয়া করে, কৃপাদৃষ্টে সকাতরে, রমণীরে দেহ প্রাণদান। ভূদেব বুঝিয়া ভাব, বলে আর নাহি ভাব, বাঁচাইব তব প্রাণ প্রাণ ॥ হয়ে হরষিত মতি, স্তবে পুলকিত অতি, শীঘ্রগতি অস্থিশেষ লয়ে। মৃত্যুসঞ্জিবনী মন্ত্রে, সুমন্ত্রিত করি তন্ত্রে, মন্ত্রে কন্যা দিল বাঁচাইয়ে ॥ পূর্ব্বমত হৈল দেহ, ব্রাহ্মণেরে অনুগ্রহ, নিসন্দেহ সিদ্ধি সর্ব্ব কার্য্য। অনুরক্ত দ্বিজভক্ত, নিগ্রহানুগ্রহে শক্ত, ভবে মুক্ত মুক্তিতে সাযুজ্য ॥ ভয়ঙ্করা ভয় সেতু, তাহে তরাবার হেতু, দ্বিজপদ তরণী তরঙ্গে। দৃঢ়রূপ মন রাখি, কালে কালে দিয়া ফাঁকি, নিস্তারে তারহ মনোরঙ্গে ॥

অথ সাধুসুতের গুটিকা প্রাপ্ত।

পয়ার। সাধু নিজ বধূ বিধুবদন নিরখি। মোহেতে গমন করে মনে বড় সুখি ॥ বিনয়েতে ব্রাহ্মণেরে বিবিধ প্রকারে। স্তুতি নতি মিনতি করিল যোড় করে ॥ বিপ্রব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্ম মর্ম্ম সবাকার। ইন্দ্র চন্দ্র নগেন্দ্র নরেন্দ্র তুচ্ছ যার ॥ অসার সংসারে সার সকলের নিধি। বেদ বিজ্ঞ বিশ্বপূজ্য বিধাতার বিধি ॥ লোকভর্ত্তা সর্ব্বকর্ত্তা ভবভর্ত্তা দ্বিজ। ভবার্ণবে ভবের ভরসা পদরজ ॥ ভক্তিভাবে ভগবান ভাবি বিপ্র পদে। অদ্যাপি ধারণ ভৃগু পদ চিহ্ন হৃদে ॥ তাপিত তনয় তরাইলে অবহেলে। [illegible] করুণাময় কহি বিনয়েতে ॥ কেমনে কামিনী লইয়া যাব নিজ দেশে। হরিবে নিরাশ পেয়ে হবে [illegible] ॥ কুলবতী কামিনী কুলের ভয় অতি। রূপবতী

মনোরমা উত্তমা যুবতী ॥ নচবন্ধু নখাঙ্কন নাহি শোক তার। ভাবিয়া ভার্য্যার ভাব চিন্তা করিবার। সঙ্গে নারী কিসে চরি পারি যেতে দেশে। ত্রাস নাশে মনোল্লাসে বাঞ্ছায় প্রকাশে ॥ এত শুনি স্তুতিবাণী ব্রাহ্মণ তখন। অপূর্ব্ব গুটিকা এক করে সমর্পণ ॥ গুণিজন জানে যত গুটিকার গুণ। নিরা-নন্দে নাশিতে সে গুটিতে নিপুণ ॥ রাখিলে মুখেতে যুবা হয় স যুবতী। যুবা হয় যুবতী মুখেতে কৈলে স্থিতি। দেব নর ক রক্ষ না পায় দেখিতে। যেই জন সেই গুটি রাখয়ে মুখে-ত ॥ পাইয়া গুটিকা মুখে রাখে গুণবতী। যৌবন বিশিষ্টা না হইল যুবতী ॥ পুনর্ব্বার প্রণমিয়া ব্রাহ্মণের পদে। বি-শি বিগনে দোঁহে চলে প্রেমমদে ॥ নাহি তাপ প্রেমালাপ কথোপকথনে। রজনীতে রসবতী রহে পতি সনে ॥ দিবসে রুষ বেশে চলে হরষিতে। নানারঙ্গে অনঙ্গে নিবারে রজ-নীতে ॥ এইরূপে কিছু দিন পথ বিশ্রামেতে। উপনীতা হৈল নী পিতৃ আলয়েতে ॥ পূর্ব্বমত রূপযুতা হয়ে সাধুসুতা। উপনীতা আনন্দে যথায় পিতা মাতা ॥ দেখি সুতা মাতা পিতা আনন্দে মগন। আদ্য অন্ত শুনিল কন্যার বিবরণ ॥ গুরু পদাম্বুজ রজ হৃদয়াম্বুজে রাখি। সুখে কাল যাপে মন নাসে দিয়া ফাঁকি ॥

অথ সাধু পুত্রের বিবাহ।

একাবলি ছন্দ। পতি পুণ্যে কন্যা পাইল প্রাণ। পিতা মাতা ভ্রাতা হৃষ্ট বিধান ॥ সংবাদ পাইয়া নগর বাসী। সাধুর বাটিতে সত্বরে আসি ॥ চমৎকার জ্ঞান হইল সবে। নভাবে উত্তম ভাবেতে ভাবে ॥ সাধুরে সাধু দিতে কন্যা দান। পুরোহিত স্থানে চাহেন বিধান ॥ পুরোহিত বলে হবে কেমতে। বিধি হীন বিধি না পারি দিতে ॥ যেই জন দান করিল প্রাণ। তাহারে বাঁচিবে দিলে [illegible]

সমান ।। শুনি এই কথা বিপ্রের মুখে। আকাশ যেমন পড়িল মুণ্ডে ।। করিলাম কেন এমন কর্ম্ম। অগ্রে নাহি জানি ইহার মর্ম্ম ।। দিয়া নিধি বিধি বাদী হইল। ফণী যেন নিজ মণি হারাইল ।। মৃদু ভাবে শেষে সবারে কয়। কেন অবিহিত কেমনে হয় ।। বেদ বিধি বেদে বিহীত বিধি। কন্যার বিবাহ বরণ যদি ।। বরণ করণ সমস হলে। বাক দত্তা কর্ত্তা হয়েছে ছলে ।। অঙ্গীকার ভঙ্গে কেমন হবে। বরণ করণ দিলে কিরিবে ।। পুরোহিত প্রীত পাইয়া কথায়। সসন্তোষ ভবে দিলেন সায়। সুখে ক্রেন সাধু কন্যারে দান। বাহুল্য বাদ্যে বিস্তর বাখান ।। নাগর রূপেতে সুখ বিস্তা হইল। মদানল নির্ব্বাণ মিলনে হলো ।। কিছুদিন তথা করিয়ে বঞ্চন। বন্ধুহেতু দুঃখ দুঃখিত মন ।। দুঃখসিন্ধু বাড়ে বন্ধুর শোকে। সুখ ইন্দুবোধ বিন্দু তাহাকে ।। রমণীর স্থানে গুটিকা লইয়া। শাশুড়ীর স্থানে বিদায় হইয়া ।। পতি মোহে সতী অতি কাতরা। ধরয়া অশ্রুধারা হয় অধরা ।। অধীরে হইয়া ধরে প্রিয় হাত। ধীরে ধীরে কহে শুনহ নাথ ।। জলবিনে মীনে অন্যগতি নাই। তোমাবিনে প্রাণ কিসে যুড়াই ।। প্রেমাঙ্কুর মোর রূপিয়া হৃদে। তারে গেলে ছেদে পেল বিচ্ছেদে ।। ক্ষীণ প্রাণ পাখি কোথায় দাঁড়াবে। তোমা বিনে নিরখী আঁখি পালাবে ।। সে ভাবে ভাবি রাজনারায়ণ। বলে সুবদনী নভুচাটন ।। চলি গেল ভবে সাধু জামাতা। পরে শুন বিপ্রসুতের কথা ।।

অথ বিপ্রসুতের মৎস্য দেশ গমন এবং তথাকার বর্ণন।।

লঘু-ত্রিপদী। সবে বিপ্রসুত, হয়ে দুঃখাবৃত, থেকিত তাহার শোকে। কান্দি প্রাণ আশ, অন্তরে হুতাশ, অশ্রু-কাতুন জ্বালা লোকে ।। কজ্জলনদী মত, বহে অন্তর্গত, দহে তাহে

সর্ব্ব অঙ্গ। এক্কে মনাগুন, তাহাকে দ্বিগুণ, আপনি [illegible] অ-
লক্ষ।। মনের আলোয়, মন জ্বলে যায়, না দেখি উপায় আর।
দ্বিদ নাড়ী ঘাড়ে, সংসার ভিতরে, কেহ নাহি সুখ কার।।
জন্মিয়ে ভ্রমিছে, অনেক দুঃখেছে, [illegible] দেখে [illegible]।
দেখে দেশাচার, লাগে চমৎকার, হিতে হয় বিপরীত।। অ-
শেষ দুর্গতি, দেশের বসতি, নীচজাতি সবা [illegible] : তার মধ্যে
মান, কৈবর্ত্ত্য সে ধন্য, দেহে যেন গণপতি। [illegible] [illegible],
সাবে মহামান্য, ধনে পুণ্যে মহা জ্ঞানী। মূর্খ বাক্য [illegible],
সেমত বিরাজে, কালাস্তক শিরোমণি।। ব্যাভার আচার,
অতি চমৎকার, কদাচারে সদামতি। ক্রোধ অতিশয়, কটু
বাক্য কয়, নাহি ভয় গুরু প্রতি।। মুখে স্নেহোদয়, মনে বিষ
ময়, প্রায় ভুজঙ্গের গতি। বাক্য সুকোমল, মন হলাহল, খল
ছল চেষ্টা অতি।। হীন জন্ম সর্ব্ব, নাহি কর্ম্ম ধর্ম্ম, কর্ম্ম সে
উদর মাত্র। চিকুর বিকার, সন্ন্যাসী আকার, তৈল হীন ক্ষীণ
গাত্র।। বিকট গঠন, মলিন বসন, কমলার বহুযাত্র। দেখি
ত্রাস বাস, পিশাচ নিবাস, ভূমি সব জল পাত্র।। জীর্ণ ছিন্ন
বেশ, বিদীর্ণ সে বেশ, ছিন্নকেশ দৈন্যগতি। কর্ম্মেতে অ-
যোগ্য, নাহি দৈব যজ্ঞ, ভাগ্য ভোগ্য অস্থিতি।। মুখে বড়
দাপ, অতুল প্রতাপ, সিংহ জিনি পরাক্রম। গেল অন্য দেশে
বাক্য নাহি ভাষে, ভীত অতি শিবা সম।। নাহি খাদ্যাখাদ্য,
অবুধ্য অবাধ্য, আদ্যঅন্ত সব সবে। নাহি পাত্র শুদ্ধি, ধর্ম্ম
হীন বুদ্ধি, ভেদাভেদ নাহি ভাবে।। যেই বলবন্ত, দুরন্ত দু-
র্দ্দান্ত, অশান্ত নিতান্ত গর্ব্ব। তার কটুভাষে, কেহ নাহি
রোষে, হংস যেন বক খর্ব্ব।। কামতন্ত্রে মত্ত, প্রেমোন্মত্ত কুক্কুর
মাত্র যোনি বিচারণা। সংগচ্ছ স্বসুত, পুত্রাদি বনিতা, [illegible]
গতা সর্বজনা।। নিজ পুত্রবধূ, ভাতৃ বধূ সাধু, [illegible] [illegible] না
মানে। যারে মনে মতি, ভুঞ্জে তারে রতি, [illegible] [illegible]

রসে॥ নাহি অনুতাপ, সদা প্রেমালাপ, নাহি ০ দেশাচারে। কেবা পতি কার, নাহিক বিচার, একা ঃ অন্ধকারে॥ স্কন্ধে ভার সঙ্গ, মৎস রাংগ্য ধার্য্য, অহঙ্ক স৹ পরে॥ দণ্ড স্কন্ধে লয়, শিরে নাশি সয়, ভাত কাঠি যেন খ৹ পরনে কৌপীন, নিতান্ত মলিন, সুকঠিন টেনে পরে। দ্ব স্পর্শ অঙ্গ, প্রকৃত উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ মউষ্টি শিরে। যত বা ঙ্গনা. কুরঙ্গ নয়না, সুরঙ্গ বদনা সবে। এসব রমণী, দেশের জানি, পিশাচিনী তুল্য শোকে॥ অন্তরের কষ্ট, পরিধান অষ্টমাসে তৈলাভাবে। এমন সুঠাম, অদৃষ্ট সংক্রাম, বি ষ্ট হ জাবে॥ রূপ ঘটা, জীর্ণ, কুচহটা শীর্ণ, মেঘাচ্ছন্ন ে নী। যার অকারণ্য, অঙ্গের লাবণ্য, বেশ ছিন্ন দিবা নিশি ধলম্ব আকার, নব পয়োধর, কি কব তাহার দুঃখ। নি বন্ধনে, দৃঢ়রূপ টানে, চটে ফাটে তার মুখ॥ হেরে কুচদু মখে ফাটে বুক, বিধাতা বিমুখ যারে। যথা করে শিরো থায় দুর্গতি, ঘটায় অদৃষ্ট ফেরে॥ এই পয়োধর, এ সরোবর, কেবল ভ্রঙ্গের ভয়ে। ভাবিয়া দুর্গতি, শীঘ্র বে তি, নবযুবতী হৃদয়ে॥ তথা যদি গেল, বিধি বাদী হৈ ঘটাইল পুরুষ করে। ঘোর দস্যু ভয়, সদত সংশয়, ভা কলঙ্ক শিরে। নত শির যদি, তাহে বিধি বাদী, ঘট শেষ জ্বালা। জ্বালার উপর, জ্বালার সঞ্চার, শোকানল ওঞ্জলা॥ অগৌর চন্দনে, কুমকুম লেপনে, তাহে মন য দুঃখ। ভাগ্যের কপটে, এত জ্বালা ঘটে, শেষে চটে ফা মুখ॥ দুঃখে দুঃখ মর্ম্ম, বৃথা কর্ম্ম জন্ম, মর্ম্ম হলে সদা কাঁদে উপায় রহিত, চট আচ্ছাদিত, রাহু যেন গ্রাসে চাঁদে॥ য নারীগণে, বৈসে অন্য মনে, হেন রূপ পায় দেখা। স্প ষ্টি ভিত, কুণ্ডলে বেষ্টিতা, আচ্ছাদিতা মধ্য রেখা॥ পি রন বসন, না ছাড়ে কখন, স্নান কালে রাখে তীরে। ত্যা রঙ্গ ক্রীড়া, নারি জল ক্রীড়া, পুনঃ সেই বাসপরে॥ মাথায়

বসন, না দেয় কখন, স্বচ্ছন্দে নষ্ট চটে। না মানে সম্পর্ক কথা ভাল ঐক্য, কহে বাক্য অকপটে। বলিতে অবলা, হলেতে সবলা, প্রবলা পুরুষ জিনি। যুদ্ধেতে নিপুণা, ভোজনে দ্বিগুণা, কামে অষ্টগুণা জানি॥ বিজ্ঞা মহৌষধে, প্রজা প্রেমামদে, পর তুষ্ট্যা পর রজ্যা। শ্বশুর ভাসুরে, লজ্জা নাহি করে, নহে পতি অনুগতা॥ যার দুই পতি, সেই সেথা সতী, অতি গতি অতি ভাল। সর্ব্বঠাঁই মান্যা, পতি আশে ধন্যা, দীপে যেন গৃহ আলো॥ দেবর ভাশুর, আছে যার যার, তার গুণে যশের ঝুরে। সর্বজন কহে, অন্য সঙ্গে নহে, আছে বটে ঘরে ঘরে॥ নাহি নিন্দা লাষ, সবে প্রেম আশা, বিধবা সধবা সম। ব্রহ্ম নিষ্ঠ অতি, ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি, পরপতি মনোরমা॥ ক্রোধ যে আশ্চর্য্য, নিজ কার্য্য সহ্য, শুনি লজ্জা বজ্জা রাজ্য। হাটে মাটে ঘাটে, ভ্রমে অকপটে, পৃষ্ঠে করি শিশু ধার্য্য॥ হীন জ্ঞান রাজ্য, সুকার্য্যে অকার্য্য, পরদ্রব্য করে চৌর্য্য। নবন্ধু সাহর্য্য, নচ ধর্ম্ম কার্য্য, নসু ভোজ্য নেয্যানেয্য॥ অভোজ্য সুভোজ্য, কুকার্য্য নির্ম্মর্য্য, সমস্ত নিজ মাশ্চর্য্য। করিল রচন, রাজনারায়ণ, উপাধিতে ভট্টাচার্য্য॥

ঐ রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ ও উষাহরণ ও বাণ রাজার লক্ষ্মীত্যাগ।

ত্রিপদী। দুঃখযুক্ত দ্বিজসুত, দেখি দেশ অদ্ভুত, চমৎকৃত চলে ধীরে ধীরে। বিরূপাক্ষ শিব যথা, উপনীত হৈল তথা, প্রণমিয়া বহু স্তুতি করে॥ যোড়করে করে স্তুতি, হেনকালে দৈবগতি, তথা এক আইল সন্ন্যাসী। বিপ্রপুত্র স্তুতি করে, প্রণমিয়া সন্ন্যাসীরে, জিজ্ঞাসিল মৃদু মন্দ হাসি॥ দিগম্বর দয়া করে, সবিস্তারে অধমেরে, কহ এই দেশের কারণ। এক ধর্ম্ম একাকার, দয়া মায়া নাহি কার, কদাকার অভক্ষ্য ভক্ষণ॥ শুনি তবে দিগম্বর, কহিলেন তদন্তর, শুন এই দেশ বিবরণ।

বাণনামে মহারাজা, শুভ একা বড় তেজা, শিবপূজা
পরায়ণ ।। তাহার তনয়া সতী, ঊষা নামে গুণবতী, দৈব
দেখিল স্বপন । স্বপনে মগনা হৈয়া, চিত্রলেখা পাঠ
অনিরুদ্ধে করিল হরণ ।। ধনী অনিরুদ্ধে ঘোর, ধৈরয ধ
নারি, গোপনেতে বিবাহ করিল । পতি লইয়া রূপবতী,
পতি রূপে স্থিতি, দৈবগতি ভূপতি শুনিল ।। অর্জ্জুন
করে, প্রবেশিতে কন্যার পুরে, ক্রোধভরে তাহারে ধা
নারদ সংবাদ পেয়ে, দ্বারিকায় ধ্যায়ে গিয়ে, শ্রীকৃ
গোচর করিল ।। শুনি দেব নারায়ণ, ক্রোধভরে কর
সসজ্জায় সাজিল সত্বরে । বাণরাজা বার্ত্তা পেয়ে, অ
সসৈন্য লয়ে, যুদ্ধ সজ্জা করে ক্রোধভরে ।। হেনকালে
লক্ষ্মী, বাণ নৃপতি উপাক্ষি, কৈল ডাকি সকল সুনীত
ব্যাপ্ত চরাচর, পরাৎপর দামোদর, তাঁর সহ যুদ্ধ অনু
চাহিলে ইঙ্গিতে লয়, চরাচর লয় হয়, কেন তাঁর সঙ্গে
যুদ্ধ ।। সবংশে নির্ব্বংশ হবে, ধন প্রাণ রাজ্য যাবে, নাহি
মোরে হবে ক্রুদ্ধ ।। রাজার কুবুদ্ধি হৈল, লক্ষ্মী বাক
শুনিল, পরে মাতা হইল কোপিতা । করিলা নিষেধ
মম কান্ত সহ বাদ, তব গৃহে না হইবে স্থিতা ।। নিয়ম কু
পায়, সে বাক্য না শুনে রায়, লক্ষ্মীরে বিদায় দিল ক্রো
বিমুখ উপেন্দ্র জায়া, ত্যজিয়া রাজার মায়া, চলিলেন
অনুরোধে ।। বুঝিয়া রাজার মর্ম্ম, তদন্তরে রাজধর্ম্ম, ত
রাজ্য করিল গমন । যে ছিল রাজার যশ, হইল সে ধ
বশ, ধর্ম্ম পাছে চলে ততক্ষণ ।। লক্ষ্মী ধর্ম্ম যশ
যদ্যপি হৈল রাজন, ধর্ম্ম বুদ্ধি ধর্ম্ম অনুসারে । সুবুদ্ধি
পুনঃ কালে, ত্যজি সেই বামরাজে, বিনা ব্যাজে গেল স্ব
ভরে ।। যে ছিল রাজার বিদ্যা, সে হলো লক্ষ্মীর বা
নৃপতিরে ত্যজি সরস্বতী । জানিয়া রাজার কায, তবে
ছিল লাজ, ধর্ম্ম সঙ্গে করিলেন গতি ।। যে ছিল রাজার

হন, সে হৈল লক্ষ্মীর বশ, ত্যজিলেন হীন নৃপতিরে। সে ক্ষিতি রাজার স্নেহ, বিদ্যা বশ হয়ে সেহ, ত্যজি দেহ গেল স্থানান্তরে ॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম সুবিধান, জানি নৃপতির মান, করিল প্রস্থান দুঃখ আতি। এই রূপে ক্রমে ক্রমে, ভূপতির মন ভ্রমে, ভক্তি করিলেন গতি ॥ দাঞীহাট নাম দ্বিজ দ্বিজগণ দাস। আজ্ঞা মতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ ॥

অথ বাণরাজার দশদশা।

ত্রিপদী। ত্যজিয়া রাজ ভবন, পূর্ব্ব উক্ত দশজন, গমন করিল স্থানান্তরে। কি আর কহিব বাড়া, রাজা হৈল লক্ষ্মী ছাড়া, মন্দ দশা ঘটে সদ্যপরে ॥ প্রথমে অলক্ষ্মী আসি, ভূপালেরে কহে হাসি, ভাল বাসি আসি তব পুরে। কর্ম্মেতে বাড়িল যশ, হইলাম তব বশ, অসন্তোষ না ভাব অন্তরে ॥ দ্বিতীয়ে অধর্ম্ম জিনি, অলক্ষ্মীর বশ তিনি, প্রবেশেন রাজার শরীরে। হয়ে অলক্ষ্মীর বশ, তৃতীয় আসি অযশ, করে বাস নৃপতি অন্তরে ॥ চতুর্থে বিষম কায়ে, কুমতি যে বাণ-রাজে, মতি গতি আকর্ষণ করে। পঞ্চমে আসি কুবিদ্যা, সেহ অলক্ষ্মীর বাধ্য, নিজ সাধ্যে লইল রাজারে ॥ ষষ্ঠে দুষ্টা সরস্বতী, হয়ে পুলকিতা অতি, ভূপতির তুণ্ডে স্থান করে। সপ্তমে করি সজ্জা, আইলেন সুনির্লজ্জা, ধার্য্যা রসনা উপরে ॥ হয়ে অলক্ষ্মীর বশ, অষ্টমেতে অসাহস, নৃপ দেহে যায় সুখান্তরে। নবমে আসি নিদয়া, বাণ নৃপে করি দয়া, প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে ॥ দশমেতে সুবিধান, আসি তবে অপমান, রহিলেন আনন্দ অন্তরে। কহে রাজনারায়ণ, বুঝিলেন বিজ্ঞ জন, দশ দশা কহে সবে এরে ॥

পয়ার। রাজারে লইয়া আসি এই দশজনে। সমত্যাজি বহু সৈন্য রাজ্যের শাসনে ॥ লোভে ক্ষোভ হিংসা কুপথে গমন। কাম ক্রোধ মদ গর্ব্ব আইল ততক্ষণ ॥ নিন্দা [illegible]

কুচ্ছা বাদ বিবাদ ঘটন। দর্প গর্ব্ব মাশ্চর্য্যাদি বহু শত্রু
চক্র পটাশঠ নট শঠ বহু জন। বর্ত্তি হইল কদাচারী অগণ
সেনাপতি কাম ধাম করে এই দেশ। জ্ঞান হত কাম
কৈল সমাবেশ॥ পূর্ব্বোক্ত যে ছিল রাজ্য লক্ষ্মী অনু
অলক্ষ্মীর সৈন্য দেখি মনে হৈল ভব॥ নির্বুদ্ধির প্র
দেখিয়া হৈল ভয়। আসি চক্র চক্রবক্ত্রে করিলেক জয়॥
নম্র পাইল ক্ষয় দেখি অহঙ্কারে। আসি সংখ্যা জিনিল
সংখ্যা অলঙ্কারে॥ অখাদ্য সুখাদ্য গণে দিল বহু ক্লে
অসভ্যের ভয়ে সত্য ছাড়িলেন দেশ॥ আসি কাম নিষ্
উপরে ছাড়ে শর। কাম শরে নিষ্কাম কামের অনুচ
লোভে আসি লোভ বাণে লোভী কৈল প্রজা। অকলঙ্ক
অঙ্গী কলঙ্ক দিল ধ্বজা॥ অনুরাগে বিরাগ তাড়ায় র
হৈতে। উপকারে উপকার জিনিল যুদ্ধেতে॥ সন্য
আদি লক্ষ্মী অনুচরগণ। রাজ্য ত্যাজ লক্ষ্মী পার্শ্বে হৈ
পলায়ণ॥ অবিদ্যার প্রভাবে সমূহ হৈল দুঃখ। ধর্ম্ম
মর্ম্ম হীন সুকঠিন মূর্খ॥ পরস্পর স্বর স্বর কামশরে দে
সংগ্রাম নিষ্কাম আদি নাহি দেখি কেহ॥ বেশ ভিন্ন হৈ
ক্ষীন জীর্ণ হইল দেহ। চক্রের প্রভাবে যত দুঃখতী বুঝ
নিশি ভোগ কাম যোগ সংযোগ করিল। সম বেশ স্ত্রী পু
কামক হইল॥ তদন্তরে দামোদর হইয়া কুপিত;
রাজ্যে উপনীত হইল ত্বরিত॥ আরম্ভিলা বাণ সহ বি
সমর। সুরাসুর মেদন্যাদি কম্পে থরে থর॥ অবি
রক্ত মত্ত অদ্ভুত সংগ্রাম। নহে কম সম দম অন্য
পাম॥ বিজয়ী হইল কৃষ্ণ অনেক যুদ্ধেতে। বাণ দর্প
খর্ব্ব করিয়া ক্রোধেতে। হেনকালে কামদেব কৃষ্ণের
স্থান। যুদ্ধ লব্ধ রাজ্য হেতু ইচ্ছা হৈল মন॥ সবি
কহে তবে কৃষ্ণের গোচরে। আজ্ঞা হইল এই দেশে
অধিকারে॥ এত শুনি নারায়ণ দিলা অনুমতি। করি

বসতি কাম অতি হৃষ্টমতি ॥ অধিকারে কাম করে রতি, শাসন। আর তাহে অলক্ষীর অনুচরগণ ॥ পরস্পরে কামের নিকটে দেয় কর। কোকিল কৌশিক তথা করে নিরন্তর ॥ কাম যোগ কাম ভোগ কামব্রত পূজা। কামেতে কামিনী কামী দিল কামধ্বজা ॥ সেই হেতু কামেতে পূর্ণিত এই দেশ। নিশ্চয় জানিবা এই দেশের বিশেষ ॥ মেৎক্রুক্ত বিপ্রকুল অদ্ভুত শ্রবণে। সন্ন্যাসীরে স্তুতি করে বিনয় বচনে ॥ চমৎকার সুবিস্তার শুনিয়া বিশেষ। অতঃপর কিছু আর মোর অভিলাষ ॥ পাপাচার একাকার অবিচার অতি পুণ্য বিনে কেমনে এ দেশ আছে স্থিতি ॥ পাপ পুণ্য থাকা নিয় একত্রে মিলন। কেবল পাপেতে রাজ্য স্থৈর্য্য নাহি হন ॥ পাপ পুণ্য ভিন্ন অন্য দেহে নাহি রয়। অতএব ভাবান্তর কহ মহাশয় ॥ শুনি হাসি সন্ন্যাসী কহিছে ততক্ষণ। যে প্রকারে হৈল এই রাজ্যের রক্ষণ ॥ দাঞীহাট বাস দ্বিজ হৈল অভিলাষী। তাঁর আজ্ঞা মত গ্রন্থ ভাষায় প্রকাশি ॥

ঐ রাজ্যের প্রশংসা।

পয়ার। হীন লাজ বাণরাজ নিজ কার্য্য ভেবে। ভয় পেয়ে ভীত হয়ে কহে গিয়া ভবে ॥ ভবার্ণবে ভেবে ভেবে ভবের ভরসা। ভব ভক্ত ভয়যুক্ত ভীতযুক্ত আশা ॥ ব্যোম কেশ তব দাস অশেষ দুর্গতি। হৈল কষ্ট রাজ্য নষ্ট প্রপষ্ট দুর্ম্মতি ॥ আশুতোষ সবিশেষ কি কহিব বাড়া। মনোদুঃখী রাজলক্ষ্মী হইলেন ছাড়া ॥ রক্ষা কর দিগম্বর কিঙ্কর সংশয়। তোমা বিনে দীন হীনে না দেখি উপায় ॥ প্রাণে মরি ত্রিপুরারি দয়া করি রক্ষ। হর্ত্তা কর্ত্তা ভবভর্ত্তা দেব বেত্তা দক্ষ ॥ কহে ভব নাহি ভাব তব ভয় কিসে। অসংশয় নাহি ভয় অভয় বিশেষে ॥ নহ দুঃখী যাকু লক্ষ্মী বিপক্ষের দলে। হও স্থৈর্য্য পাবে রাজ্য হবে পূজ্য বলে ॥ ভেবে ভ্রান্ত কালীকান্ত নিতান্ত

কৌশলে। কালীকারে সকন্তারে স্তব করি বলে ॥ দিগ
দয়া করি কর অরি নাশ। বাণরাজ্যে হয়ে পূজ্যে গছে ব
বাস ॥ ভক্তিভাবে স্তব ভাবে ভেবে ভগবতী। পতি কা
বাণরাজ্যে করিলেন গতি ॥ মুক্তকেশী করে অসি বিম্ব র
নাশি। ভালে শশী মৃদুহাস সুপ্রকাশি আসি ॥ সঙ্গে
ঘন বিম্ব শুম্ভ শির করে। করে দণ্ড খণ্ড খণ্ড পাপ অন্ধকারে
মরে গন্ড ব্রহ্মদৈত্য অকথ্য কহিতে। ডাকিনী যোগিনী
পিশাচিনী সাথে ॥ দেয় ঝম্প ঘন লম্ফ কম্প বসুমতী।
দাপ দুপ দাপ দাপে দাপ স্থিতি ॥ শিব রঙ্গে চলে
অঙ্গে ভুজঙ্গিণী। দেখি অঙ্গ লাগে ভর থর থর প্রাণী ॥ ম
কাল দেখি কাল কাল কালা ভাবে। ভক্তিভাবে ভব দে
উপনীত ভবে ॥ ভাবিয়া ভক্তের ভাব ভব ভেবে বলে
কালীনামে বঞ্চ কাল ফাঁকি দিয়া কালে ॥ কলৌ কালী
ভয় নিবারিবে সুখে। কালী নামে মনকালি ধ্বংস
লোকে ॥ কলিকাল পর্য্যন্ত রহিবে কালী স্থিতি। দেব
অনুপম হইবে ভূপতি ॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম যত করিবে প্রকা
দান ধ্যান যজ্ঞ হোম হবে বারমাস ॥ শ্রেষ্ঠ মতি শ্রেষ্ঠ ক
সেন বসুমতী। অতএব মহারাজ না ভাব দুর্গতি ॥ ভব
ভবার্ণবে আছেন ভবানী। কত দিনে শিবলোকে গেল
মণি ॥ অঙ্গীকারে ভবানীরে লয়ে শূলপাণি। বিক্র
রূপে দেশ রক্ষা করে জানি ॥ অতঃপর সুবিস্তার
সুজন। কেবল ভূপতি মাত্র দেশের ভূষণ ॥ কি কহিব
স্বভাব গুণ সে রাজার। জীবন্মুক্ত দেব ভক্ত দ্বিজাশক্ত অ
আদ্যোপান্ত দান্ত শান্ত নিতান্ত সুমতি। শিষ্টে মিষ্টে র
দুষ্টে রুষ্টে কষ্টে অতি ॥ ধন্য ধন্য সর্ব্ব মান্য দৈন্য
নাশ। শুচি দাতা উপকারী ধর্ম্মের সমান ॥ বহু রাজ্যে প
পুজ্য সহ ধৈর্য্য মতি। মেচ্ছ কার্য্য নহে গ্রাহ্য বর্জ্জ
গতি ॥ স্বর্গঃ সম বীর্য্যবন্ত গাম্ভীর্য্য বুদ্ধিতে। শক্তি মুক্তি

বুদ্ধি সার এ জগতে॥ বিপ্র ক্ষত্রি শুদ্র আদি আছয়ে রাজ্যেতে। এ সকলে আনে রাজা গৌড়দেশ হৈতে॥ ক্ষমা দয়া শ্রদ্ধা সদা গব্য স্বগ ভক্তি। গ্রামে গ্রামে দ্বিজগণে করাইল স্থিতি॥ নানা দানে নানা স্থানে অতীথের সেবা। বহু শত সদাবৃত স্থানে স্থানে শোভা॥ বিপ্র বৈশ্য শুদ্র শুদ্র আদি নিষ্ঠা জাতি। সুখে রাজধানী মধ্যে করাইল স্থিতি॥ শুদ্ধাচার রাজার বিচার শাস্ত্রমত। শ্রুতি স্মৃতি বেদান্তের অনেক পণ্ডিত॥ শুদ্ধ জাতি শিষ্টমতি সদাচারে মন। বৈদ্য যোগ্য ভোগ নাহি হয় কদাচন॥ সর্ব্বজন নিষ্ঠাবন আপস্ত অনাহারী। এই মত হীন মত বর্ণিতে না পারি॥ সতী সাধ্বী অবলার অলঙ্কার পতি। নক্ষত্রের ভূষণ যেমন নিশাপতি॥ সকলের শীলতা ভূষণ যেন অতি। সেই মত দেশের ভূষণ নরপতি॥ এত শুনি বিপ্রসুত আনন্দিত মন। বহুবিধ সন্ন্যাসীরে করিল স্তবন॥ স্তবে তুষ্ট দিগম্বর জিজ্ঞাসা করিল। শুনি নিজ দুঃখ বিপ্রসুত নিবেদিল॥ এত শুনি সন্ন্যাসীরে দয়া উপজিল। অপূর্ব্ব অঙ্গুরী এক তারে সমর্পিল॥ আশীর্ব্বাদ অঙ্গুরী পাইয়া বিপ্রসুত। অঙ্গুলীতে নিয়োজিত হয়ে পুলকিত॥ যেই মাত্র অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী রাখিল। দশ নিশাচর তার অগ্রেতে আইল॥ দেখি চমৎকার হৈল বিপ্রের নন্দন॥ সন্ন্যাসী বলয়ে বাপু নহ ভীত মন॥ এই অঙ্গুরীক যেই জন দেয় হাতে। রহে দশ নিশাচর তাহার আজ্ঞাতে॥ এত শুনি বিপ্রসুত আনন্দিত মন। সন্ন্যাসীরে প্রণমিয়া করিল গমন॥ কত দূরে গিয়া পরে বিপ্রসুত কয়। কোন কর্ম্মে ক্ষম সবে কহ সুনিশ্চয়॥ শুনি নিশাচরগণ করে নিবেদন। সর্ব্ব কর্ম্ম পারি মোরা করিতে সাধন॥ শুনি বিপ্রসুত নিশাচরের বচন। করিতে কহিল তার ভার্য্যা অন্বেষণ॥

বিপ্রসুত ভার্য্যা সহ মিলন।

পয়ার। এত শুনি দশদিক ধায় দশজন। অরণ্য মধ্যে পাইল কন্যা অন্বেষণ॥ আছিল সুন্দরী এক মুনির কুটিরে আচম্বিতে তুলিয়া লইল নিশাচরে॥ ভয়ে ভীতা দুঃখযু লাগিলা ভাবিতে। না জানি কি আছে ভোগ আম ভাগ্যেতে॥ ভয়ে সতী গুণবতী মুদিল নয়ন। ক্ষণপরে অ মধ্যে বিপ্রের নন্দন॥ ভার্য্যা দেখি বিপ্রসুত প্রেমে পুলকি মহানন্দে মহামোহে হইল মোহিত॥ ঈশ্বরের ধন্যব করিয়া বিস্তর। নারী প্রতি জিজ্ঞাসা করিল তদন্তর॥ গু ধনী কহে তবে পূর্ব্ব বিবরণ। যে প্রকারে নিশাচরে কৈ হরণ॥ মোরে হরি দুরাচারি লইয়া চলিল। কত দূরে গে পরে নিশি শেষ হৈল॥ হেরি এক সরোবর বনের ভিতরে মোরে রাখি পান হেতু প্রবেশে সে নীরে॥ যেই মাত্র প সিল জীবনে জীবন। নক্র রূপ নিশাচর হৈল ততক্ষ হেরিয়া আমার মন পুষ্প সুপ্রফুল্ল। বিস্তার বর্ণিতে বাড়য়ে বাহুল্য॥ দুঃখ মনে সেই বনে করিতে ভ্রমণ। ঐ এক মুনি সহ হৈল দরশন॥ যতনে পালন কৈল জনক যে আমি তনয়ার তুল্য করি যে সেবন॥ একদিন তাঁহাকে করিয়া স্তবন। জিজ্ঞাসিল সেই সরোবর বিবরণ॥ মুনি শুনহ পূর্ব্বের বিবরণ। সিদ্ধ পীঠ এই স্থান শাস্ত্রের লিখ বিশ্বামিত্র তনয় গালব নামে মুনি। তীর্থ পর্য্যটন করি ভ্র আপনি॥ এক দিন এই তীর্থে আসি মহাশয়। স্নান নামি জলে মুনির তনয়॥ আছে জলে হেনকালে কু ধরিল। নক্রনখ জালে মুনি কাতর হইল॥ যোগ বলে ভস্ম করে তপোধন। সরোবর জলে শাপ দিল তৎ সেই জন তব জলে করে স্নান পান। সেই জন হবে নক্র শয় বিধান॥ এতবলি তীর্থে চলি গেল তপোধন। জল জীবনক্র এই সে কারণ॥ শুনি প্রিয়তম মম বিষম ব

বংশে ধর্ম রক্ষা হয় এই সে নিয়ম ॥ রত্নপুর নগরেতে চলিল দ্বিজ ভূরিক্ত। কন্ত 'দলে দুই জনে হয়ে উপনীত ॥ নিশিযোগে প্রবেশিল রাজার আলয়ে। কন্যা-কোধ হরষিত পিতা মাতা হয়ে ॥ বিপ্রসুতে সম্প্রদান করিল দুহিতা। উভয়ের মিলন হইল মনোনীতা ॥ দর্শনে হৃদয় পদ্ম হয় বিকশীত। এই মতে হয় তথা নানা রস গীত। নিত্য নিত্য নবরসে থাকিয়া তথায়। রাজা রাণী ভার্য্যা স্থানে লইয়া বিদায় ॥ লয়ে সই অঙ্গীকৃত বিপ্রের নন্দন। রাজপুত্র অন্বেষণে করিল গমন ॥ শ্রীযুক্ত ঘোষাল দ্বিজ শিবচন্দ্র নাম। গুণধাম অনুপম গ্রাম্যে হাটি বাস ॥ শিবা শিবে সমভাব শিব পরায়ণ। গৃহে বদ্ধ লক্ষ্মীদেবী হৃদে নারায়ণ ॥ শিব বাক্য ঐক্য করি রক্ষা কর শিবে। শব শিবে শঙ্করী সঙ্কটে রক্ষ ভবে ॥ শিব বাক্য শিবপদ শিরে করি ধার্য্য। রচে গ্রন্থ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ॥

রাজপুত্র কাণ্যকুব্জ দেশে গমন এবং দূতী বর্ণন।

চৌপদী। ওথা রাজসুত, খেদেতে খেদিত, শোকে অনুগত, বিষম দুঃখে। খেদে ফাটে বুক, বিধাতা বিমুখ, সদা মনোদুঃখ, কহিব কাহাকে ॥ তাহে মোর ধন, সখা তিন জন, করিল গমন, আপন শোকে। জেনেছি প্রগাঢ়, অদৃষ্ট অনিষ্ট, রাজ্য নষ্ট কষ্ট, ঘটে আমাকে ॥ না পুরিল সাধ, বিষম প্রমাদ, সাধে হৈল বাদ, ভার্য্যার শোকে। সদা নিরানন্দ, মনে সন্ধ ধন্ধ, প্রেমডোরে বন্ধ, হয়ে বিপাকে ॥ তা হইয়া ধৈর্য্য, হয়েছি অকার্য্য, ত্যজি নিজ রাজ্য, হৈল এ গতি। গৃহে পিতা মাতা, না জানে বারতা, দুঃখে অনুগতা, হয়েছে অতি ॥ শোকাতুর প্রাণ, প্রবোধ কারণ, নাহি অন্য স্থান, সন্তাপ হতি। অঙ্গে নাহি সহে, দহে মহামোহে, হবে অঙ্গ দাহে, বন্দি আকৃতি ॥ চক্ষে বহে ধারা, পুত্র শোকে তারা, হবে সারা, দুঃখ উন্নতি। না হেরিয়া মোরে, সদা দুঃখনীরে, দুনয়ন

হয়ে, বস্ত্র দুর্গতি ।। গেল রাজ্য ধন, গেল বন্ধুগণ, কত অঘটন, অদৃষ্টে আছে। অন্তরে অনল, চক্ষে বহে জল, বিষাদে বিকল, প্রাণ কি বাঁচে ।। দুঃখে বাড়ে দুঃখ, খেদে ফাটে বুক, বিধাতা বিমুখ, তাহে হয়েছে। কি হবে এখন, ললাটে লিখন, এ সব ঘটন, তায় হয়েছে ।। এই আছে বিধি, বিধি হইল বাদী, নাহি মিলে নিধি, নিধি আকরে। অদৃষ্ট সংযোগে, বিধি যারে ত্যাগে, দুর্ব্বাবনে বাঘে, ভক্ষে তাহারে ।। না দেখি উপায়, দুঃখে প্রাণ যায়, বিধি বাদী তায়, হইল ঘোরে। মিছা চিন্তা যার, অসার সুসার, শরীর সংহার, হবে একেরে ।। মিছে কালব্যাজ, করেছি যে কায, না করিলে লাজে, সর্ব্ব প্রকারে। নিজ বোধে বোধ, হইয়া প্রবোধ, ভাবি কালী পদ, চলে সত্বরে ।। কালীর কিঙ্কর, অজয় সংসার, নাহি ভয় তার, বেদ অনুসারে। ভাবিলে সে পদ, বিনাশে আপদ, সমস্ত সম্পদ, হয় তাহারে ।। ভাবি সে চরণ, করিল গমন, রাজার নন্দন, অতি সত্বরে। ভাবি ভগবতী, চলে দ্রুতগতি, অতি কষ্টমতি, আশা নির্ভরে ।। ক্ষণে বা আশ্বাস, ক্ষণে ঘন শ্বাস, অশেষ নিশ্বাস, হুতাশে করে। দুঃখ সমাবেশে, আশ্বাসে হুতাশে, গেল অবশেষে, এক নগরে। কাণ্যকুব্জ নাম, গ্রাম অনুপম, অতি মনোরম, দেখিলে হেরে। রাজার নন্দন, আনন্দিত মন, দূতী অন্বেষণ, যতন করে ।। সঙ্গিনী রঙ্গিণী, গোয়ালিনী মালিনী, গোপিনী, যোগিনী ব্রাহ্মণী, ঘটাতে পারে। নাপিতিনী আর, দূতী কর্ম্ম সার, এই সবাকার, যে যায় পুরে ।। ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নগর মধ্যেতে, দেখে আচম্বিতে, এক মালিনী। যার অকপটে, কুচ বন্ধ এটে, রজ্জু সহ পিঠে, রেখেছে টানি ।। কি কব বিশেষ, অর্দ্ধেক বয়েস, তথাচ বিলাস, যুবতী জিনি। রূপের মাধুরী, রসের সাগরী, সেজেছে সুন্দরী, নাগরী ধনী ।। কোকিল কজ্জল, রূপ সুনির্ম্মল, সজল আঁখি। মতি গণ্ডপাল, অতি চলাচল, আলো হয় কাল, সে মুখ

খি ॥ সব রূপ কত, সঙ্গীত ইঙ্গিত, চলে অতি দ্রুত, অনেক রঙ্গে। যার কাছে যেসে, দেখিলে পুরুষে, কহে কথা হেসে, ভাষে কৌশলে ॥ ঝমকে ঠমকে, জমকে থমকে, চমকে চমকে, লোক সকলে। কান্দে পাতে ফাঁদ, মিছে সাধে বাদ, ধরে দিতে চাঁদ, চাহে অকূলে ॥ কঙ্কালী লক্ষণ, অঙ্গে আভরণ, তাহে সুশোভন, তিরূপ শাড়ী। বয়সেতে বুড়ী, পাকিয়াছে চুড়ী, দেখে অঙ্গে শাড়ী, মোচড়ে নাড়ি ॥ দেখি হেন যায়, সেজেছে স্বসাজ, লাজ ভয়ে লাজ, গলায় লাজে। দীর্ঘ কলেবর, তাহে কি সুন্দর, পদেতে ঘুঙ্গুর, মধুর বাজে ॥ রাজনারায়ণ, করে নিবেদন, না দেখি এমন, ভুবন মাঝে। যেন কামালে, শোভিত মিলোমে, বানরের গলে, পরিলে সাজে ॥

অথ রাজপুত্র কান্যকুব্জ নগরে প্রবেশ ও
দূতী মিলন।

পয়ার। দেখিয়া রাজার সুতে রসের মালিনী। কাছে আসি হাসি হাসি জিজ্ঞাসে কাহিনী ॥ কি নাম কোথায় ধাম কোন গ্রামে যাবে। ভাবের ভাবক হবে বুঝি অনুভাবে ॥ শুনিয়া রাজার পুত্র কহে ততক্ষণ। নিজ কার্য্যে এই রাজ্যে করি আগমন ॥ অদ্য এই নগরেতে হয়ে উপনীত। বাসা হেতু নিরাশয় অন্তর চিন্তিত ॥ ভাগ্য বলে তোমা সহ হৈল দরশন। কে তুমি কোথায় থাক কহ বিবরণ ॥ মালিনী আশয় পেয়ে কহিতেছে বাণী। চন্দ্রকলা নাম মম দুঃখিনী মালিনী ॥ ভাল মন্দ জানি নগরের সমাচার। অসাধ্য সাধিতে সাধ্য আছয়ে আমার ॥ অতএব যদি হয় সম্মত আপন। দয়া করি চল তবে আমার ভবন ॥ এত শুনি রাজপুত্র হয়ে পুলকিত। মালিনীর আগারে হইলা উপনীত ॥

দেখিয়া নির্জ্জন স্থান আনন্দ অপার। বাসার গুণেতে হয় আশার সুসার॥ পরিপাটি বাটী খানি টাটি দেওয়া ঘেরা। পরধন হরা সে মালিনী মনচোরা॥ পুলকিতা মালিনী মনের কুতুহলে। যেন আসি শিকার পড়িল ছিন্নজালে॥ রাজপুত্রে আসনে বসায় আনন্দেতে। জলপান দ্রব্য আনে বাজার হইতে। হৃষ্ট হয়ে রাজপুত্র করি জলপান। রন্ধন করিল অতি আনন্দ বিধান॥ তুষ্ট মন রাজপুত্র ভোজনের পরে। দিয়া কিছু ধন তার মন তুষ্ট করে। তদন্তর রাজ পুত্র ডাকিল নিকটে। কাছে যেযে মালিনী বসিল অকপটে॥ প্রিয়ভাবে তোষে কহে রাজার নন্দন। যে কারণে এই স্থানে মোর আগমন॥ শুনিয়াছি এক সাধু কুমারীর কথা। পোষে এক শারী নারী বিচারে পণ্ডিতা॥ যদি কিছু জান তার কহ বিবরণ। কেমন সুন্দরী কি প্রকার আচরণ॥ ধন হরা মন-চোরা চতুরা মালিনী। ধীরে ধীরে কহে কথা শুন সে কাহিনী॥

অথ সদাগরের কন্যার রূপ বর্ণন।

পয়ার। কহিতে কহিতে রূপ কি কহিব তার। কেমনে কহিব তাহা কি সাধ্য আমার॥ অতুল্য তুলনা তুল্য নাহি ত্রিভুবনে। তাসিলে সে রূপ রূপ বিরূপ সে মনে॥ যে ছিল তুলনা স্থল কেবল চন্দ্রমা। মৃগাঙ্ক কলঙ্ক অঙ্গে নহে তার সমা॥ মুখশশী দেখি শশী উদাসিত মন। গমন গগণোপরে তবু উচাটন॥ দেহ ক্ষীণ নিশি দিন ভাবিয়া সংশয়। লজ্জা ভয়ে অদ্যাপি দিবসে অনুদয়॥ সুপ্রকাশ্য আস্য হাস্যে তড়িত লজ্জিত। লাজে মেঘ মাঝে আছে তথাচ কম্পিত॥ দেখি দন্ত ভাবি ভ্রান্ত কুন্দ পুষ্পবনে। নিজ ভাবে কেবে ভেবে হৈল গন্ধ হীনে॥ লজ্জা মুক্তা হয়ে মুক্তা প্রবেশে সাগরে। মুখসুধা হেরি সুধা পশিল ভলীরে॥ মনো-

র মধুর অধর মধুরীম। বিম্বফল সুরাতুল খর্ব্ব নহে সম ॥ ভাবি স্পষ্ট নিজ কণ্ঠ বনে গেল লাজে। প্রাণ যুক্ত হয়ে তক্ত হৈল তার মাঝে ॥ যে ছিল তুলনা স্থান নূতন পল্লবে লাজে বৃক্ষ শাখাগ্রে সে বুঝ অনুভাবে ॥ নীলের ইন্দিবর তার চমৎকার আঁখি। হেরিয়া হরিণী বনে গেল হয়ে দুঃখী খঞ্জন গঞ্জন আঁখি দেখিয়া খঞ্জন। অদ্যাপি ইঙ্গিত শিক্ষা করে অনুক্ষণ ॥ ভ্রূভঙ্গি ভঙ্গিম ইষু জিনিয়া মদনে। সে বাণ সন্ধান সদা ভুরু শরাশনে ॥ এত লাজে তবু কভু মনক্ষুণ্ণা ভুলে। হেরি ভাব আবির্ভাব সে ভাব হিল্লোলে ॥ সিন্দুর বিন্দুর কর দিবাকর হেরে। অদ্যাপি অধর মাঝে স্থির হতে নারে ॥ চাঁচর চিকুর তার পয়োধর জিনি। কাদম্বিনী জানি নৃত্য করে ময়ূরিণী ॥ কত কল অবণিত সুললিত বেণী। লজ্জা পেয়ে পাতালে পশিল যত ফণী ॥ কজ্জল জিনিয়া কাল নয়নের তারা। সে তারা হেরিয়া তারাগণ ত্যজে ধরা ॥ সুধা জিনি ভাষা নাসা তুলনা না হয়। খগচঞ্চু বন্ধুপুষ্প তার সমা নয় ॥ কামিনী কোকিলকণ্ঠা কণ্ঠে দোলে হার। স্তন হেন অনুপম সম নাহি তার ॥ কুচগিরি হেরিয়া গিরির গেছে গর্ব্ব। সুমেরুর শৃঙ্গ ভঙ্গ ভাবিয়া সে খর্ব্ব ॥ যৌবনের রাজা তার পয়োধর বুকে। দিয়া কর দিতে কর চাহে কত লোকে লাজে করি কুম্ভ লয়ে অরণ্য ভিতরে। দাড়িম্ব বৃক্ষেতে গিয়া তথাপি বিদরে ॥ জিনিয়া মৃণাল ভাল ভুজের বলনি। হেরি লাজে বনমাঝে লুকায় নলিনী ॥ চম্পক কলিকা জিনি অঙ্গু লীর ছটা। চন্দ্রের উদয় তার নখছটা ঘটা। কঙ্কালী কে- শরী জিনি যতনে গড়িল। সে লাজে অরণ্য মাঝে করি অরি গেল। প্রবল নিতম্ব স্তম্ভ দেখি চমৎকার। যত চলে তত হেলে স্বভাব তাহার ॥ কদলীর তরু গুরু উরু সুগঠন। শিখিলো মরাল গতি দেখিয়া গমন ॥ পাদপদ্ম সুশোভিত নখচন্দ্র হেরে। হয়ে খন্দ সদা দ্বন্দ্ব চকোর ভ্রমরে ॥ থাকিতে

নয়ন যেবা না হেরে তাহারে। ধিক জন্ম ধিক কর্ম্ম ধিক ধিক তারে॥ সহস্রাক্ষ করি ঐক্য চক্ষু আপনার। যদি দেখে তবু খেদ থাকয়ে তাহার॥ দেখিবে প্রত্যক্ষ যদি পারি দেখা-ইতে। মনের বিরূপ হয় সে রূপ বর্ণিতে॥ রূপযুক্তা সাধুসুতা বিচারে পণ্ডিতা॥ পূর্ণ রসবতী অতি রসেতে মণ্ডিতা॥ ক-রিবে বিবাহ যেই জিনিবে বিচারে। কত শত সুপণ্ডিত এসে গেছে ফিরে॥ এক দিন সাধুসুতা আছিল শয়নে। দেখে এক রাজপুত্রে দেখিয়া স্বপনে॥ শয়নেতে মদনে মোহিত হয়ে মন। প্রভাতে শারীরে জিজ্ঞাসিল বিবরণ। ধৈর্য্য হৈতে নারি শারী কি হইবে গতি। শারী বলে গৃহে বসি পাবে তব পতি॥ চন্দ্রসেন রাজসুত বিজয় সুন্দর। সে আসি বিচারে জিনি হবে তব বর॥ তাহারে সাধুর কন্যা করিবে বরণ। তুমি কেন তার চেষ্টা কর অকারণ॥ নাএগাঁহাট বাস দ্বিজ দ্বিজগণ দাস। তার আজ্ঞা মতে গ্রন্থ হইল প্রকাশ॥

অথ সাধুকন্যা সহ রাজপুত্রের স্নান ছলে দর্শন।

পয়ার। এত শুনি রাজপুত্র পুলকিত মন। ভাবে মনে বুঝি হয় কার্য্যের সাধন॥ করি ছলা চন্দ্রকলা মালিনীরে বলে। এক দিন দরশন পাই কি কৌশলে॥ জন্ম মৃত্যু বি-বাহ বিধির সংঘটন। তথাচ বারেক দেখি সার্থক নয়ন॥ শুনিয়া মালিনী কহে রাজার কুমারে। যে দিবসে স্নানে ধনী যাবে সরোবরে॥ জানিয়া সন্ধান তার কব বিবরণ। স্নান ছলে তুমি তারে কর দরশন॥ বাক্য ছলে সুকৌশলে দিবা গত হৈল। শয়নে স্বপনে সুখে নিশি পোহাইল॥ প্রভাতে উঠিয়া নিজ নিত্য কৃত্য করে। মালিনী লইয়া পুষ্প গেল সাধু পুরে॥ পুষ্পদিয়ে হৃষ্ট হয়ে আসিয়া মালিনী। রাজার নন্দনে কহে শুন গুণমণি॥ সাধুসুতা গেল ছাদে

কাম্য সরোবরে। যদি ইচ্ছা হয় তবে চলহ সত্বরে॥ এত শুনি রাজপুত্র অতি পুলকিত। মালিনীরে সঙ্গে করি চলিল ত্বরিত॥ দূরে হৈতে মালিনী দেখাইয়া সরোবর। তথা হৈতে সত্বরেতে হইল অন্তর॥ রাজপুত্র উপনীত সরোবর তীরে। পুষ্পবন সুশোভন চারিদিকে হেরে॥ জলে ফুলে অলিকুলে বড় শোভা পায়। প্রিয়া সঙ্গে বনপ্রিয় প্রিয় স্বরে গায়॥ মুক্তাফল ঝাপ ঝাপ উঠে সরোবরে। পুষ্প যত অর্পিত চারিভিতে হেরে॥ স্নান হলে সাধুসুতা ছিল সরোবরে। মদনে মোহিত হৈল রাজপুত্রে হেরে। রূপ ছটা ঢাকে ছটা সূর্য্যের কিরণ। বক্র যেন শ্রোত বক্ষ দ্বিতীয় নন্দনে। মধ্য সূক্ষ্ম স্থূল বক্ষ অধর রাতুল। কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব নাহি সমতুল॥ জিনি চন্দ্র চন্দ্রিকায় মুখচন্দ্র আলো। খগরাজ পায় লাজ নাসা অতি ভাল॥ সুন্দর সুচারু উরু ভুরু শরাসন। ভুরু যুগ নিন্দি নাগ অতি সুশোভন॥

অথ মালিনী সহ সাধুকন্যার কথোপকথন।

পয়ার। এইরূপ রসকূপ হেরি রাজসুতে। মোহিতা সুন্দরী মনে মদন বাণেতে॥ উভয়ের চমৎকার উভয়েতে দেখি। বারেক ফিরাইতে নারে অনিমিখ আঁখি॥ সাধুর নন্দিনী ধনী হইয়া অধিরে। গৃহে আসি মিষ্টভাষী জিজ্ঞাসে শারীরে॥ ওহে শারী প্রাণে মরি কবে পাব পতি। শারী বলে মনে দুঃখ না ভাব যুবতী॥ যেই জন পুরাইবে তব মন আশা। চন্দ্রকলা মালিনীর গৃহে তার বাসা॥ এত শুনি সুন্দরীর আনন্দিত মন। আপনার সহচরী করিল প্রেরণ॥ শীঘ্র ডাকি আন চন্দ্রকলা মালিনীরে। সখীগণ উপনীত মালিনী আগারে॥ চন্দ্রকলা ডাকে তোরে সাধুর কুমারী। বিলম্বে নাহিক ফল চল ত্বরা করি॥ শুনিয়া মালিনী যায় কুমারীর পুরে। সাধু কন্যা যতনে জিজ্ঞাসা করে তারে॥

ছাড়ি ছলা চন্দ্রকলা কহ বিবরণ। তোর বাড়ী বাসা করি আছে কোন জন ॥ করি ছলা চন্দ্রকলা কহিল কন্যারে। দুঃখিনী মালিনী একাকিনী রহি ঘরে ॥ কেন বাছা একি মিছা জিজ্ঞাস আমায়। বল দেখি কেবা কোথা দেখিলে কাহায় ॥ ছলে ছলে ছলা করি সাধুবালা কয়। এত দিনে চন্দ্রকলা হইলা সংশয় ॥ মনে কিছু দেখনাক বিশেষ ভাবিয়া। সরোবরে কারে তুমি দিলে পাঠাইয়া ॥ ব্যঙ্গ করি গেল মোরে বিবিধ প্রকারে। অতএব গৃহে গিয়া জিজ্ঞাস তাহারে ॥ কিবা নাম কোথা ধাম কাহার তনয়। দেহ পাঠাইয়া হেথা লয়ে পরিচয় ॥ কেমন পণ্ডিত সেই দেখিব তাহারে। বুদ্ধি বল বিবেচনা বুঝিব বিচারে ॥ পণ্ডিত হইয়া হৈলে বিচারে খণ্ডিত। মসি মুখে মাখাইব মস্তক মণ্ডিত ॥

—⁕—

অথ রাজপুত্রের সাধুকন্যা সহ বিবাহ।

পয়ার। তদন্তরে মালিনী অতি ত্বরিত গমনা। অন্তরেতে সভয়েতে করে বিবেচনা ॥ গৃহে গিয়া রাজপুত্রে অতি ছলে কয়। পূর্ব্ব কথা না বলিল করিয়া সংশয় ॥ রাজপুত্রে জানাইল এই সমাচার। তব সহ সাধুসুতা করিবে বিচার ॥ অতএব যদ্যপি থাকয়ে ভবিতব্য। বিচারে জিনিয়া কর ভার্য্যা রত্ন লভ্য ॥ এত শুনি রাজপুত্র পুলকিত মন। তদন্তরে সাধুপুরে করিল গমন ॥ বসিয়াছে সদাগর সভার ভিতরে। উপনীত রাজপুত্র ছাত্র বেশ ধরে ॥ যেন মহাবীর্য্য সূর্য্য ঢাকে মেঘে। সেই মত উপনীত সবাকার আগে ॥ সমাদরে সদাগর সভায় বসায়। কোথা বাস কি প্রয়াস চাহে পরিচয় ॥ রাজপুত্র নিজ পরিচয় নাহি দিল। কেবল বিচার আশ তারে জানাইল ॥ তদন্তরে সবাকারে জিনিল বিচারে। সদাগর গিয়া পরে কহিল কন্যারে ॥ শুনি ধনী পিতৃ কথা

সম্মতা হইল। করিতে বিচার স্থান প্রস্তারে রহিল॥ যেই স্থানে দুই জনে হইবে বিচার। সেই স্থান সুশোভন করে সদাগর॥ পূর্ব্বদিশ বস্ত্র দিয়া করিল বেষ্টন। তার মধ্যে সাধু কন্যা বৈসে কর্ষণমন॥ সভাসহ সদাগরালয়ে রাজসুতে। বসিলেন সর্ব্বজন শক্তি আনন্দেতে॥ প্রথমেতে বিচার সে কাব্য অলঙ্কার। কত কত অবর্ণিত কাব্য বত তার॥ অনুপম বিচার যে কম নহে কেহ। বিচারে বিচারে বাড়ে বিষম কলহ॥ স্ত্রীলোকের বেদেতে নাহিক অধিকার। আরম্ভিল রাজপুত্র বেদের বিচার॥ রাজপুত্র বিস্তর বাক্যে কহিতে বিস্তারে। নিরস্ত হইল কন্যা বেদের বিচারে। দেখি সদাগর অতি আনন্দিত মন। আরম্ভিল অসংখ্য বিবাহ আয়োজন॥ লগ্ন মতে রজনীতে সভা সাজাইল। তদন্তরে রাজপুত্রে কন্যা দান দিল॥ হৃষ্ট হয়ে বর কন্যা প্রবেশে বাসরে। দ্বিজ রাজনারায়ণ রচিল পয়ারে॥

রাজপুত্র শারীসহ কথোপকথন।

লঘু-ত্রিপদী। হইল বিবাহ, তদন্তে নির্ব্বাহ, বাড়িল সর্ব্ব হুতাশে। দর্শনে মোহিত, অতি আনন্দিত, সতী পতি রতি রসে॥ বিরহ আগুন, হইল নির্ব্বাণ, দম্পতীর সমাবেশে। সদা সসন্তোষ, নিত্য নবরস, এক রাত্রে নিশি শেষে। পিঞ্জরে শারীরে, দেখিয়া সে ঘরে, আনন্দে তারে জিজ্ঞাসে। দৈবাধীন গতি, তোমার সংহতি, হৈল দেখা ভাগ্য বশে॥ কহ সারদ্ধার, কি হেতু আমার, আগমন এই দেশে। রাজপুত্র কথা, শুনি আনন্দিতা, কহে কথা হেসে হেসে॥ তব আগমন, হৈল যে কারণ, জানি আমি সবিশেষে। গন্ধর্ব্বের রাজা, রাজ্য শুভ প্রজা, বৈসে হিমালয় পাশে॥ চিত্রভানু নাম, চিত্রভানু সম, পরাক্রম সম যশে। তাহার দুহিতা, সর্ব্বগুণান্বিতা, দৈবে ইন্দ্র শাপদোষে॥ অরণ্যভিতরে, ছলিয়া তোমারে, হেসে থাকা

ছলে তোষে। দেখি তার রূপ, অতি রসকূপ, বৃদ্ধি হলে প্রেম ফাঁসে॥ মন উচাটন, লয়ে বন্ধুগণ, ভ্রমণ তাঁহার আশে। সঙ্গি তিন জন, তাহার কারণ, ভ্রমিলেম বহুদেশে॥ মনের বাসনা, কামের কামনা, হৈল পূর্ণ অবশেষে। নিজ ভার্য্যা পেয়ে, আনন্দিত হয়ে, নিজ শ্বশুরবাসে॥ রাখিয়া রমণী, মনে অনুমানি, অবশেষে তারা এসে। নিশ্চয় কথন, কন্যা তিন জন, আসিবেন তব পাশে॥ এ কথা শুনিয়া, বিনয় করিয়া, কহে পুনঃ মনোল্লাসে। এই নিবেদন, কন্যার কথন, কহ কিছু সবিশেষে॥ এস শুন শারী, কহে ধীরি ধীরে, মুখে মৃদু মন্দ হেসে। পরম সুন্দরী, গন্ধর্ব্ব কুমারী, রূপে অন্ধকার নাশে॥ হড়িত লজ্জিত, হয়ে যথোচিত, সুপ্রকাশ্য আস্য হাসে। তাহার কারণ, চিন্তা কর কেন, পাবে তারে অনায়াসে॥ করিয়া মন্ত্রণা, করিব ঘটনা, মিলাইব তব পাশে। আশায় আশ্বাস, আশে আসে আশ, আশা বৃদ্ধি হ . আশে॥ মনের আহ্লাদে, শ্রীনাথের পদে, বলে দয়া কর শেষে। করিল রচন, রাজনারায়ণ, অতি দীন দ্বিজ দাসে॥

রাজপুত্রের বন্ধু সহিত মিলন।

পয়ার। প্রভাতে উঠিয়া রাজা বিজয় সুন্দর। প্রাতঃকৃত্য নিত্যকর্ম্ম করে অতঃপর॥ গোপন হইয়া সারী রাজপুত্রে কয়। মোর বিবরণ কিছু শুন মহাশয়॥ পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি চিত্রভানু পুরী। তব অন্বেষণে মোরে পাঠালে সুন্দরী॥ দৈবফলে ব্যাধ জালে ধরিয়া আমায়। সাধু কুমারীরে সেই করিল বিক্রয়॥ অতএব মোরে তুমি লৈও সঙ্গে করে। মিলাইব তব সহ রাজকুমারীরে॥ শুনিয়া রাজার পুত্র আনন্দিত মন। শারীরে সম্মান বহু করিল তখন॥ দৈব-যোগে ঐ দিবা পাত্রের কুমার। প্রবেশ করিল আসি নগর ভিতর॥ নিজ সাধ্যে অন্বেষণ করিয়া বিস্তর। উপনীত হৈল

আসি সাধুর আগার ॥ রাজপুত্র নিকটে পাঠায় সমাচার । এত শুনি রাজপুত্র আনন্দ অপার ॥ অন্তঃপুর হৈতে তবে আইল সত্বর । ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল বিস্তর ॥ তদন্তর উপনীত আর দুই জন । রাজপুত্র সহ আসি করিল মিলন ॥ কহিলেন নিজ নিজ দুঃখ বিবরণ । যে প্রকারে পাইল ভার্য্যার অন্বেষণ ॥ কিছু দিন সেই স্থানে করিল বঞ্চন । পুনঃ এক দিন তবে রাজার নন্দন ॥ সকাতরে শারীরে কহিল বিবরণ । কি প্রকারে করি সে কন্যার অন্বেষণ ॥ রাজপুত্র কথা শুনে শারী কহে ভেবে ॥ কহিলে কহিতে হয় কষ্ট শুন তবে । গন্ধর্ব্বের রাজা চিত্রভানু নৃপমণি । তাহার তনয়া ধনী নাম চিত্রাঙ্গিণী ॥ চিত্রের পুত্তলী জিনি চিত্রাঙ্গিণী নারী । চিত্রকলা নামে সে কন্যার সহচরী ॥ সর্ব্ব কার্য্য জানে সেই জানে বহু মায়া । সর্ব্বদা তাহার বাধ্যা রাজার তনয়া ॥ যদি সহচরী করে কৃপাবলোকন । অনায়াসে পারে ইহা করিতে ঘটন ॥ সে বিহনে অন্য জনে না পারে ঘটাতে । অস্ত্রধারী দ্বারীগণ প্রত্যেক দ্বারেতে ॥ অনেক দুর্গম স্থান আছয়ে পথেতে । অন্তরীক্ষে শূন্যপথে হইবে যাইতে ॥ নানা ঘোর ঝঙ্কার শিখর নদ নদী । রাক্ষস পিশাচ বনজন্তুগণ বাদী ॥ এত শুনি রাজপুত্র শারীর বচন । বন্ধুগণ নিকটে কহিল বিবরণ ॥ আনন্দিত পাত্রসুত এই কথা শুনি । সমর্পণ হৈল তারে মন্ত্র আকর্ষণী ॥ মন্ত্র দিয়া কহিল মন্ত্রের বিবরণ । তদন্তরে কহে তারে বিপ্রের নন্দন ॥ আকাশ পথেতে যাইতে হইল উপায় । আমি দিব এক দ্রব্য বিনাশিতে ভয় ॥ এত বলি অঙ্গুরীয় রাজপুত্রে দিল । তাহাতে যে গুণ তাহা তখনি কহিল ॥ তদন্তরে হৃষ্ট হয়ে সাধুর নন্দন । গুটিকা সমর্পি কহে গুণ বিবরণ ॥ পুলকিত হয়ে তবে রাজার তনয় । সর্ব্ব বিবরণ তবে শারীকারে কয় ॥ শারী বলে একাকী যাইতে হবে পথে । কন্যার দোসর মাত্র আমি যাব

সাথে ॥ তদন্তর দিন স্থির করে হৃষ্টমতি। আশার আশয়ে সখা পুলকিত অতি ॥ দ্বিজবর ইত্যাদি ॥

রাজপুত্র কান্যকুব্জ দেশ হইতে চিত্রকর্ণ
প্রদেশে গমন।

পয়ার। রাজপুত্র কহিছে ডাকিয়া বন্ধুগণে। যত দিন না হইবে মম আগমনে ॥ ততোদিন তিন জন হেথায় রহিবে। ইহাতে অন্তরে কিছু দুঃখ না ভাবিবে ॥ এত বলি গেল চলি প্রবোধিয়া সখা। নিজ জায়া যুবতী যথায় আছে একা ॥ যে জন্য যাইবে যথা কহিল বিনয়ে। বাড়িল বিরহ ব্যথা এ কথা শুনিয়ে ॥ বুদ্ধিমতি যুবতী সে সতী পতিব্রতা। কাতরা কান্তরে করে ধরি কহে কথা ॥ পতিগতি সতীর শাস্ত্রেতে এই কয়। এ পতি বিহনে বল প্রাণ কিসে রয় ॥ ক্ষীণতনু বিরহ কৃশানু তাপ পাবে। অনির্ব্বাণ তাপে সদা দেহ দগ্ধ হবে ॥ যদি বল নেত্রজল নিভাবে বহ্নিরে। সেকারণ অকারণ বুঝহ অন্তরে ॥ যেমত সংযোগ বহ্নি সরস কাষ্ঠেতে। পড়ে জল অবিরত তাহার অগ্রেতে ॥ সে উদকে অগ্নি কভু হয় নিবারণ। সবে কহে তাহে আর দহে অনুক্ষণ ॥ যেন ভানু তাপে শোষে ক্ষুদ্র সরোবরে। সেই মত হবে নাথ মম নিরাধারে ॥ অতএব দেখ সখা রেখহ মনেতে। যেন পাই জলাঞ্জলি তীর্থের জলেতে ॥ প্রাণনাথ হয়েছ লয়েছ মমপ্রাণ। ছিন্ন দেহ তাহে দিলে অগ্নি অনির্ব্বাণ ॥ মৃত্যু পরে যাহা করে সাক্ষাতে করিলে। শেষ ক্রিয়া কহিলাম কর তীর্থ জলে ॥ হেসে কয় রসময় শুন প্রাণেশ্বরী। আমি আছি তব দেহে বিরহের অরি ॥ আনন্দে অন্তরে তব আজি অনিবার। জলমাঝে বহ্নি কভু না হয় সঞ্চার ॥ যদি বল বিরহ বাড়িবে অদর্শনে। তাহার কিঞ্চিৎ কহি ভেবে দেখ মনে ॥ প্রাণ দিয়ে প্রাণ পেয়ে তব প্রাণেশ্বর। এক অঙ্গ উভয়ত জানে

পরস্পর ॥ মোর জন্য মোর প্রাণ কভু না জ্বালবে। তোমার সে জ্বালা নয় আমার জানিবে ॥ বক্ত মত সাধিতে সাধনা হৈল সতী। পুনর্ব্বার শারীরে চাহিয়া লয় গতি ॥ বিবিধ বিধানে ধনী বিঘ্নরাজে পুজে। বিঘ্নরাজ আমারে বাঁচাবে বিঘ্নমাঝে ॥ শারীরে লইয়া হস্তে রাজার নন্দন। আকর্ষণী মন্ত্রেরে করিল আকর্ষণ ॥ মন্ত্রবলে শূন্যে চলে সঙ্গে স্বর্ণজুরী। সঙ্গে দশরাক্ষস চলিল আগুসারি ॥ এক দিবা শর্ব্বরী চলিয়া দুই জন। চিত্রকর্ণ দেশেতে প্রবেশে ততক্ষণ ॥ শারী কহে দেখ সব গন্ধর্ব্বের পুরী। চিত্রকর্ণ রাজা এই রাজ্যে অধিকারী ॥ নিশাচর গণ পরে গন্ধর্ব্বের ডরে। রাজপুত্র আজ্ঞা লয়ে গেল স্থানান্তরে ॥ এত শুনি রাজপুত্র স্তুতি দিল মুখে। যার জোরে অদৃশ্য এ চতুর্দ্দশ লোকে। শারী সঙ্গে রাজপুত্র চিন্তিত অন্তরে। উপনীত হৈল পরে চিত্রকর্ণ পুরে ॥ কি কহিব কি শুনাব অবর্ণিত পুরী। ইন্দ্রালয় তুচ্ছ হয় যাহা দৃষ্টি করি ॥ বিষম দুর্গম দুর্গ দেখি লাগে ভয়। দিবা রাত্রি দিবা সম মণির আলয়। যোজন যুড়িয়া পুরী প্রস্থে হবে সম। নরে অবর্ণিত অতি দৃশ্য অনুপম। প্রস্তরে প্রাচীর পরিসর হস্ত শত। তাহার দ্বিগুণ জান ঊর্দ্ধে সেই মত ॥ দ্বারে দ্বারী অস্ত্রধারী পুরী ঘোর আছে। শূন্য পথে ইন্দ্রজাল আচ্ছাদি রেখেছে ॥ পুলকিত পরম আনন্দ প্রাণপাখি। পুরী দেখি কি কারণ ঝুরে নিজ আঁখি ॥ রাজনারায়ণ কহে শুন বিবরণ। নয়নে নয়ন নাই কান্দে এ কারণ ॥

চিত্রাঙ্গিণীর বিরহ বর্ণন।

ত্রিপদী। চিত্রভানু রাজসুতা, মনে অতি সচিন্তিতা, হেরি বনে বিজয় সুন্দরে। সর্ব্ব বেত্তা শারী ছিল, অন্বেষণে পাঠাইল, দৈবদোষে না আইল ফিরে ॥ মনে মনে মনানল, হৈল অতি সুপ্রবল, সদা আঁখি জল ছল করে। মরমে সরমে

রয়, শুধাইলে নাহি কয়, মন কথা নাহি জানে পরে ॥
কিবা দৈবদোষে, প্রাণনাথের উদ্দেশে, কেন পাঠাই
শারীকারে। কান্দিয়া মন আলয়, পেয়ে নিজ পিত্রালয়,
আর না আইল ফিরে ॥ হায় কেন দেখা দিয়ে, কুল ল
মন থায়ে, আইলাম ইন্দ্রের আদেশে। ইন্দ্র আজ্ঞা দি
হৈল, প্রাণনাথ না আইল, অভাগীর অভাগ্যের দোষে
পুনঃ ধনী ভাবে মনে, আমি যাই অন্বেষণে, মানে চাই
নাহি চাই। পুনঃ ধনী মনে ভাবে, পাছে বা কুরূপ যা
যদি তার দেখা নাহি পাই ॥ দেখিয়া ব্যাকুলা মন, চিত্র
ততক্ষণ, বুঝি মন জিজ্ঞাসা করিল। শুনি চিত্রাঙ্গিণী তা
পূর্ব্ব কথা ধীরে ধীরে, সবিস্তারে সব জানাইল ॥ বুঝি চি
কলা ভাবে, কহে কুমারীরে তবে, শুন বালা স্থির কর ম
সুখ দুঃখ দাতা যিনি, আমাদের ঘটাবে তিনি, নারীরে
উদর্ক যেমন ॥ প্রবোধিয়া কুমারীরে, তদন্তরে করে ধ
পুষ্পবনে করিল গমন। সৌরভে শোভিত ফুল, মধু লো
অলিকুল, ঝঙ্কারে গুঞ্জরে অনুক্ষণ ॥ যখন মনোজ্ঞক
ধনী উচ্চ উচ্চ করে, উচ্চরবে কুহুরব শ্রান্তি। আলুলিত
বেণী, তাহে ভ্রান্তি যেন ফণী, ভয়ে ভূমে পড়ে স্বর্ণকা
কদম্ব কুসুম মত, লোমাবলি লোমাঞ্চিত, দশনে দশন
চাপে। পড়ে ধনী ধরাসনে, চিত্রকলা ভাবে মনে, ভাল অ
পড়িলাম তাপে ॥ কাঁপে কায়া থর থর, ঝরে অঙ্গ জর
ঝর ঝর নেত্র জলধারা। ধরাধর ধারা মত, পড়ে নীর ত
রত, সুশোভিত যেন খসে তারা ॥ হেনকালে সেই স্ব
দৈব বলে কর্ম্ম ফলে, উপনীত হৈল এসে শারী। চিত্র
শারী দেখে, ডেকে বলে কুমারীকে, বন্ধু এলো ও র
কুমারী ॥ শুনিয়া নাথের কথা, দূরে গেল মনোব
কে বলি শিহরি উঠিল। শারী দেখি ততক্ষণ, রাজকন্যা ক
কন, ওহে শারী বন্ধু কোথা বল ॥ চিত্রা কহে চুপ চুপ,

কহি শুনে ভূপ, নবাকারে করিবে মিলন। গোপনেতে গুণমণি, রহিয়াছে গুণো ধনী, নিশিযোগে করাব মিলন ॥ শুনি তীরে শারী কয়, উতলার কর্ম্ম নয়, কতক্ষণে নিশির প্রবেশ। রাজার কুমারী কয়, রজনী অধিক হয়, বন্ধু আনি কর দুঃখ শেষ ॥ রাজনারায়ণ কয়, মিছে কেন লোক ভয়, যার সঙ্গে চিত্রকলা সখী। পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ, ধরে আকাশের চাঁদ, ত্রিভুবন রয়ী সে একাকী ॥

অথ চিত্রাঙ্গিণীর সহিত রাজপুত্রের মিলন।

পয়ার। চিত্রকলা শারীরে জিজ্ঞাসে চিত্রাঙ্গিণী। কি রূপে আনিল পুরে মোর গুণমণি ॥ শারী বলে সখি সেই আপনি আসিবে। আসিতে যত পার সাক্ষাতে দেখিবে ॥ শারী সঙ্গে চিত্রকলা করিল গমন। উপনীত হৈল যথা রাজার নন্দন ॥ চিত্রকলা শারীকে জিজ্ঞাসা করি কয়। কহ শারি কে কোথা রাজার তনয় ॥ শারী বলে ঐ বেশে আছে গুণময়। চিন্তিতা চতুরা চিত্রা চারিদিগে চায় ॥ গুটিকার গুণ বশে রাজার নন্দন। চক্ষু অগোচর নানা রূপে অদর্শন ॥ শারী বলে রাজপুত্র শুনহ এখন। মুখে হৈতে গুটিকারে করহ ক্ষেপণ ॥ মুখে হৈতে গুটিকারে রাজপুত্র নিল। যেন শশী জলদ নাশি উদয় হইল ॥ চন্দ্র জিনি চিত্রকলা চাঁদ রূপ হেরে। অনিমিখ হয়ে আঁখি চাহে বারে বারে ॥ ভাবে মনে কুমারীর মুখে দিয়া ছাই। এঁরে লয়ে হদয়ে সাগর পারে যাই ॥ এই রূপ মনে মনে মনের মানসে। রাজসুতে আনন্দেতে কহে হেসে হেসে। এসো ওহে নারীবেশ সাজাই তোমারে। রায় বলে নিজে নারী পারি হইবারে ॥ কেবল তোমার সঙ্গে করিব গমন। এত শুনি চলে চিত্রা আনন্দিত মন ॥ আনন্দেতে উপনীত কুমারীর পুরে। রাজকন্যা বলে কই না দেখি বন্ধুরে ॥ চিত্রা

কয় কি কহিব ও রাজকুমারী। না আনিয়াছি তারে বন্দি শারী॥ শুনি ধনী জ্ঞান হত মূৰ্চ্ছিত হইল। সুধীরে জ হয়ে ধরায় পড়িল॥ সহচরী যত্ন করি করায় চেতনা। বন্ধু বলিয়া কান্দয়ে সুলোচনা॥ তবে চিত্রা সখীগণে করাইল। রাজপুত্রে নিজ রূপ ধরিতে কহিল॥ পূৰ্ব্ব মত হৈল রাজার নন্দন। মদনে মোহিত সবে করে নিরী কেহ বলে ধন্য ধন্য নয়ন আমার। হেন রূপ নয়নে না কভু আর॥ ধন্যবটে রাজকন্যা ধন্য হৈল পতি। খনে রাজসুতে দেখিয়া যুবতী॥ রসকূপ দুজনার রূপ অতুল সুবর্ণে সোহাগা যেন বিধির ঘটনা॥ ভাবে মনে দুই পূৰ্ব্ব পুণ্য ফলে। যেন নিধি জলনিধি হৈতে বিধি দি বসিবারে তদন্তরে দিলেন আসন। সখীগণ করাইল প্রক্ষালন॥ পথশ্রান্ত দূরে গেল শীতল হইল। তদন্তরে র কন্যা জিজ্ঞাসা করিল॥ কে তুমি কি নাম তব কোথায় বাস? রমণীমণ্ডলে এলে করি কি প্রয়াশ॥ চন্দ্রসেন রাজা বিখ্যাত সংসার। তাহার তনয় নাম বিজয় সুন্দর।

অথ রাজপুত্রের বিবাহ।

পয়ার। ধনী বলে ভাল ভাল বুঝেছি তোমারে। হৈল বিধি আনি মিলাইল মোরে॥ তুমি মোর মনে অরণ্য মধ্যেতে। সদা করি অন্বেষণ চোর সন্ধানেতে॥ চোর এত দিনে পাই দরশন। কি শাস্তি বিহিত তাহ বিবরণ॥ শুনি রায় হাসি কয় শুনহে উচিত। প্রথমত ধন লওয়া সুবিহিত॥ যখন করিল চোর চুরি তব মন। তাহারে তুমি করেছ বন্ধন॥ এখন বিহিত শাস্তি শুন বতী। হৃদয়েতে গিরি আনি চাপাও সংপ্রতি॥ নিজ মনমোরে করহ বন্ধন। দেহ জ্বালা দণ্ড দুই দশনে দ এইমত যদ্যপি প্রহার কর চোরে। নিজ ধন সহ সেই

তৃপ্ত ফিরে ॥ হাসিয়া কৌতুকে হল বুঝিলা সুন্দরী। অনন্তরে কহে তারে চন্দ্রা সহচরী॥ রজনী অধিক হইল বিলম্ব না সয়। শুভ লগ্নে শুভ বিভা কর সুখোদয়॥ এত বলি রমণীর বেশ বিনাইল। যে স্বর্ণকার স্বর্ণ সোহাগে মাখিল॥ সহচরী করে ধরি রাজকুমারীরে। সত্বর উভয় কর সমর্পিলা করে॥ রাজবালা পুষ্পমালা লয়ে গলে হৈতে। পরি গলে দিল তুলি অতি আনন্দেতে॥ রাজসুত আনা দত্ত ধরি প্রিয়া গলা। পরিবর্ত্ত পুনর্ব্বার করে সেই মালা॥ কুরিয়া গন্ধর্ব্ব বিভা গন্ধর্ব্ব কুমারী। হৃষ্ট মন ততক্ষণ খেলে পাশা সারী॥ পালঙ্ক উপরে দোঁহে করিল শয়ন। অনন্তরে সখিগণ হইল গোপন॥ নানা কাব্য আলাপন উভয়ে করে। রাজনারায়ণ দ্বিজ রচিল পয়ারে॥

অথ রাজপুত্রের সম্ভোগ।

পয়ার। কামিনী করিয়া কোলে করিল চুম্বন। হৃদয় পসারি ধরি করে আলিঙ্গন॥ নাভী উরু কক্ষে বক্ষে হস্ত পরশনে। সিহরিল রসবতী ভয় রতিদানে॥ একি একি দেখি দেখি কহ যুবরাজ। কাতরা হয়েছি লাজে দেখি তব কায॥ নাহি জানি তিক্ত মিষ্ট রতি আস্বাদন। শুনি নাই কর্ণে কভু একর্ম্ম কেমন॥ অসময় রসময় ভেবে হয় ভয়। কাঁপিছে হৃদয় কদলীর পত্র প্রায়॥ এই জানি সুখে মুখে কৌতুকে রহিব। খেলা মেলা গপ সপ দুজনে করিব॥ যে দেখি পুরুষ ভাব পাষাণ সমান। পশিলে পঙ্কজোপরে বাঁচে কিহে প্রাণ॥ যাও মেনে এত কেন হয়েছ অস্থির। কল্য নয় হবে বঁধু আজি হও স্থির॥ রায় কয় নাহি ভয় শুনলো যুবতী। খাইতে অমৃত কেন হয় হেন মতি॥ কি কায শুনিয়া সুখ দেখিব সাক্ষাতে। সিন্ধু হবে বিন্দু বোধ দেখিতে দেখিতে॥ ত্যজি চিন্তা হয়ে সান্ত্বা মজ রসকূপে। তপন তাপে কি কভু পঙ্কজিনি তাপে॥

পরশ পরশে যেন লৌহ স্বর্ণ হয়। অঙ্গ সঙ্গে সেই রূপ স্বর্ণোদয়॥ শুভ কর্ম্মে কালাকাল বিচার কে করে। প্রস আকাশ বোধ হয় সবাকারে। প্রবর্ত্তা হইলে কর্ম্মে বুদ্ধি তখনি। আকাশ পাইবে হাতে ও চন্দ্রবয়ানী॥ শুনি হ রূপসী কহিছে আর বার॥ সময়ে সকল কর্ম্ম শোভা স কায়॥ অসময় বন্ধু হৈতে সুখোদয় নহে। নীর বিনা নদি বন্ধুর তাপে নহে॥ মনেতে যুবক জপে মদন মদন। কে নিবে এ কর্ম্ম যে করিবে সাধন। স্তবে তুষ্ট স্মরারি হই নিজ বাগানে। ফুলবাণ সন্ধান করিয়া যুবতীরে॥ মন্মথে তিয়া ধনী দিল আলিঙ্গন। ভার্য্যা কাগে যুবরাজ সা শুভক্ষণ॥ কামশরে ধনী ডরে চেপে ধরে পতি। কামান ধরি গলে কামে টলে মতি॥ বুকে বুক মুখে মুখ নাড়ে অতি। উরু গুরু কাঁপে ভুরু নাচে ভীরু রতি॥ গেল দ রাজ বালা পতি গলে ধরে। অর্দ্ধ আঁখি রুদ্ধ রাখি চন্দ্র হেরে॥ কাঁপে অঙ্গ বাড়ে রঙ্গ নহে ভঙ্গ দোঁহে। মগ্ন মন জন অনুক্ষণ রহে॥ নাহি ভুলে চুম্ব গালে কভে কোলে র নাশি দুঃখে মনোসুখে খায় মুখ মধু॥ অধঃ ঊর্দ্ধ পথ কামে শুদ্ধ মন। শরে বৃদ্ধ করে যুদ্ধ নহে বদ্ধ রণ॥ দোলে কাম চলে ধনী বলে হেসে। তুমি মুখ কিবা সুখ মা দুঃখে নাশে॥ হেন ধন কোন জন ত্রিভুবন মাঝে। ধন্য কৈল সৃষ্টি হেন মিষ্টরাজে॥ তার ধার শোধা ভার কর কত। দিলে প্রাণ তারে দান নহে মনোমত॥ এই মত র রত করে কত তাতে। চন্দ্রামুখী মুদে আঁখি স্বর্গ দেখে হাতে দেখি লাজ যুবরাজ নিজ কায সারে। দেখি রতি লাজে ধরে পতি করে॥ কহে দ্বিজ ত্যজ লাজ নিজ কায দে মোক্ষধাম দিবে কাম মজ প্রেম সুখে॥ এই মত কব নিত্য নানা রস। রজনীতে যুবরাজ দিনে গুপ্ত বেশ॥ বিষম প্রেম বর্ণনা না হয়। আঁখির পলকে দোঁহে দোঁ

হারায় ॥ প্রেমতত্ত্ব প্রেম মত্ত প্রেম সর্ব্ব জানি। কাম যাগ কাম ভোগ দিবস রজনী ॥

অথ রাণী কন্যার পুরে পুরুষের কথা শ্রবণ করেন।

পয়ার। এক রাত্রে মহিষী আপন কার্য্যান্তরে। প্রবেশিতে তনয়ার পুরের ভিতরে ॥ পুরুষের কথা যেন মর্ম্মে প্রবেশিল। ব্যস্ত হয়ে মহিষী রাজারে জানাইল ॥ শুনিয়া রাণীর কথা ভূপ ক্রোধ মনে। সংগোপনে উপনীত কন্যার ভবনে ॥ মহারোষে গৃহ পাশে দুই জনে বসে। যুবক মগন হয়ে যুবতীর রসে ॥ ততক্ষণ সখীগণ বাহিরে আইল। পুরুষ নিশ্চয় গৃহে নৃপতি জানিল ॥ মহাক্রোধে রাজা প্রবেশিতে রাজপুরে। করে ধরি মহিষী রাখিয়া নৃপবরে ॥ মহিষী গৃহেতে গোপনেতে প্রবেশিতে। সখীগণে পুরুষ যে দেখে আচম্বিতে ॥ রাণী দেখি চিত্রকলা সন্তোষ করিল। লাগিয়া যুবক মুখে গুটিকা রাখিল। এসো এসো বলি কন্যা প্রণমিল মায়। গৃহে প্রবেশিতে রাণী চারিদিকে চায় ॥ পুরুষেরে না দেখিল যুবতীর ঘরে। মনে মনে সক্রোধিত হইল অন্তরে ॥ ক্রোধ ভরে রাণী পরে বাহিরে আইল। সবিস্তার সমাচার রাজারে কহিল ॥ রাজা বলে ভূমণ্ডলে হৈল বড় লাজ। সত্য জানিলাম এই দেবতার কায ॥ এত বলি দোঁহে চলি গেল অন্তঃপুরে। রাজার কুমারী হয় চিন্তিত অন্তরে ॥ একে একে সখীগণে সত্য করাইল। সাবধানে সর্ব্ব জন সদত থাকিল ॥

অথ চোর সন্ধানে রাজা কন্যাগারে প্রবেশ।

পয়ার। তদন্তর নৃপবর ভাবি নিজ মনে। এক রাত্রে আসি ভূপ অতি সংগোপনে। পূর্ব্বমত শুনে রাজা কথোপকথন। গৃহের চৌদিকে তবে করিল স্তম্ভন ॥ শূন্যপথে ইন্দ্রজাল আছে আচ্ছাদন। পলাইতে নাহি পারে সুর নরগণ ॥ তবে

রাজা কহিলীরে করিল প্রেরণ। ক্রোধ মতি বেগবতী র ততক্ষণ ॥ দ্বারেতে দাণ্ডায়ে ছিল সখী চিত্রকলা। এত রা কেন রাণী বলি কৈল ছলা ॥ শুনি রাজসুত শীঘ্র ছাড়ি মু কিল। গৃহে প্রবেশিয়া রাণী ডাকিতে লাগিল ॥ নৃপাবর ব স্তুর দিয়া গৃহদ্বারে। নিজ হস্তে নখাঘাতে ক্ষেত্র বেড়ে প্রহারে। তবে ভূপ সুগন্ধ্যা ভাবিয়া অন্তরে। বাহিরে আনিয়া ব সিল তন্ময়ারে ॥ দিয়া ঘরে গৃহের দুয়ারে কারে বন্ধ। না বেশে আছে চোর এই মনে সন্ধ ॥ নব সঙ্গিনীর সজ্জ ব খুলিল। হেরি কুচ তবু মনে সন্দেহ না গেল ॥ রাজে শিরা মনে করে সকাতরে। মহারাজ কেন লাজ দেহ অ ভারে ॥ ক্রোধে কম্পমান রাজা না শুনে বচন। একেব সর্ব্ব অঙ্গে করে বিবসন ॥ নিজ কন্যা মন লাজ লজ্জি হইয়া। দুই হস্তে দুই স্থান রাখে আচ্ছাদিয়া ॥ ভূপ ঊর্দ্ধবাহু হয়ে সবে রবে। দেহ রূপ দেখিলে সন্দেহ হবে ॥ সতী সহ সুভবন্ত মুদিল নয়ন। ভূপে দেখাইল ন অসতী যে জন ॥ দেহ রূপ দেখি ভূপ চমকিত অন্ত রাণীসহ প্রবেশ করিলা অন্তঃপুরে ॥ দ্বিজরাজ রাজা চিন্তা কি কারণ। যে দৃষ্টি করিলা অরে পাইবে চল ॥

রাজপুত্র পলাইবার উদ্যোগ এবং রাজ কন্যার প্রবোধ।

লঘু-ত্রিপদী। তবে রাজসুত, হইয়া চিন্তিত, ভার্য্যা ধরি কয়। শুন প্রাণেশ্বরী, বুঝি প্রাণে মরি, মোর মনে ভয় ॥ জেনেছে রাজন, চোর অন্বেষণ, সংগোপনে সদা কি হৈতে কি হবে, কি দশা ঘটাবে, বুঝি শেষ প্রাণে মা এই মনে ভয়, সদা মোর হয়, পাছে মরি এই দেশে। পিতা মাতা, না পাবে বারতা, মরিবে মন হুতাশে ॥

ভয় হয়, মনে এই লয়, যদি দেহ অনুমতি। চল দুই জন, হইয়া গোপন, নিজ রাজ্যে করি গতি॥ যদ্যপি না পার, মোরে আজ্ঞা কর, আমি যাই নিজ দেশে। তুমি নিজে সতী, পুনঃ পাবে পতি, আপনার গৃহে বসে॥ থাকিলে যৌবন, কত শত জন, ইঙ্গিত ইচ্ছিবে পাবে। যে শক্তি আমার, দুবেলাও আর, থাকিলেও প্রাণ যাবে॥ ধনী কহে কয়, কহ মহাশয়, নারী বধে নাহি ভয়। ফলে আছে তায়, বলো মাত্র সার, দুখে মন অক্ষোভয়॥ তোমার সঙ্গেতে, পেলে গোপনেতে, লোকে কবে উপনারী। ভয়ের গুণে, যাইব কেমনে, নহে বা যাইতে পারি॥ আপন মনের, যেমন রাজার, সেই রূপ জ্ঞান সবে। ত্যজি এক জনে, মজ অনায়াসে, সে রূপ কি মোর পাবে॥ পুরুষের প্রাণ, পাষাণ সমান, ভয় নাহি নারী বধে। কুলে কালি দিয়া, অকূলে ভাসিয়া, যায় ফেলে বাদনাবে॥ রমণী অবলা, সরলা অখলা, শঠের কথায় ভুলে। লুটিয়া যৌবন, অনাসে সে জন, কুলেতে কলঙ্ক তোলে॥ মনেতে গরল, মুখেতে সরল, খল জন চেষ্টা অতি। যার ধন খায়, তাহারে মজায়, সর্ব্ব খল জাতি মতি॥ সরস কথায়, আশায় ভুলায়, চন্দ্র তুলে দেয় হাতে। পরে তার ধন, করিয়া হরণ, অযতন নানা মতে॥ আগে পাখি যাঁর, ভাবে ভাবে ভীন, দেখি যায় মুখ চেকে। গলে দেয় ছুরি, করিয়া চাতুরী, তবু নারী তারে ডাকে॥ নলের ললনা, সতী সুলোচনা, পতি পরায়ণা সতী। রাজা বনে গেল, সাথে সঙ্গি হৈল, পতির জানিয়া গতি॥ বনে নরপতি, ত্যজিয়া যুবতী, পলাইল অন্য দেশে। বিচ্ছেদে কাতরা হইয়া অধীরা, গেল ধনী পিতৃবাসে॥ অনেক কৌশলে, পুনঃ সেই নলে, পাইলেন গুণবতী। জগতে বিখ্যাতা, ব্রহ্মময়ী সীতা, পতি পরায়ণা অতি॥ মিছে ছল করে, রামচন্দ্র তাঁরে, বনে করাইলা স্থিতি। পাতালে প্রবেশে, তবু সে সন্তাপে, পুরুষ কঠিন

অতি ॥ কাশীরাজ কন্যা, রূপ গুণে ধন্যা, ভীষ্ম তারে আনে হরি। নাহি দিল কুল, মজাল ত্রিকুল, ত্যজিল নৃপ কুমারী॥ হয় কোপানলে, মরণ মরিলে, ভার্য্যা তারে বাঁচাইল। সাবিত্রী কাননে, শমনের স্থানে, মৃত পতি প্রাণ দিল ॥ মরে পতি, অনুরাগে যুবতী, নিজ দেহ দাহ করে। শুনে কখন, নারীর কারণ, পুরুষ পুড়িয়া মরে ॥ তুমি সেই ন জাতীয় ব্যাভার, ভুলিতে না পারি বধূ। ভ্রমর যেমন, যায় কখন, বাসিফুলে খেতে মধু ॥ মধুযুক্ত ফুল, তাহে আ কুল, অনুকুল অনিবার। ফুরাইলে মধু, সেই শঠবধূ, ফিরি না চাহে আর ॥ তুমি হে যাইবে, কত শত পাবে, যা চাহ পাবে। তোমার বিচ্ছেদে, আমি কেঁদে কেঁদে, নিশ্চয় মরি প্রাণে ॥ ঘটাবে ঘটন, বিধাতা যখন, হইবে তখন তা অগ্রে কেন তার, করে অবিচার, মোরে বধ তা সুধাই ॥ প্রাণপতি, যদি হই সতী, তুমি হে থাকিবে সুখে। সেই পতি, তার কি দুর্গতি, আছে চতুর্দ্দশ লোকে। প্রকারে, বুঝায় কুমারে, সান্ত্বনা করিল সতী। দ্বিজ বলে, নারী লোভে ভুলে, শেষে দুখ পায় অতি ॥

রাজার প্রতি মন্ত্রির উপদেশ।

পয়ার। তদন্তরে নৃপবর উঠিয়া প্রভাতে। নিজ চিত্ররথে ডাকিয়া শুধোতে ॥ মন্ত্রণায় চিত্ররথ ধীমণ সম ধরিতে তস্কর রাজা জিজ্ঞাসে বিধান ॥ পূর্ব্ব কথা শুনি কহিছে তখন। তোমার যে কর্ম্ম নয় ধরিতে দুর্জ্জন ॥ জন উপযুক্ত হয় যে কর্ম্মেতে। সেই কর্ম্মে তারে ভূপ নিয়োজিতে ॥ যার কর্ম্ম তারে সাজে বিদিত ভুবন। অ অসাধ্য তাহা করিতে সাধন। তাহার কিঞ্চিৎ কহি রাজন। যাহে যেবা জয়ী তাহা শুনহ যেটিন ॥ ধনে মর্ম্মে মর্ম্ম কর্ম্মে কর্ম্ম বাড়ে। কুর্ম্মে কুর্ম্ম ব্রহ্মে ব্রহ্ম ঘর্ম্মে পড়ে ॥ রুদ্ধেরুদ্ধ যুদ্ধেযুদ্ধ ক্রুদ্ধেক্রুদ্ধ হয়। বাধ্য

সাধ্যাসাধ্য আদ্যোআদ্য কয়॥ সভ্যে সভ্য নব্যে নব্য লভ্যে লভ্য হয়॥ ভব্যে ভব্য কাব্যে কাব্য গর্ব্বে গর্ব্বোদয়॥ রাজ্যে রাজ্য পূজ্যে পূজ্য সহ্যে সহ্য মান। বর্ণ্যে বর্ণ্য ধার্য্যে ধার্য্য বাহ্যে বাহ্য জ্ঞান॥ আদ্যে আদ্য যুদ্ধে যোদ্ধা বুদ্ধে বোদ্ধা বলে। যোগ্যে যোগ্য বিজ্ঞে বিজ্ঞ প্রাজ্ঞে প্রাজ্ঞ মিলে॥ কষ্টে কষ্ট নষ্টে নষ্ট তুষ্টে তুষ্ট করে। যন্ত্রে যন্ত্রি তন্ত্রে তন্ত্রি মন্ত্রে মন্ত্রি ফেরে॥ রঙ্গে রঙ্গ ভ্রঙ্গে ভ্রঙ্গ সঙ্গে সঙ্গ যুজে। রঙ্গে রঙ্গি সঙ্গে সঙ্গি ভাঙ্গে ভাঙ্গি মজে॥ ছন্দে ছন্দ সন্ধে সন্ধ মন্দে মন্দ দৃষ্টি। বন্ধে বন্ধ ধন্ধে ধন্ধ অন্ধে অন্ধ দৃষ্টি॥ শাস্ত্রে শাস্ত্র কান্তে কান্ত অন্তে অন্ত ঘটে। শান্তে শান্তি ভ্রান্তে ভ্রান্তি শ্রান্তে শ্রান্তি বটে॥ খণ্ডে খণ্ড চণ্ডে চণ্ড দণ্ডে দণ্ড হয়। শক্তে শক্তি মুক্তে মুক্তি ভক্তে ভক্তি কয়॥ কাযে কায সাজে সাজ লাজে লাজ বাড়ে। ধনে ধন জনে জন মনে মন পূরে॥ কুলে কুল মূলে মূল ভুলে ভুল বাড়ে। সখ্যে সখ্য মূর্খে মূর্খ পক্ষে পক্ষ পড়ে॥ লয়ে লয় ময়ে ময় ভয়ে ভয় দশা। নাশে নাশ হ্রাসে হ্রাস আশে আশ আশা॥ সত্যে সত্য মর্ত্তে মর্ত্ত দৈত্যে দৈত্য চায়। ভালে ভাল তালে তাল কালে কাল দায়॥ খাদে খাদ সাধে সাধ বাদে বাদ বাধে। হিতে হিত নীতে নীত রীতে রীত সুধে॥ ফলে ফল বলে বল জলে জল টানে। দলে দল কলে কল ছলে ছল আনে॥ করে কর ডরে ডর জ্বরে জ্বর ঘেরে। ঘোরে ঘোর জোরে জোর চোরে চোর ধরে॥ অতএব এ বিষয়ে বিজ্ঞ যেই জন। তস্কর ধরিতে তারে কর নিয়োজন। কোতয়ালে কহিলে সকলে জ্ঞাত হবে। তাহে আর দেশে দেশে কলঙ্ক রহিবে॥ অর্থনাশ মনস্তাপ গৃহ ছিদ্র আর। বুদ্ধিমানে অন্যজনে না করে প্রচার॥ চিত্রাঙ্গদ নামে চিত্রা ভানুর তনয়। চৌর্য্য গুণে গুণোত্তম সর্ব্ব মান্য হয়॥ সেই সে কর্ম্মের কৃতি ডাকিলা রাজন। দ্বিজ কহে ইথে কর্ম্ম হইবে সাধন॥

চিত্রকলার স্থানে চোরের সন্ধান প্রাপ্ত।

দ্রৌপদী। নৃপবর অতঃপরে, ডাকি নিজ কুমারেরে,
কথা সবিস্তারে, কহে তারে সব বিবরণ। চিত্রাঙ্গদ
শুনে, চিন্তিত হইয়া মনে. প্রণমিয়া পিতা স্থানে, অন্তে
করিল গমন॥ করে কত অনুমান, কিসে পাবে এ স
যাইবে কাহার স্থান, হেন মান কে আর রাখিবে।
সঙ্গিনীগণে, এ সব বৃত্তান্ত জানে, নাহি জানে অন্য জনে,
স্থানে সন্ধান হইবে॥ বন্ধু মত মনে ভেবে, এই মত
ক্রমে, উপনীত হৈলা তবে, চিত্রকলা সখীর গোচরে।
নীত হয়ে পরে, প্রবেশিলা দাসী পুরে, অতি ধীরে
তায়ে, বলে চিত্রকলা আছ ঘরে। রাজপুত্র কথা শুনি,
কত অনুমানি, মণিহারা ফণী জিনি, ব্যস্তা হয়ে কু
জিজ্ঞাসে। ভূমিকম্প কাশীমাঝ, আপনি হে যুবরাজ
জানি কিসের কাজ, উপনীত দাসী গৃহবাসে॥ কেন হে শু
মুখ, মুখ দেখে ফাটে বুক, না জানি কিসের দুঃখ,
হয়েছে তব মনে। এত শুনি রাজসুত, পূর্ব্ব কথা বিস্তা
কহে অতি দুঃখ যুত, শুনালেন অতি সংগোপনে॥ শু
অন্তরে ভয়, চিত্রকলা কান্দি কয়, একি কথা মহাশয়, ব
কিছু না জানি বৃত্তান্ত। রাজপুত্র কহে পুনঃ, চিত্রকলা
শুন, সঙ্গি নাকি ভাল জান, জানিলে সন্ধান আদ্যোপ
রাখহ রাজার মান, যাহা চাবি দিব দান, বল মোরে
সন্ধান, না বলিলে প্রাণ বিনাশিব। যার অন্নে দেহ
তার কর্ম্মে এত ঘোর, কেন সে জানিছ চোর, ধর্ম্ম
বারেক না ভাব॥ পূর্ব্বেতে জেনেছি বাপা, সে কথ
থাকে চাপা, কেন আর রাখ চাপা, তাহে থাপা ভুপ ব
তোরে। রাজপুত্র যত বলে, চিত্রকলা নাহি ভুলে, চি
ক্রোধে জ্বলে, অসি তোলে, বধিতে তাহারে॥ চাতুরি
চোর, তখন হৈল ভোর, কাঁপে কায়া দুর দুর, ব

কম্পিত হৈল প্রাণ। কুকর্ম্ম কি ছাপা রয়, মনে উপজিল ভয়, কান্দিয়া কাতরে কয়, দয়াময় দেহ দয়া দান॥ স্তুতি করে সকাতরে, পূর্ব্ব কথা সবিস্তারে, মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে, কহে তারে সব বিবরণ। পুনরায় কহে রায়, কিসে তারে ধরা যায়, করা যায় কি উপায়, সদুপায় কহ সে সন্ধান॥ শুনি চিত্রলেখা কহে, তুমি যাবে রাত্রিকালে, কলে ছলে সুকৌশলে, গুটিকায় করিব হরণ। গুটিকার গুণবশে, দিনে রহে গুপ্ত বেশে, রাত্রে ভোগে নানা রসে, চুরি আশে চাতুরী করিব। দেখো ওহে দয়াময়, শেষে যেন ধর্ম্ম রয়, চিত্রাঙ্গদ শেষে কয়, নাহি ভয় তোরে বাঁচাইব॥ এ কথা শুনিয়া রায়, নিজ অন্তঃপুরে যায়, তথা চিত্রকলা ধায়, উপনীত কুমারীর পুরে। কি কহিব গুণ তারি, গুটিকা করিতে চুরি, আরম্ভিলা সুচাতুরী, নিবারণ তার সঙ্গি চোরে॥

চোর ধরা বিবরণ।

চৌপদী। কুমারীর কম্পিত প্রাণ, সদা রহে সাবধান, পাছে হই অপমান, কিসে প্রাণ বাঁচে এ সঙ্কটে। হেন ভয় কিসে যাবে, কি করিতে কি হইবে, কুমার অন্তরে ভাবে, কালেকাল আইল নিকটে॥ ভাবিয়া ভয়েতে ভীত, সদা রহে সশঙ্কিত, হিতে হয় বিপরীত, অতি আশে পূর্ব্ব আশ নাশে। প্রেমে আছেন এ বিধান, যদি প্রেমে যায় প্রাণ, তবু নহে সমাধান, ত্যজিতে না পারে প্রেমরসে॥ ঐ রাত্রে মনাবেশে, মাতে মদনের রসে, চিত্রা গুটি রাখে পাশে, দৈবদোষে নিজ কর্ম্ম কলে। গবাক্ষ দ্বারেতে থেকে, চিত্রাঙ্গদ সব দেখে, দৈব কর্ম্ম খণ্ডিবে কে, মন্ত্র বলে বান্ধে ইন্দ্রজালে॥ বন্দি করে কুমারেরে, আর ভাঙ্গি যায় ঘরে, তদাপরে, ক্রোধভরে, তাহারে প্রহারে পদাঘাত॥ করিলে বিষয় আশ, শেষে হয় সর্ব্বনাশ, বিপদে বুদ্ধের হ্রাস, গুটিকা না পায় অকস্মাৎ॥ পড়িল

প্রহার দেখে, রূপবতী অতি দুঃখে, খেদে কান্দে অধোমুখে, সকাতরা হইয়ে অন্তরে। ধরে পদে চিত্রাঙ্গদে, খেদেতে তাহারে সাধে, ক্ষম মম অপরাধে, নহে মোরে বলি দহ তারে ॥ আমি যে ভগিনী তোর, কেন তোর এত জোর, পতি মোর নহে চোর, ছাড় মোর নিশি ভোর হৈল। যেন ধর্ম্ম সেন কর্ম্ম, বুঝি মর্ম্ম রাখ ধর্ম্ম, ভেদি চর্ম্ম পড়ে ঘর্ম্ম, বৃথা জন্ম আমার হইল ॥ মম কান্ত দান্ত শান্ত, জনক নিতান্ত ভ্রান্ত, আদ্যোপান্ত কি দুরন্ত, কৃতান্ত সে প্রাণান্ত করিবে। পিতা পুত্রী পতি হন্তা, তাহি ভ্রান্তি নাহি পন্থা, কিসে কান্ত হবে শান্ত, ভাবে চিন্তা চিন্তাধিক হবে ॥ অকস্মাৎ বজ্রাঘাৎ, ধরি হাত দেহ নাথ, গেলে তাত দুর্নির্ঘাত, বধি নাথ অনাথী করিবে। আমি সতী কুলবতী, প্রাণপতি মতি গতি, মলে পতি হবে সাথি, অন্তে গতি তোমার হইবে ॥ কর রক্ষা ভিক্ষা দান, দেহরে পতির প্রাণ, পরিবর্ত্ত মোর প্রাণ, অস্ত্র হান সেই দেহ কেটে। পাপ রাশি এবে নাশি, হইয়া তোমার দাসী, নিবারিয়া ভয়ো রাশি, রাখ শশী এ রাহু সঙ্কটে ॥ সাগর সিঞ্চিনু করে, যত্নে রত্ন পেয়েছিরে, দূরে যায় দুঃখ হেরে, কেন তারে তুমি ফেল জলে। পতি মোর প্রাণ প্রাণ, যদি তার বধ প্রাণ, তোর অগ্রে নিজ প্রাণ, এখনি ত্যজিব খে গরলে ॥ দয়া ধর্ম্ম দান আর, আর পর উপকার, ইহা বই কর্ম্ম আর, ভেবে দেখ নাহি ভূমণ্ডলে। অধিক কি কব আর, দয়া দান নাহি যার, বৃথা ছার জন্ম তার, অনিবার জ্বলে পাপানলে ॥ অকাতরে সকাতরে, করাঘাৎ করে শিরে, জলি ধারা ধারাধরে, হনে রক্ত বদন হিল্লোলে। অনুমানে আশুরক্ত, বদনে বেষ্টিত রক্ত, যেন আসি কোন ভক্ত, রক্ত পদ্ম দিল চন্দ্র গলে ॥ রাজকন্যা যত সাধে, চিত্রাঙ্গদ তত বাঁধে, সঘনে প্রহারে পদে, উপরোধ নাহি তার দয়া। হইল গাত্তুরি চুর, ভাঙ্গিল অঙ্গুলা ক্ষুর, কাঁপে দেহ থর থর, কাঁপে

ম্মা চিন্তে, মহামায়া ॥ ভাবিছে নাগর রায়, প্রহারেতে প্রায় যায়, একি দায় হায় হায়, বাপ মায় না দেখিল মোরে। প্রথমে অনেক দুঃখ, মধ্যে হৈল নানা সুখ, শেষ দুঃখে ফাটে অঙ্গ, বিধাতা বিমুখ হৈব ফেরে ॥ কহে রাজনারায়ণ, কেন ঘটন মন, দুঃখে সুখ সংঘটন, আপন কর্ম্মের অনুসারে। যথা ধর্ম্ম তথা জয়, ডঙ্করে ডঙ্কনে ভয়, পাঁচ দিন চোরের নয়, এক দিন গৃহস্থের ধরে ॥

—◆◆◆—

অথ চিত্রাঙ্গিণীর খেদোক্তি।

ত্রিপদী। পতির প্রহার দেখে, রসবতী অতি দুঃখে, অধোমুখে নিঃশ্বাসে ধরা। কান্দে সতী সকাতরে, নয়ন নয়ন নীরে, ভাসে ধারাধর জিনি ধারা ॥ মণি হারা ফণী জিনি, বিচ্ছেদে কাতরা ধনী, যেন ইন্দু হারাতে চকোরে। মনানলে দহে অঙ্গ, বিচ্ছেদ আশ্রয়ে সঙ্গ, তবু পোড়া বিচ্ছেদ না মরে ॥ ছিল প্রেমের সাধ, বিচ্ছেদ সাধিছে বাদ, আগুন বিগুণ দিয়া দোষে। কণাগ্র লাগিলে যার, মুক্তি করে ছারখার, মন সেই বিচ্ছেদে না নাশে। যুবতীর পতি গতি, তার খি এ দুর্গতি, আমি সতী সহিব কেমনে। প্রাণের বন্ধন থে, এতক্ষণ প্রাণ থাকে, কি আর কহিব খিক প্রাণে ॥ মায় হইল সত্য, তনয়া করি অন্যথা, ধরি দিল নিজ জামা-রে। ভ্রাতা অতি সুজঞ্জাল, পিতা প্রলয়ের কাল, পুত্রী ক বধে আত্ম জোরে ॥ অবিচার বিধাতার, বাঁচা ভার বলার, তবু ছার প্রাণ, নাহি যায়। হৈল এত অপমান, মন কঠিন প্রাণ, তার প্রাণ নাহি যায় হায় ॥ কিছার ক-। প্রাণী, সুকঠিন লৌহ জিনি, সেই হৈলে তাপে দ্রব চ। হেন তাপে নাহি গলে, আর না মরিলে মেলে, পা-। অধিক দৃঢ় কত ॥ জানে ইহা পরস্পরে, খ্যাত আছে

এ সংসারে,বজ্রাঘাতে পাষাণ বিদরে। প্রাণ কি কঠিন হৈতে, বিচ্ছেদের বজ্রাঘাতে, নাহি ছেদ তাহার শরীরে॥ বজ্রেতে অভেদ যার, তাহে এ চমৎকার, তারে রুদ্ধ করে পুষ্পশরে। বজ্র জিনি দৃঢ়তর,বজ্রাধিক ফুলশর, ফুলশরে হানে বজ্র ধরে॥ নীলকণ্ঠ কণ্ঠে বিষ, অঙ্গে ফণী অহর্নিশ, কুলিষ শরীর ত্রিভুবনে। কহে রাজনারায়ণ, বিষ ভক্ষে যেইজন, তার দেহ হানে ফুলবাণে॥

অথ রাজপুত্রকে কারাগারে বন্ধ।

পয়ার। নিশি ভোর ঘরে চোর ধরে জোর ভরে। হস্ত পদ টেনে বান্ধে রায় কান্দে ভাবে॥ গেল ভুর হৈল চুর সব চতুরালি। যাতে কীল মধ্যে খিল কর্ণে লাগে তালি॥ হয়ে শুষ্ক করে দণ্ড লণ্ড ভণ্ড বেশ। ধাক্কা মারে প্রাণে হানে ধরি টানে কেশ॥ কি দায় হায় হায় রাজসুত ভাবে। পিপাসায় প্রাণ যায় কি উপায় হবে॥ যার আশে মরি শেষে কোথা সে রহিল। অপমান অসম্মান বুঝি প্রাণ গেল॥ কর্ম্ম দোষে অসন্তোষে কোন দোষে মরি। সুপ্রমাদে বাদ সেধে সিংহনাদে ভরি॥ বান্ধে দন্ধ ঘন ঝম্পা হয় কম্প ভূমি। মহারাজে দেখি সাজে চোর লাজে ভূমি॥ দেখি কায মহারাজ হয় লাজ মনে। রসকূপ চোর রূপ হেরি ভূপ ক্ষণে॥ কহে দেব অনুভবে দেখি ভাবে ভূপ। অনিমিক নহে আঁখি দেখিল স্বরূপ। হৈয়া মায়া দেব কায়া নাহি ছায়া থাকে। হয়ে নর কি প্রকার মোর ঘরে ঢোকে॥ মনে সন্ধ লাগে ধন্ধ নিরানন্দ হয়ে। কহে চরে রাখ চোরে কারাগারে লয়ে॥ তদন্তর লয়ে চোর অনুচরগন। রাখে তারে কারাগারে শরীরে বন্ধন॥ দুঃখ যুত রাজসুত মনোগত দুঃখে। নানা ছন্দে দৈব ফান্দে পড়ি কান্দে থাকে॥ কহে দ্বিজ দুঃখ ত্যজ ভজ কালী পদ। যাবে কাল ও জঞ্জাল অকাল বিপদ॥

অথ রাজপুত্রের স্তবে ভগবতীর আগমন ।

ত্রিপদী । ভয়ে ভীত রাজসুত, হয়ে চিত্তে তদগত, আপনার ভেমত্ত, কৈল স্তব কাতর বিশেষে । দুখ দশা মোক্ষধাম, সিদ্ধ হয় মনস্কাম, লইলে শ্রীদুর্গা নাম, দুর্গনাম ভব ভয় নাশে ॥ আছে খ্যাত ভব মাঝে, রামচন্দ্র নিজ কাজে, অম্বিকা অকালে পুজে, দেব অরি রাবণ বিনাশে । উদ্ধারিতে দেবতারে, শম্ভুজায়া শুম্ভাসুরে, আঁচড়ে বধিয়া তারে, শির কাটে সংসারে প্রকাশে ॥ দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনী, রক্তবীজ নিসূদিনী, তুমি সর্ব্ব সংহারিণী, নারায়ণী নিস্তারিণী ক্লেশে । সদা হর-দারা পরাৎপরা, জন্ম হেতু যোগাইরা, অর্পিতে তারে গো তারা, নেত্র ধারা বহে যার এবেশে ॥ স্তব নিয়ে এক নরের ত্রাণ, লজ্জায় ফাটিছে প্রাণ, অপমান ম্রিয়মান, দেহ গো অভয় দান দাসে । না হইয়া মুক্ত সুতে, যদি ত্যজ অরাইতে, তারা নামে ত্রিজগতে, রটিবে অখ্যাতি অবশেষে ॥ বন্ধনেতে ফাটে বুক, ক্রন্দনেতে অধোমুখ, দেখিয়া দাসের দুঃখ, না হবে বিমুখ তারা দোষে । জানিলাম সব মর্ম্ম, হেন কর্ম্ম কেন ধর্ম্ম, কণ্ঠে বহে কাল ঘর্ম্ম, কোথা জন্ম নারি কোন দেশে ॥ রাজপুত্র স্তব গায়, আকাশে খসে স্ফুলিঙ্গ, ঘোর রঙ্গে কম্পে অঙ্গ, ভাবে অঙ্গ কালিকা কৈলাসে । লোমাঞ্চিত হয় গাত্র, বামহস্ত বাম নেত্র, জানি সত্য করে নৃত্য, মুখের তাম্বূল পড়ে খসে ॥ ভক্ত দুঃখে ভগবতী, হয়ে বিচলিত মতি, যাত্রা অতি শীঘ্রগতি, হৈমবতী জয়ারে জিজ্ঞাসে । মোর মনে হেন লয়, দেবে কি হইল ভয়, অসুরেরা কৈল জয়, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কেহ নাশে ॥ বিশেষ বৃত্তান্ত গণি, কহ মোরে সত্যবাণী, হেন মনে অনুমানি, কেহ বা প্রহারে মোর দাসে । এত শুনি জয়া সখী, কহিবারে সত্য তথ্য, একে একে স্বর্গ মর্ত্ত্য, দেব দৈত্য আদি সমাবেশে ॥ ক্ষণেক নিরবে থেকে, বৃত্তান্ত গণিয়া দেখে, কহে তবে কালীকাকে, নরলোকে ডাকে অতি ক্লেশে । অতি-

দ্যানগর ধাম, তব ভক্ত প্রিয়তম, বিজয় সুন্দর নাম, কারা বদ্ধ রমণীর আশে ॥ গন্ধর্ব্বের নৃপমণি, চিত্রভানু নাম জানি, তার কন্যা চিত্রাঙ্গিণী তাহারে আনিয়া নিজবাসে। অনুপম রূপ হেরে, ধৈরয ধরিতে নারে, সমাদরে অন্তঃপুরে, বরি তারে তোষে প্রেমরসে ॥ এ কথা প্রকাশ হলে, ভূপতি ক্রো-ধেতে জ্বলে, বলে ছলে সুকৌশলে, ইন্দ্রজালে বন্দি কৈল শেষে। ধরে তারে মনোসাধে, লৌহের শিকলে বাঁধে পতিত হইয়া কাঁদে, মা বলিয়া সেই কান্দে ক্লেশে ॥ কর ইচ্ছা আপনার, করিলে বিলম্ব আর, তার প্রাণ বাঁচা ভার, দুরাচার পাছে বা বিনাশে। ভক্ত নামে ভগবতী, জানি অতি দুঃখী সতী, শীঘ্রগতি ভূপপতি, ক্রোধমতি দুর্ম্মতির দোষে ॥ ঘন ঘন হুহুঙ্কার, মুখে মাত্র মার মার, এ সংসার থাকা ভার, সাধ্য কার অগ্রে স্থির আসে। হস্তে শূরকেশ শেষ, রক্ত আঁখি রণবেশ, অঙ্গে নাহি দয়া লেশ, মূর্ত্তি যেন শুম্ভাসুর নাশে ॥ বিকটাকার দশনা, লোহিত লোল রসনা, ক্রোধে লোহিত লোচনা, সুমগনা বিবসনা বেশে। জানিয়া কালীর কায়, নিক্ষেপিতে মুণ্ডে সাজ, সঙ্গি করে রণসাজ, চলে চিত্রভানু রাজ দেশে ॥ ডমরু ডিণ্ডিম ডঙ্কা, ডাকিনী যোগিনী ঝঙ্কা, সংহারিতে যেন লঙ্কা, নাহি শঙ্কা আকিংক্ষা আবেশে। সঙ্গামাত্য ব্রহ্মদৈত্য, হয় ভক্ত কৈতে তথ্য, দৈত্য নাশ আশ মত্ত, সমস্ত উন্মত্ত রণ আশে ॥ ভূত প্রেত পিশাচিনী, ডা-কিনী হাকিনী জানি, সংহারিণী ভৈরবিনী, সঙ্গিনী যোগিনী মনোল্লাসে। হীন ধব অঙ্গ সব, মুখে মার মার রব, দেখি সব ভাবে ভব, জনরব ভৈরব বিশেষ ॥ ঝঙ্কারিয়া দেয় ঝম্প, প্রলম্ফ উলম্ফ লম্ফ, ভয় ভাবি ভূমিকম্প, বাজে দম্ফ দম্ফ আত্ম-রোষে। সঘনে সংহার শব্দ, ভয়ে দেব-কুল লব্ধ, তেজে তপন স্তব্ধ, আরব্ধ সে শব্দ সর্ব্ব দেশে ॥ ভয়ে ভব টলমল, সপ্ত সাগরের জল, কি হিথল কোলাহল, অমঙ্গল সকল আকাশে।

অকালবৃষ্টি অকস্মাৎ, শব্দ বৃষ্টি বজ্রনির্ঘাত, উল্কাপাত বজ্রাঘাত, অকস্মাৎ দিনে তারা খসে ॥ সুরাসুর আদি যত, মহাভয়ে হয়ে ভীত, ভাবে সবে হইয়ে স্তম্ভিত, ধুক ধুক চিন্তিত অন্তরে । মহা ভয়ে মনে ভাবি, দিবসে উদয় শশী, এককালে রাহু আসি, অভিলাষী ভাস্কর গরাসে ॥ সুরাসুর আদি যবে, মহাভয় পাবে তবে, মায়েরে ডাকি কবে, পার্বতীর জানিতে বিশেষ চারি যুগে অবিনাশি, দেব কার্য্যে মেনকাঋষি, শীঘ্র উপনীত আসি, নাহি ভয় জগতের বিনাশে । শুভ এই যোগ কবে, সকাতরে কালিকারে, মৃত্যুহরে অনঘরে, কহে তারে কারে দোষ দিবে । এত শুনি ভগবতী, কহেন নারদ প্রতি, দৈব গতি বুঝি, চিত্রভানু বধে মোর দাসে । সেই সংশয় হয়, মনে মোর এই ভয়, পাছে বা কলঙ্ক রয়, দক্ষতোষ তাহার উদ্দেশে । এ কথা শুনিয়া মুনি, কহে পুনঃ স্তুতি বাণী, ধৈর্য্য হও নারায়ণী, আপনি এ স্থানে রহ বসে ॥ হিতে বিপরীত হবে, তব নামে কলঙ্ক রবে, কেন ভাগ্য তার কবে, তব দেখা নিজদাসে । যদি হয় অনুমতি, যথা গন্ধর্ব্বের পতি, তথা যাই শীঘ্রগতি, দাস কার্য্য করিবেক দাসে । আমি যে কহিব কথা, তাহা হইলে অন্যথা, দিব তার মর্ম্ম ব্যথা, অভিশাপে নাশিব সবংশে ॥ মুক্তি সিদ্ধ সুউপায়, শুনি সতী দিল সায়, নারদ সত্বরে যায়, উপনীত গন্ধর্ব্ব নিবাসে । পাত্র মিত্র বসি ভাবে, নারদে দেখিয়া সবে, নৃপতি উঠিয়া কবে, আইস আইস বলিয়া সন্তোষে ॥ ভবানী ভরসা যার, ভব ভয় নাহি তার গন্ধর্ব্ব কিসের ছার, তার অরি নাশে অনায়াসে । ভূমণ্ডলে নাহি স্থান, অতি দীন ম্রিয়মান, অন্তে তার কর ত্রাণ, রাম-নারায়ণ দ্বিজ দাসে । কাল গেল মিছা কাজে, মুগ্ধ মন মায়া লাজে, কাল কাল হৈল কালে, কাল হারাইলাম কাল বশে ॥

অথ শিবশাপে অশ্বিনীকুমারের মর্ত্যলোকে জন্ম ও রাজপুত্রের পরিচয়।

পয়ার। তদন্তরে নারদ মুনি জিজ্ঞাসি রাজারে। সৃষ্টি নাশ হয় বুঝি তব অবিচারে॥ কি দোষে করিলে বন্দ অশ্বিনীর কিঙ্করে। তার দুঃখে দুঃখী মাতা কৈলাস শিখরে॥ মহাসৈন্যে সাজিলা বধ করিতে তোমারে। মেদিনী কম্পিতা কম্পে সুরাসুর ডরে॥ তুমি রাজা পুণ্যবান বিদিত সংসারে। এ কারণ মম দুঃখ হইল অন্তরে॥ যোড়করে কালীরায়ে কত স্তুতি করে। প্রবোধিয়া আইলাম তোমার আগারে॥ অপার মঙ্গল যদি চাহ নৃপবরে। তব কন্যা দেহ বিভা দ্বিজ সুন্দরে॥ এত শুনি ভূপতি জিজ্ঞাসে মুনিবরে। কালীর কিঙ্কর দোষ কহ কি প্রকারে॥ এত শুনি মহামুনি কহেন রাজারে। সে সব বৃত্তান্ত রাজা শুনহ বিস্তারে॥ এক দিন সদানন্দ আনন্দ অন্তরে। নিমন্ত্রিয়া দেবগণে আনে নিজাগারে॥ তদন্তর শচীশ্বর সহ পরিবারে। সর্ব্বদেব সহ ইন্দ্র প্রণমিলা হরে॥ আশুতোষ সসন্তোষ যতেক অমরে। সমাদরে সবাকারে বসায় সত্বরে॥ মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা তিলোত্তমা পরে। ঘৃতাচী রূপসী আসি প্রণমিলা হরে॥ ছয় জনে নৃত্য আরম্ভিলা সুখান্তরে। ইঙ্গিতে সঙ্গীত গীত গান মধুস্বরে॥ অনিন্দিত ব্রহ্মাণ্ড বোধ নৃত্য চমৎকার। ধন্য ধন্য বলিয়া প্রশংসে বারে বার॥ অশ্বিনীকুমার ছিল সবার ভিতরে। নৃত্য দেখি মগ্ন মন দুই সহোদরে॥ লোক লজ্জা ভয় যায় মদনের শরে। বাহু ধরি উর্ব্বশীরে আলিঙ্গন করে॥ দেখিয়া সক্রোধ শিব হইলা অন্তরে। গর্জ্জিয়া সক্রোধ বাণী কহে দোঁহাকারে॥ দেবতা হইয়া লোক মনুষ্য আচারে। নরযোনি প্রায় যোনি প্রাপ্ত হবে তোরে॥ বিধাতার ভবিতব্য কে খণ্ডিতে পারে। ষষ্ঠ বিদ্যা ধরি জন্ম লইবে সংসারে॥ নারী লোভে বহু দুঃখ পাবে দৈব-

পেরে । শুনিয়া কাতর হয়ে দুই সহোদরে ॥ কান্দিতে লাগিল শিবা নারী পদে ধরে । মহামায়া কর দয়া নন্দ কুমারে ॥ দীনহীনে দিন দাত্রী তুমি গো সংসারে । পিতা যদি ক্রোধাকুল হয় বালকেরে ॥ জননী সম্মুখে দিতে মাতে রক্ষা করে । কুপুত্র হইলে মাতা ত্যজে কি তাহারে ॥ পিতা মাতা দোঁহে ক্রোধ হৈলে বালকেরে । কে আর করিবে রক্ষা বল মাতা তারে ॥ অপরাধ মাতা যদি করে বালকেরে । মা বলিয়া কান্দে তবু জননী ধরে ॥ জননী যদ্যপি ক্রোধে ত্যজে তনয়েরে । মা বলিয়া কান্দিলে ক্রোধ ত্যজে তারে ॥ করুণা করগো মাগো কাতর কিঙ্করে । নিজ বাক্য অপগুণ বিস্মর সংসারে ॥ এখন পবিত্র মাতা কি সংসারে । মা বলে কান্দিলে কেন দশা হয় মোরে ॥ শুনিয়া হইল দয়া কালীর অন্তরে । সন্তুষ্ট অভয় দিয়া পাঠালে সংসারে ॥ ভাবিয়া ভবের ভাবে দুই সহোদরে । উপনীত হৈল আসি অচিন্ত্য নগরে ॥ তথা রাজা চন্দ্রসেন বিদিত সংসারে । পুত্র সন্তান কুক্ষি নহে সমরে ॥ পুত্র হেতু মহারাজা শিব সেবা করে । সন্ন্যাসী রূপেতে শিব বর দিল তারে ॥ সেই ফল খাওয়াইল নিজ মহিষীরে । দুই ভাই চারি অংশ হলে তদন্তরে ॥ এক অংশ জন্মে তার রাণীর উদরে । আর তিন জন জন্ম হৈল সে নগরে ॥ মিলন হইল চোরে কিছুদিন পরে । তবে দেবরাজ আসি তোমার আগারে ॥ ছলনা করি বরিতে কহিল কন্যারে । বিবাহ সন্ধান কর তব কুমারীরে ॥ মনোদুঃখে গমন করিল স্বর্গপুরে । তদন্তরে কুমারী জন্ম ইন্দ্র আজ্ঞাসারে ॥ দেখা দিয়া এলো ছলে রাজার কুমারে । চারি জনে তার অন্বেষণে দেশান্তরে ॥ বহু দুঃখে উপনীত তোমার আগারে । ষষ্ঠ কন্যা ষষ্ঠীমা হইল চারি বরে ॥ বন্ধু তিন জন আছে কান্যকুব্জ পুরে । গোপনে কন্যা তব বরিতা কুমারে ॥ এখন বিবাহ তারে দেহ সমাদরে । এত শুনি নৃপ স্তুতি করে

মুনিবরে। রক্ষা কৈলা মহামুনি বিপদ সাগরে॥ ...সে নত্ম ভূপ তবে চলে কারাগারে। দ্বিজ রাজনারায়ণ রচিল পয়ারে॥

অথ রাজপুত্রের বিবাহ।

চৌপদী। শুনি নারদের বাণী, চিত্রভানু নৃপমণি, মণি হারা ফণী যিনি, ব্যস্ত অতি দ্রুতগতি চলে। যথা বদ্ধ রাজ সুত, তথা নৃপ উপনীত, দেখে দুঃখে দুঃখাবৃত, সকাতরে কুমারেরে বলে। ক্ষম মম অপরাধ, না জানিয়া এত বাদ, সাধিব তোমার সাধ, না ভাব বিষাদ মনানলে। না জানিয়া এত দায়, করে রাজা হায় হায়, অশ্রুজলে পড়ে গায়, সহস্তে বন্ধন দিল খুলে॥ না ভাব বিষাদ মন, দৈবে কর্ম্ম অখণ্ডন, পুত্র ভাবে নারায়ণ, যশোদা বান্ধিল উদুখলে। মনেতে না ভাব রোষ, আমার কর্ম্মের দোষ, আছে কর্ম্ম বিধি বশ, আপন কর্ম্মের ফল ফলে॥ এত বলি নৃপবর, হয়ে হরষিত অন্তর, রাজ পুত্র তু অন্তর, সমাদরে নিল নিজ কোলে। অনুচরগণ পরে, ... সংক্ষেপ করে, নৃপবর নিস্তা করে, নেত্রজল ধোয়াইল ...। শুভ নিশি পোহাইল, মনোদুঃখ দূরে গেল, সুমঙ্গল কোলাহল, সখীগণ কুমারীরে বলে। রাজ্যে দিল সমাচার, তদন্তর নৃপবর, করে শুভ দিন স্থির কন্যা দান করে কুতুহলে॥ রাজ্যে মহা মহোৎসব, বিবাহের কলরব, গন্ধর্ব্বের নারী সব, মহানন্দ মগনা মঙ্গলে। নর্ত্তকী নর্ত্তক কত, করে নৃত্য অবিরত কত কব অবর্ণিত, বুঝহ পণ্ডিত সে কৌশলে॥ ডমরু ডিণ্ডিম বাজে, ঢক্কা ঢোল পাখয়াজে, ঘন ঝাঁজে ভবমাঝে, বীণা বাঁশী বাজে কোলাহল। দ্বিজ রাজনারায়ণ, করে আত্ম নিবেদন, মন হয় অন্য মন, সে বর্ণন করিব কি ছলে॥

পয়ার। এই মত বাদ্য কত বাহুল্য বর্ণিতে। মহা কোলাহল ধ্বনি নগর মধ্যেতে॥ তদন্তর নৃপবর হরষিত হয়ে। পাত্র মিত্র পুরোহিত বন্ধুবর্গ লয়ে॥ সভা করি বসিলেন কন্যা দান

দতে। সভাসদ সকলেতে সবে চারিভিতে॥ দান সজ্জা বামে পশ্চিমাস্য নৃপবর। দক্ষিণেতে বুধগণ হরিষ অন্তর॥ পূর্ব্বমুখে বনোমুখে পাত্রে বসাইল। ভূমে আসি যেন শশী উদয় হইল॥ সভার শোভার কথা কি বর্ণিব আর। সুরাসুরে ছিল পুরে লাগে চমৎকার॥ সারি সারি পুরনারী করিয়া সুবেশ। স্ত্রী আচারে সবে করে সভায় প্রবেশ॥ দেখিয়া পাত্রের রূপ মোহিত হইল। চিত্রের পুত্তলী প্রায় চাহিয়া রহিল॥ অনঙ্গ দহিল অঙ্গ প্রকাশিতে নারে। বোবার স্বপন সম গুমরিয়া মরে॥ ব্যাকুলা হইয়া সবে স্ত্রী আচার করি। নহে সুখী মনে দুঃখী যায় ধীরি ধীরি॥ ঘরে গেল রাজাগণ বিষাদিত মন। সকলেতে নিন্দে পতি আপন আপন॥ বর্ণিতে সে সব কথা এই ভয় মনে। পুস্তক বাহুল্য হয় বুঝ বিজ্ঞজনে॥ বিবাহ হইল সাঙ্গ শুন তার পরে। বাসরেতে বর কন্যা প্রবেশে সত্বরে॥ রঙ্গরসে রসাভাষে পোহাইল নিশি। পুলকিত হৈল দোঁহে সুখার্ণবে ভাসি॥ ভয় গেল প্রকাশিল নির্ভয় চন্দ্রিমা। কত সুখে সুখী হৈল নাহি তার সীমা॥ নিত্য নানা রঙ্গরসে রঙ্গে দুই জন। শিবচন্দ্রাদেশে রচে রাজনারায়ণ॥

অথ রাজপুত্র ছলে রতি বাঞ্ছা।

ত্রিপদী। এক দিন বাক্যছলে, যুবতীরে করি কোলে, সুকৌশলে কহে মৃদুস্বরে। ঈশ্বরের কিবা লীলা, কি অপূর্ব্ব দেখাইলা, তুমি হৈলে জানিতে অন্তরে। মনে মোর এই ভয়, পাছে কর অপ্রত্যয়, কৈতে হয় প্রিয়সী বলিয়া। দৈবযোগে দিবাভাগে, তব ভাবে অনুরাগে, আনন্দে ছিলাম ঘুমাইয়া॥ নিদ্রায় কাতর অতি, হেনকালে দৈবগতি, দেখিলাম অপূর্ব্ব স্বপন। শুন শুন চন্দ্রমুখী, জ্ঞান চক্ষে যেন দেখি, হইতেছে সমুদ্র মন্থন॥ শব্দ সিন্ধু কোলাহল, ভয়ে করে টলমল, জলের হিল্লোল হয় অতি। রত্নাকর মন্থনেতে, আচম্বিতে তথা হৈতে

সুধাকর হইল উৎপত্তি ॥ দেখি চিত্ত চমৎকৃত, প্রাণপাখি পুলকিত, তদন্তে উঠিল ঐরাবত। নয়নে নিরখী দেখি, অনিমিক হইল আঁখি, তবে লক্ষ্মী উঠে অকস্মাৎ। তদন্তে উঠিলা সুধা, হেরিয়া হরিল ক্ষুধা, তাপ প্রাণ শীতল হইল। শেষে দেখি লাগে ভয়, সৃষ্টি যেন লয় হয়, উঠিল এমত হলাহল ॥ আমি যেন হেনকালে, উপনীত সিন্ধুকূলে, দৈববশে বিষেতে হারিল। তোমার ভাগ্যের বশে, সৃষ্টি নাশে সেই বিষে, হেন বিষ শরীরে নাহিল ॥ ইহা দেখি পুলকিত, হয়ে মত্ত ঐরাবত, শুণ্ডে করি কুম্ভ দেখাইল। তদন্তর সুধাকর, হয়ে হরষিতান্তর, মনোসুখে সুধা আনি দিল ॥ চকোর আমার প্রাণ, সুখে করে সুধাপান, হেনকালে হইল নিদ্রা ভঙ্গ। দেখহ প্রত্যক্ষ তার, কহিতে সে সুবিস্তার, রোমাঞ্চিত হইতেছে অঙ্গ ॥ শুনেছি লোকের মুখে, দিবসে স্বপন দেখে, আপন ভাণ্ডারে যদি বলে। এ কথা অন্যথা নয়, আছে তাহে সুখোদয়, নিশ্চয় স্বপ্নের ফল ফলে ॥ বিশে জ্বালাতন প্রাণ, সাক্ষাতে দেখাহ প্রাণ, দেহ সুধাদান যাকু ব্যথা। শুনিয়া সুদতী কয়, একি কথা মহাশয়, নারী হয়ে সুধা পাব কোথা ॥ কহিছে রসিক রাজ, একি কথা নাহি লাজ, কর কত ছল প্রবঞ্চনা। জানিলাম এত দিনে, তুমি অতি সুকঠিনে, নিরজনে থাকিতে দিলেনা ॥ পুনঃ ধনী হেসে কয়, কহ দেখি মহাশয়, তোমাতে অদেয় কিবা আছে। একি ঠাটে এত লাট, কত মান হাট ঘাট, হেন পাট পেলে কার কাছে ॥ পুনঃ কহে যুবরাজ, ত্যজিয়া আপন লাজ, স্বপ্নকথা দেখহ প্রত্যক্ষে। কি হইবে বাকছলে, সাক্ষাতে দেখিতে পেলে, না মানি সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব পক্ষ ॥ যৌবন সমুদ্রময়, তাহে সিন্ধু করিব মন্থন। শব্দ কোলাহল হবে, মেদিনী কম্পিবে ভাবে, তোমার নিতম্ব ঘন ঘন ॥ মন্থনেতে তদন্তর, হবে শোভা কি সুন্দর, মুখ রূপ চন্দ্রের উদয় ॥ দেখি নিজ মনে ভেবে, হৃদয় মাঝেতে এবে, পাবে ঐরাবত কুম্ভদ্বয়।

এই সক্তের কালে, অঙ্গবস্ত্র খসাইলে, কেঁপে হবে শরীর. [illegible]পতি। সম্মুখেতে তদন্তরে, তব মুখ শশধরে, হবে যত সুর [illegible]র প্রবৃত্তি ॥ তদন্তর হলাহল, হবে অতি সুপ্রবল, এই তব [illegible]ন ইঙ্গিত। সেই বিনে তৃপ্তি নয়, আশুতোষ আপন [illegible] [illegible] বিন সহিবে সমাকেতে ॥ ইহা দেখি হয়ে ব্যস্ত, কহী[illegible] [illegible] হস্ত, তুলে লবে কুণ্ডল নাবো। ইহা দেখি তদন্তর, [illegible] [illegible] শশধর, মম মুখে মিলিবে অব্যাহত ॥ সুধাংশুর সুধা [illegible]নে, মম মত হবে পানে, প্রাণ জুড়াইবে অনায়াসে। তুমি [illegible] কর যারে, কি করিতে পারে তারে, নয়ন কটাক্ষ হার [illegible]বে ॥ এ কথা শুনিয়া ধনী, বলে শুন গুণমণি, হেন কর্ম [illegible] দিবসে। এ কার্য্য করিতে সক্ষম, [illegible] ভয় হয় [illegible], [illegible] যদ্যপি কেহ আসে ॥ শুন তবে গুণনিধি, এ কর্ম্ম [illegible]রিবে যদি, আগে কর গৃহদ্বার বন্ধ। শুনিয়া ভার্য্যার বুদ্ধি, [illegible] বন্ধে আনুরক্তি, নাহি সন্ধ মনের আনন্দ ॥ রঙ্গে রঙ্গে [illegible]নন্দে, প্রেমানন্দে নাহি সন্দে, সানন্দে সম্ভোগ কাম [illegible] বুকে বুকে মুখে মুখে, অধর চুম্বন সুখে, দৃষ্টি চক্ষে বাড়ে [illegible] রাগ ॥ দন্তে দন্তে অঙ্গে অঙ্গ, সুরতান্ত নহে ক্ষান্ত, [illegible] দুজনে অলসেতে; গণ্ডে গন্ধ ভাঙে ভাণ্ড, কেশ বেশ লণ্ড ভণ্ড, প্রচণ্ড মন্থন নানা মতে ॥ ভোগে সুখ রসনার, বাড়ে সুখ রসনার, পরস্পর রস আস্বাদনে। এই মত কত কাল, সুখ যত [illegible]বর্ণিত, বুঝহ পণ্ডিত ভাবি মনে ॥

অথ রাজকন্যা হলে বিপরীত রতি বাঞ্ছা।

পয়ার। নিত্য নানা রসে নিশি রঙ্গে দুইজন। তদন্তর [illegible] রাত্রে শুন বিবরণ ॥ যুবতীর ছিল রাগ যুবক উপরে। [illegible] সমুচিত ফল দেই কি প্রকারে ॥ দিবসে ভুঞ্জিল রতি অতি [illegible] [illegible]লে। তার সম মম দুঃখ সাধিব কি ছলে ॥ ভাবি অতি বুদ্ধি [illegible] পতি পাশে গিয়া। ছলে ছল ছল আঁখি ছলনা করিয়া।

বলে শুন প্রাণ প্রাণ অকারণ কায। সে ভাব ভাবিয়া মোর কেন্দ্রে হয় লাজ॥ বসিয়া ছিলাম আমি অট্টালিকা পরে। হেনকালে সখী এক কহিল আমারে॥ নলিনীর সখা ভানু অম্বর হইতে। কর্ম্মফলে ডুবগুলে পরে রজনীতে॥ নিশিতে নলিনী নীরে আছিল মুদিতা। সখা দুঃখ দৃষ্টি কষ্টে হয়ে বিকসিতা॥ বিকসিতা দুঃখাবৃতা হইয়া দুঃখেতে। ভাবিয়া আকাশে উঠে তদন্ত জানিতে। লাজে নতশিরা হৈল দেখিয়া সঙ্কট। মৃণালে ধরিয়া বলে উঠ উঠ উঠ॥ প্রিয়বাক্য প্রিয় তার উঠিবারে চায়। ধরিয়া অধরা পুনঃ ধরায় লোটায়॥ ধরা সে অধীরা হৈল ধৈরয ধরিতে। কায়ায় কম্পিত হয়ে লাগিল কাঁপিতে॥ মেদিনী কম্পিতা তাহা দূরে হৈতে দেখে গিরিশৃঙ্গ যেন ভঙ্গ কম্পে অধোমুখে॥ মেঘাচ্ছন্ন ছিল শশী পরের দুঃখেতে। আকাশে বিকাশ হয়ে লাগিল কান্দিতে॥ পূর্ণচন্দ্র পৌর্ণমাসী বোধে জলনিধি। উথলিল হৃদয়ের চমৎকার বিধি॥ নিশাকর করে দিবাকরে করে ক্ষীণ। তারাগণ পড়ে খসি হইয়া মলিন॥ নিরন্তর সুধাকর সুধা করে দান। তথাচ নলিনী সখা নহে সমাধান॥ এ কথা শুনিয়া আমি গেলাম দেখিতে। গিয়া দেখি কেহ নাই গেছে স্বস্থানেতে॥ সেই হৈতে মহাদুঃখে ফাটে যে হৃদয়। দেখিতে বাসনা মনে হয় অতিশয়॥ ভাবে পতি সতী কথা বুঝিয়া ইঙ্গিতে। বলে হাসি রূপসী সে তোমার সাধ্যেতে॥ কমলিনী তুমি নী আমি জানি তোরে। আমি তব সখা ভানু পড়ি ধরাপরে॥ আছহ যৌবন নীরে হও বিকসিত। আকাশ ভাবিয়া রূপে উঠহ ত্বরিত॥ ভুজ সে মৃণাল সম তাহে ধরে মোরে। বলিবে উঠিতে মোরে নিতম্ব প্রহারে॥ সেই ছলে উঠিতে চাহিবে বারে বারে। পড়িবে উঠিবে মন তব তার তরে॥ তাহে আর বার বার মেদিনী কাঁপিবে। অর্থাৎ যে অবিলম্বে নিতম্ব দুলিবে॥ সেই ছলে মেরুসঙ্গ কুচ সে দুলিবে। যেন

মম হৃদে পড়িবে উঠিবে ॥ যত্ন দূরে সুখচন্দ্র প্রকাশ হ-
ব। মেঘ মুক্তে চন্দ্রোদয় তাহাতে বুঝিবে ॥ সেই চন্দ্র
অমাবস্যার পৌর্ণমাসী হবে। লজ্জারূপা জলনিধি তাহে উথ-
লিবে ॥ চন্দ্র হবে মোর কয় বর্ণন করিবে। বুঝ সর্ব ঘর্ম
জলে সে চন্দ্র কান্দিবে ॥ ঘর্মধারা সেই জল ভূতলে প-
ড়ে। মলিন বরণ যেন তারা তারা হবে ॥ পুন সুধাকর
তার সুধাদান দিবে। তবু মোর মন সমাধান না হইবে ॥
হরী সুন্দর তার বুঝি অনুভবে। মনোমত কর্ম্ম ধনী আর-
ম্ভ করে ॥ এইমত কর্ম্ম যত কে কত বর্ণিবে। ভাবেতে
এক জন বিশেষে বুঝিবে ॥ সুরকান্তে শান্তমতি রতি
তে দোঁহে। আপন মনের কথা পরস্পরে কহে ॥ রাজ-
স্ত্র বলে প্রিয়ে শুনহ বচন। এ কর্ম্ম সাধনে সদা ছিল মোর
॥ চোররূপে তব সহ হইল প্রণয়। হেন কর্ম্ম কি প্রকা-
চোর ভাবে হয় ॥ সর্ব্বত ভাবেতে নাহি ছিল সুখোদয়।
হাতে সমস্ত মনে প্রকাশের ক্ষয় ॥ এত দিনে হইলেন বি-
ধাতা সদয়। বুচিল মনের দুঃখ শুনহ নিশ্চয় ॥ এত শুনি
ধনী পতি প্রতি কয়। কহিলে মনের কথা ওহে রসময় ॥
বেয় অধিক নারীর লজ্জা ভয়। তাহাতে কলঙ্ক ডালি
শিরে বয় ॥ রোপিয়া প্রেমের ফল আপন হৃদয়। না
চ অঙ্কুর হয় কলঙ্ক উদয় ॥ ওই অঙ্গ নিয়োজিত করিয়া
সার। আর অঙ্গ সশঙ্কিত কলঙ্কের দায় ॥ এক নেত্রে
পেক্ষিত দেখিবে তোমায়। আর নেত্র লজ্জায় প্রহরী দেখ
॥ আছিল শ্রবণ এক বাক্যের শ্রবণে। আর কর্ণ ছিল
কলঙ্ক কাননে ॥ আছিল রসনা প্রেম রস আস্বাদনে।
এক তৈল তিক্ত কলঙ্ক ভক্ষণে ॥ নাসারন্ধ্র ছিল এক
পরিমলে। আর রন্ধ্র ছিল সদা লোক লজ্জা ঘ্রাণে
ছিল প্রেম কার্যের সাধনে। আর কর আচ্ছাদিত

দৃঢ় আচ্ছাদনে ॥ এক পদ চিহ্নিত যাইতে দেশান্তরে। পাদ হইতে বদ্ধ কুল ভয় ডরে ॥ এক মন দুই ঠাঁই ছিল আদ্ধ। কুলে বদ্ধ অন্ধ আর প্রেমে অন্ধ বদ্ধ ॥ প্রাণেতে চিত তনু কি কব সে কথা। ওরে প্রাণ আছিলাম স্রোতলতা ॥ দ্বিজ কহে ইথে কেহ করহ সংশয় ; প্রে রমণী কাছে সুধালে প্রত্যয় ॥

অথ চিত্রাঙ্গিণীর মান।

ত্রিপদী। সতী পতি প্রেমাবেশে, নিত্য নানা নব রসে তোষে করয়ে রঞ্জন। পলকে প্রলয় হয়, মুখে মুখে রয়, নানা কাব্য প্রেম আলাপন ॥ যুবরাজ মনে ভা মানে প্রেম বৃদ্ধি হবে, প্রিয়ারে করাব ছলে মান। পর চাহি দান, ইথে রবে দৃঢ় মান, শেষে হবে স্তবে সমাধান। রসে দুই জনে, আছে প্রেম আলাপনে, রাজপুত্র কহিল দিয়া। কৈতে মনে ভয় বাসি, যদি বলহে প্রিয়সী, তবে বিশেষ করিয়া ॥ শুনি ধনী হাসি কয়, অদেয় কি মহা সাধ্য হয় অবশ্য করিব। ধন মন দেহ প্রাণ, সকলি কর দান, আর কি অদেয় তাহা দিব। যুবরাজ তদন্তরে, যুব করে ধরে, মৃদুস্বরে কহিছে বচন। চিত্তহরা নামে দাসী, শশী সুরূপসী, মোর চিত্ত করিল হরণ। তাহার লাবণ্য চ মন যে চকোর কান্দে, করিবারে তার সুধাপান। স তোমার সাধ্য, চিত্তহরা তব বাধ্য, বারেক আমারে দান ॥ এ কথা শুনিয়া ধনী, ক্রোধেতে না স্বরে বাণী, যেন দিল বহ্নি মাঝে। মনেতে ভাবে যুবতী, দাসীরে ভু মুক্তি, পোড়া মুখে বল কোন লাজে ॥ রুষিয়া পতিরে নাহি কিছু ধর্ম্ম ভয়, মোর ভাগ্যে আর কত হবে। ভার্য্যা কুলীণা, যোগাইব অন্ন জল, পতির অন্তর জুলাই তোমারে কি করি রোষ, সকলি ভাগ্যের দোষ, স্বভা

হিক যায় মলে। শর্করায় নিম্বফলে, আঙ্গারেরে দুগ্ধসলিলে, তিক্ত কাল নাহি যায় ধুলে॥ সিংহাসনে কুক্কুরেরে, রাখিলে যতন করে, ভস্মাসনে সদা ইচ্ছা তার; শূকরেরে কুশমূলে, মক্ষিকারে মধু দিলে, তবু চেষ্টা করে কদাচার॥ নারীর কপালে ছাই, আমার মরণ নাই, কত আছে এ ছার কপালে। কুলবধূ কোথা পাব, কিসে প্রাণ যোগাইব, না জানি কি হবে বৃদ্ধকালে॥ শুনিয়া নারীর উক্তি, আরম্ভিয়া ছল যুক্তি, বলে প্রিয়ে শুনহ বচন। বহু রত্ন থাকে যার, ধনাশা কি কায তার, অন্য ধন না করে গ্রহণ॥ শুনিয়া পতির কথা, রসবতী পেয়ে ব্যথা, ক্রোধভরে উপজিল মান। বস্ত্র আচ্ছাদিয়া অঙ্গে, মজিয়া মান তরঙ্গে, মনোদুঃখে ঢাকিল বয়ান॥ দেখি রমণীর মান, রাজপুত্র ম্রিয়মান, তাসে মনে দুষ্কর্ম্ম হইল। স্বভাবে অভাব দেখি, ক্ষণেক নিরবে থাকি, বিনয়েতে কহিতে লাগিল॥ হাসিতে কপালে ব্যথা, হেন মান পেলে কোথা, হেন মান পেলে কোথা, কর কেন এত অভিমান। রহস্যে উদাস্য করে, করাঘাত কর শিরে, ইথে কি আমার বাঁচে প্রাণ॥ এত কেন রুষ্টা হয়, তুষ্টা হয়ে কথা কও, না বুঝিয়া রহাস্যেতে এত। যে দেখি তোমার রীতি, হইলে লম্পট প্রতি, না জানি কি গতি তব হৈত॥ মিছা সাধে সাধ বাদ, করেছি যে অপরাধ, তাহার বিহিত দণ্ড কর। ত্যজ নিজ মান প্রিয়ে, কথা কহ তুষ্ট হয়ে, নিজ মন না হয় অপর॥ এতে যদি রুষ্টা হও, নহে মোরে কটু কও, তথাপি এ জ্বালা জুড়াইবে। অগ্নি হইলে সুপ্রবল, স্নিগ্ধ কিম্বা উষ্ণ জল, সিঞ্চনে নির্ব্বাণ বুঝ তবে॥ তোমার বিরহানলে, দিব প্রায় অঙ্গ জ্বলে, বাক্য জলে করহ নির্ব্বাণ॥ নিজ অনুগত জনে, হৈলা অতি সুকঠিনে, কেমনে জুড়াবে বল প্রাণ॥ যে ছিল প্রণয় শশী, রাগরূপ রাহু আসি, তারে ধরি করিল গ্রহণ। দেখি সেই অবিচার, চকোর যে মনামার, দুঃখী হয়ে করিছে

রোদন ॥ তুমি যদি মনে কর,রাহু বিনাশিতে পার, ধর অস্ত্রীর প্রহারে। রাহু হৈলে অপমান, চকোর পাইবে উদিত দেখিলে সে শরীরে ॥ যুবরাজ যত বলে, যুব হিক ভুলে, মনে ভাবে একি হৈল দায়। নানা ছলে লেতে, কথা কিছু কহাইতে, কত মতে করয়ে উপায়। তীরে করি কোলে, নানামত বাক্য ছলে, যত্ন করে খুচ ক্রোধ। সে কথা না শুনে ধনী, হয়ে রহে অভিমানী, কোথা রহে উপরোধ ॥ রাজপুত্র তদন্তরে, যুবতীর করে স্তুতি করি সাধিতে লাগিল। হেনকালে অকস্মাৎ, ধনী নিজহাত, পতি অঙ্গে কঙ্কণ ঠেকিল ॥ যুবরাজ ঐ কাতরে নারীরে বলে, ভার্য্যা হয়ে মারিলে পতিরে। নাহি হেন দাঁড়া, সৃষ্টি ছাড়া কৈল বাড়া, সব পোড়া লেতে করে ॥ দুঃখে মুখে হাসি পায়, না দেখি না শুনি নারী হয়ে পতি ধরে মারে। মনোমত হৈলে পতি, না এ দুর্গতি, থাকিতাম সদত আদরে ॥ অপ্রেমিক অরসিক রূপ বিরূপাধিক, ধিক ধিক ধিক বিধাতারে। দাঁড়াইবার নাই, রমণীর মার খাই, এ দুঃখ কহিব আর কারে ॥ রাম যত কয়, ধনী অভিমানে রয়, ভাবে মনে কি দায় ঘা নিজ মান প্রকাশিয়া, আপনি পশ্চাৎ হয়্যা, ছল করি শ রহিল ॥ ক্ষণে ফেরে আশে পাশে, যুবতী মনেতে হাসে, রূপে কি মান যাতে ভাল। যার কর্ম্ম সেই বিনে, নাহি প অন্য জনে, সে ছল বিফল শেষে হৈল ॥ তদন্তর অধোমু মৌন হয়ে মনোদুঃখে মনে মনে করয়ে চিন্তন। এই ভাবি মনে, উঠে পুনঃ ততক্ষণে, শয়াসনে করিল শয়ন ॥ দিয়া পতির গতি, যুবতী দুঃখিত অতি, মনে ভাবে কথা কই। পুনঃ ভাবে এই হবে, তাহে মাত্র মান যাবে, অ কিছু কাল সহে রই ॥ সে উপায় নিরুপায়, ভাবে রায় টৈ দায়, পুনরায় পায়ে ধরি সাধে। এত মান কেন প্রাণ, রা

আমার মান, দেহ প্রাণ দান অপরাধে। আমারে বিরলে রেখে, কেনথাক অধোমুখে, মনপ্রাণ জ্বলে মনানলে। তুমি মান অপমান, তুমি যদি কর মান, কে সুধাবে প্রিয়তম বলে।। সঁপেছি তোমারে প্রাণ, রাখ বা বধবা প্রাণ, মান অপমান তব পাশে। তুমি দয়া না করিলে, কে জুড়াবে এ অনলে, ওরুমান কেন লঘুদোষে।। তোমারি আশাতে আশা, তুমি না পুরালে আশা, আশার আশা কে আর পুরাবে। আশা দিয়ে আমি মেরে, সে আশা নিরাশা করে, কিবা আশে রুহিলা নিরবে।। তব আশা পূর্ণ হৈল, মোর আশা ফুরাইল, মান ছলে ত্যজিলা আমারে। মানে মানে মান হত, প্রাণে মান নহে কত, মান লয়ে থাক মান ভরে।। মান লয়ে রসবতী, সসম্মানে কর স্থিতি, দেহ অনুমতি যাই দেশে। বুঝিয়া পতির মন, রসবতী ততক্ষণ, কহিতে লাগিলা মৃদু হাসে।। কি কহিলে প্রাণনাথ, একি কথা অকস্মাৎ, দেশে যাবে ত্যজিয়া আমারে। অজস্কান্ত মণি যেই, লৌহ কি ছাড়য়ে সেই, অলি কোথা ত্যজে নলিনীরে।। অভিমান হৈল ভঙ্গ, কত মত করে রঙ্গ, নানারঙ্গ অপাঙ্গ ভঙ্গিতে। অনঙ্গ হইল সঙ্গ, কব কত রঙ্গ ভঙ্গ, পতি অঙ্গ সঙ্গ আনন্দেতে।। কহে রাজনারায়ণে, প্রেম বাড়ে অভিমানে, অভিমান প্রেমের তরঙ্গ। প্রেম জানে মর্ম্ম তার, অন্যে পার হওয়া ভার, দেখি রঙ্গ সাগরে তরঙ্গ।।

অথ রাজপুত্রের দেশে গমন।

পয়ার। অবশেষে রসাভাষে হাসি কহে ধনী। চিত্রহরা মনোচোরা হৈল কিসে শুনি। রসিকার রসের বাক্যেতে রসরাজ। বলে ছলে ছলিলাম জানিবারে কায।। কর কি না কর অভিমান ইহা শুনে। হিতে হৈল বিপরীত না বুঝিয়া মনে।। রসিকা হইয়া না বুঝিয়া এ চাতুরী।

অকারণ মান কেন করিলা সুন্দরী ॥ শুনি হাসি
সুখী কাছে ততক্ষণ। মন মান যেন প্রাণ বুঝিবারে
উভয়ের মনোকথা বুঝিয়া উভয়ে। সন্তোষে রহে
আনন্দ হৃদয়ে ॥ কিছু দিন এই রূপে বঞ্চিয়া দুজনে।
পুত্র দেশে যাইতে স্থির কৈল মনে ॥ রমণীরে তদন্তরে
নিয়ে কহিল। উভয়ের মনের মানস পূর্ণ হৈল ॥ অতএব
প্রিয়ে আমার বচন। অতঃপর মোর সঙ্গে করহ গমন ॥
বাণী শুনি ধনী অনেক কহিল। প্রিয় বাক্যে প্রিয়া স্থির
তা হৈল ॥ বুঝি মন ততক্ষণ দিলেন সম্মতি। রাজপুত্র
লেন যথায় নরপতি ॥ সম্ভাষ করিলা ভূপ দেখিয়া জাম
বিজয় সুন্দর বলে বিদায়ের কথা ॥ হইল অনেক দি
সেছি বিদেশে। বিশেষত পিতা মাতা মরিবে হুতা
শুনি ভূপ কুমারেরে কহিছে তখন। পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষ
রিবে মার্জ্জন ॥ বিজয় সুন্দর কয় এ কেমন কথা। আ
পুত্র মত জানিবা জামাতা ॥ এত শুনি নৃপমণি আন
হৈল। কন্যারে লইয়া যাইতে অনুমতি দিল ॥ তদন্তর
স্থির করিলা রাজন। অশ্ব রথ সৈন্য কত করিলা সাজ
বিদায় হইতে গেল রাজ অন্তঃপুরে। তদন্তরে প্রণ
রাজার রাণীরে। আশীর্ব্বাদ মনে মনে করিল সুখ
আমার কন্যার বশে থাক দিবানিশি ॥ জামাত
বসিবারে দিলেন আসন। সখী সম্বোধিয়া কপাটের অ
কন ॥ শুনিয়া শুনিয়া কথা কন ধীরে ধীরে। আর
দিন বাপু থাক মোর পুরে ॥ বাপের অধিক স্নেহ
বালকেরে। মায়ের অধিক স্নেহ বালিকা উপরে ॥
দিয়া পুত্র বাপু পেয়েছি তোমারে। গমনে ডুবিব
দুঃখের সাগরে ॥ চন্দ্র সম মোর ঘর আলোকরে ছি
এত দিনে মোর পুরী আন্ধার করিলে ॥ পুনঃ
নিষেধ করিতে যুক্তি নয় ॥ শ্বশুর বাটীতে কেবা চির

রয় ॥ দুই কিম্বা তিনটি যদ্যপি হৈত মেয়ে। তবু ক পাঠায়ে আমি থাকিতাম হিয়ে ॥ সর্ব্বদা সংবাদ দিত থাকিবা যেমন। অভাগী কীর্ত্তের কাক হইল এখন। বালিকা হইতে মোরকন্যা চিরাঙ্গিনী। বাল্য নাহি গাছে সব জড়িত সোহাগিনী। সদত করেছে মান মায়ের উপরে। না জানি কেমনে রবে শ্বশুরের ঘরে ॥ ভাল মন্দ কর্ম্ম কোন না পারি বুঝিতে। পাছে বা বিরূপ ভাব জানিয়া মনেতে ॥ সে কারণ তোর বাপু আমারে ক্ষমিবে। না জানিলে শাশুড়ী হত্যার পাপ হবে ॥ যদি কথা রাখ বাপু শাশুড়ী বলিয়া। দাও মন একবার দিও পাঠাইয়া ॥ সখী বলে সে কথা কেননো কও ভয়ে। বাপ মা রয়েছে ওর মাথার উপরে ॥ রাণী বলে যে বলিলে সত্য এ সকলি। বলিতে দিয়েছে বিধি তৈইসিন বলি ॥ তদন্তরে ডাকি রাণী নিজ তনয়ারে। কাঁদিয়া কাতরে কিছু কহিছে তাহারে ॥ চলিলে পরের ঘরে সাবধানে থেকো। ভুলনাকো অভাগী মায়েরে মনে রেখো ॥ যদি বিধি মেয়ে দেয় তোমার উদরে। তখনি মায়ের মায়া জানিবে অন্তরে ॥ মা হৈলে মায়ের মায়া জানিতে পারিবে। বলে ছিল মা বটে বলিয়া মনে হবে ॥ সাবধানে সদা থেকো ওরে বাছাধন। সেখানে হওনা আছ এখানে যেমন ॥ শাশুড়ীর কথা শুন মন যোগাইয়ে। তবেসি তোমারে স্নেহ করিবে অন্তরে ॥ ননদী সতীনে যদি কহে কুবচন। হইবে মাটির মেয়ে না কহে বচন ॥ গুণ শুনে মা বাপের প্রাণ জুড়াইবে। কলঙ্ক শুনিলে জলে ঝাঁপ দিতে হবে ॥ সতত পতির মন যতনে যোগাবে। তবেসি নয়ন আড়ে তোরে হারাইবে ॥ এই মনে বুঝাইয়া অশেষ প্রকারে। আপনি রথেতে তুলি দিল তনয়ারে ॥ কাঁদিয়া কহিছে কন্যা হায় কি করিব। মা বলে সেথায় আমি কার কাছে যাব ॥ তবে রাজা শত রথ পূরি দিল ধন। বহুতর সৈন্য দিল সঙ্গের রক্ষণ ॥ এইমত

।শব যত কে পারে বর্ণিতে। রথ চালাইয়া দিল অতি অ[illegible] বেগেতে।। অন্তঃপুরে কোলাহল ক্রন্দনের ধ্বনি। প্রবোধ করিতে গেলা নৃপতি আপনি। [illegible] চলিল সর্বজন।। এখানে সাধুর গৃহে শুন বিবরণ।।

কন্যার বিরহ বর্ণনা ও রাজপুত্রের বাটী আগমন ও স্বর্গে গমন।

পয়ার। এখানে সাধুকন্যা পতির বিচ্ছেদে। বিরহ ব্যাকুলা বালা বিরলেতে কাঁদে।। দৈবদোষে উপনীত হৈল ফাল্গুন। বসন্ত বিষম ঋতু বাড়ায়ে আগুন।। কোকিল কুহু কুহু করে অপার। [illegible] মলয় মারুত মন্দ মন্দ মহীতল। [illegible] মালতী যূথী ফুল পরিমল।। [illegible] প্রেম চিত্ত মনমথ [illegible]। বিরহে কুসুমে ক্রমে ভ্রমরা।। বিরহে ব্যাকুলা [illegible] বসন্তে বিরহ বাড়ে পতি বিরহিণী।। মদনে মগনা মন দেহ দুঃখে। নিরখে নয়ন জলা নায়কে না দেখে।। পতি প্রাণ পতিরে স্মরণ। পঞ্চশরে পতি [illegible] শিলাকর করে কলেবরে [illegible] ক্রোধে। সে শরীরে সুন্দরী হিয়ে শোক শেষে।। পতি বিনে পঞ্চবাণে প্রাণে পায় জ্বালা [illegible] সহে সহজে সরলা।। [illegible] নাথ আসিবে আশয়ে আশায়। আশাপথ আশ্বাসী আশায় অন্তর যায়। এককাল গেল কাল কাল হৈল নিশি। নিরাশিতে বালা [illegible] বরিষয়ে শশী।। অঙ্গেতে অনল আর অলঙ্কার রিপু। অবশ অনঙ্গ অঙ্গারে দহে বপু।। কলেবর কাতরা কামেতে নাকুল। যার মন্ত্রী মধুকর মল্লিকা মুকুল।। মল্লিকা মালতী যু

[illegible] কুসুম। আশে আগে নাশে প্রাণে আসে যেন যম ॥ তরু সম মুঞ্জরিলে নূতন পল্লব। তাহে কি তরুণী বাঁচে বিচ্ছে[illegible] [illegible]! দুঃখের অবধি নাই নাহি কোলে প্রিয়! সে সব [illegible] তাহে [illegible] প্রিয় ॥ কুহুস্বরে কামজরে কান্দিয়া [illegible]। বিরহ বিবাদে বক্ষ বিরহে বিচ্ছেদে! তাহে আর [illegible] তাপে কুচগিরি। সময়ে আপন অঙ্গ সেও হৈল অরি [illegible] সে অঞ্চলা কাছে তারে। নিশিতে নয়নে নীর [illegible] ॥ কবি কহে কবিতা রচিত, আর কত। নিরা-শ্রয় নাহি [illegible] সে কেবল কথা ॥ মরিতে উচিত কিন্তু এই [illegible] পরাধীন হবে বন্ধু [illegible] পরম্পারা ॥ সর্ব্ব জনে [illegible] বলে রাজা। দুষ্টের দমন করে পালে শিষ্ট [illegible] ঔদাসিক্য আর আছে অধিকার। পুষ্পরে ভ্রমর মেঘ [illegible] ॥ কোথাও পোড়ে নীরে স্থানান্তরে খুলা। সেই [illegible] কারে দেয় জ্বালা ॥ দম্পতী জনেরে দেয় সুখ [illegible]। বিরহী জনের জন্য নাহি শাক দুখ ॥ দম্পতী [illegible] পেলে কাম রাজা। সমস্ত সম্ভোগ সুখে সাধে [illegible] ॥ উভয়ে উত্তম বেশে অঙ্গে আভরণ। বিবিধ [illegible] করয়ে সাজন। চপলা চিহ্নিত চেয়ে চমৎকার [illegible]। চন্দ্র চিত্তে চন্দ্রমুখ চিত্তে চিন্তে রাত ॥ তাহে আর চমৎকার [illegible] অতি। অসতী যুবতী সুখে রাখে রতিপতি [illegible] তরঙ্গে অঙ্গে যদ্যপি উথলে। নাহি শঙ্কা ভয়া যাহি [illegible] ॥ রতিপতি ক্রন্দ করে উপপতি সঙ্গে। রসিক রসিকা [illegible] ভাসে রস রঙ্গে ॥ বসন্ত কৃতান্ত সম সদত বি-শ্রাম। নির্জ্জনে দুজনে জাগে জাগাইয়া কাম ॥ সুখে ভাসে সদত সোহাগে প্রিয় কোলে। কিবা সুখ সিন্ধু বিন্দু বোধ সেই কালে ॥ সেই সাজ দেখি [illegible] পায় রতিপতি। সমস্ত সংবাদ কহে যথা নিজপতি ॥ শুনি সঙ্গে সসৈন্য সাজয়ে সঞ্চারী। কোকিলা কৌতুকে গায় কুহু কুহু করি ॥ ক্রোধে

হয় জুম বোধ হানে ফুলবাণ। উঠিলে মদন বহ্নি বারিতে নির্বাণ॥ ত্রিভুবনে হইলে বসন্ত অধিকারী। নিরুপণ নিশাকর সঙ্গেসখ্য তারি॥ সময়েতে শশধর শমনে সারথি। সতী জ্বালায় দুঃখে সন্তোষ অসতী॥ এই রূপে সাধুবালা খেদ শ্বাস ছাড়ে। কাক রূপী নাগ রাজ হয়ে গালি পাড়ে॥ এরূপে খেদ করে সাধুরনন্দিনী। হেনকালে ঘোর বাদ্য কোলাহল ধ্বনি॥ চর আসি সাধুপুরে জানায় সংবাদ। শুনি পতির কথা যুবতী আহ্লাদ॥ ধরিয়া নরের দেহ যত সেনগণ। সাধুপুরে প্রবেশ করিল সর্ব্বজন॥ রাজপুত্রে হেরি তার সখা তিন জন। পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ করে আলিঙ্গন॥ রাজপুত্র পরে প্রবেশিল অন্তঃপুরে। সমস্ত সংবাদ সুখে কৈল সবাকারে॥ সাধুর পুরের যত পুর নারীগণ। রাজকন্যা পাশে গেল করিয়া যতন॥ সাধুসুতা মনানলে পীড়িতা আছিল সে পোড়া সতীনে দেখে শীতল হইল॥ ভাবে মনে পতি মোর সুখে ছিল ভুলে। আর কি ভ্রমর মধু খায় অন্য ফুলে॥ রজনী দোঁহা সহ করিয়া বঞ্চন। দুই ভার্য্যা লয়ে প্রাতে করিলা গমন॥ পরে তিন বন্ধু তথা বিদায় হইল। নিজ নিজ ভার্য্যা লয়ে পথেতে মিলিল॥ নানা ঘোর কান্তার ছাড়াইয়া বহু দেশ। আপনার রাজ্যে আসি করিল প্রবেশ॥ দূত আসি চন্দ্রসেনে কহিল সংবাদ। শুনিয়া ভূপতি হৈল পরম আহ্লাদ॥ তদন্তরে রাজপুত্র উপনীত পুরে। গলবস্ত্র প্রণাম করিল ভূপতিরে॥ পরম আনন্দে রাজা আলিঙ্গন দিল। জননীরে প্রণমিতে অন্তঃপুরে গেল॥ রাজার রমণী শুনে তনয়ের কথা। কান্দি কহে এত দিন ছিলে বাছা কোথা॥ অভাগিনী দুঃখিনী জননী তোর ঘরে। তারা হীন নয়নে ভাসান ভাষ নীরে॥ প্রণমিয়া রাজপুত্র কহে বিবরণ। শুনি রাণী পুরনারী লয়ে ততক্ষণ॥ পুত্রবধূ আনিতে আনন্দে সবে চলে। দেখিয়া নারীর রূপ নারীগণ ভুলে॥ বস্ত্র মধ্যে

ঙ্গল করিল সর্ব্বজন। প্রণমে রাণীর পদে বধু দুই জন॥
াবিত্রী সমান হও ধর্ম্মে হউক মতি। আশীর্ব্বাদ করি রাণী
ানন্দিত অতি॥ অন্তঃপুরে লইয়া চলিল ততক্ষণে। চন্দ্র-
ান বহুদান দিল দ্বিজগণে॥ স্বর্ণে অন্নে বস্ত্র দানে তুষিলেন
নে। রাজা চন্দ্রসেন দান করে হর্ষমনে॥ পাত্রসুত সাধুসুত
েদ্রের নন্দন। নিজ নিজ আলয়েতে করিল গমন॥ রাজ-
ন্দ্র সমভাবে তোষে দুই নারী। কত দিনে রাজা রাণী গেল
র্গপুরী॥ অন্ত্যেষ্ট্যাদি যত কর্ম্ম সমাপন করি। বিজয়সুন্দর
হল রাজ্য অধিকারী॥ দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন।
ন। সুখে বহুকাল করিল যাপন॥ সময়েতে চারি বন্ধু দেহ
াগ করে। পতি সহ সতীগণ স্বধর্ম্ম আচারে॥ চিতা মধ্যে
গ্নিযোগে ত্যজিল জীবন। স্বধর্ম্ম সাধিয়া স্বর্গে করিল
মন॥ দ্বিজ শিবচন্দ্র নাম দাঞীহাট বাস। তার আজ্ঞামতে
ত্ব হইল প্রকাশ॥

তাম্রধ্বজের বিবাহ।

পয়ার। তদন্তর মুনিবর কহে রাজসুতে। দেবতা হইয়া
ন্মে নারীর লোভেতে॥ শিব বিষ্ণু আদি আর দিকপাল-
ণ। সদত সন্তোষ সবে নারীর কারণ॥ দ্বাপরে হইলা হরি
ষ্ণু অবতার। নারী সহ লীলা খেলা করিলা বিস্তর॥ বিস্তা-
য়া কহে মুনি সে সব ভারতী। বর্ণিতে পুস্তক বাড়ে এই ভয়
তি॥ কি কব মনের খেদ মনেতে রহিল। বোবার স্বপন
 যেন প্রাণ গেল॥ মুনি বাক্য তাম্রধ্বজ হইল সম্মত।
শিখধ্বজ নৃপতি হইল পুলকিত॥ বিভা দিয়া তাম্রধ্বজে
া সমর্পিল। মুনিগণে তুষ্ট করি বিদায় করিল॥ তাম্রধ্বজ

সকল যত স্বর্ণ অলঙ্কার। কৈমুনি ভারতে তাহা আছে স্তুতি
প্রায়॥ এই সার ইতিহাস আনি তথা হৈতে। শিবা
ঘোষাল রচিত কহি তাকে॥ তাহা করি প্রকাশিতে সুরে
সুর্তি সংক্ষেপে প্রকাশিতে কহিলেন মম অকিঞ্চনে॥ শিবপ্র
ঘোষালের রচিত যেমন। স্বীয় নামে প্রকাশিল রাজনা
মণ্ড॥ অতি দীন জ্ঞানহীন যা জানি রচিতে। দয়া করি
কিছু না লবে পণ্ডিতে॥

ইতি রসিকরঞ্জন নামক গ্রন্থঃ সমাপ্ত।